THE

BHARATYA GRANTHABALI.

OR

A descriptive Catalogue of the ancient works of India, their times and brief reviews.

TOGETHER WITH

A

Brief account of races, languages and original settlements of the Ancient Aryans.
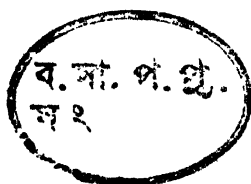
VOL. I.

By

Rajendra Nath Datta
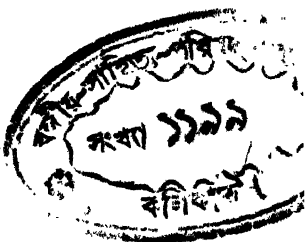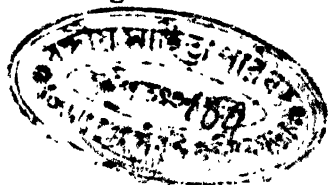
"Let all the ends thou aim'st at be thy country's———"

Shakespeare.

1878.

Price One Rupee

ভারতীয় গ্রন্থাবলী।

অর্থাৎ

প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাবলীর বিবরণ
তাহাদের কাল বিনির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত
সমালোচন।
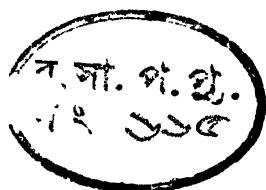
প্রথম খণ্ড।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

Lives of great men all remind us
we can make our lives sublime
and departing, leave behind us
foot-prints on the sands of time.

Longfellow's *Psalm of life.*

১২৮৫।

IS DEDICATED

To

HIS EXCELLENCY

SIR RICHARD TEMPLE

BART. G. C. S. I.,

Governor of Bombay.

As a testimony of deep respect and admiration.

BY

The Author

1878.
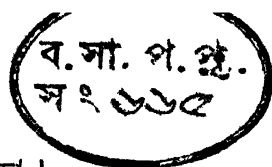
ভূমিকা।

পাঠক !

বোধহয় আপনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের অমূল্য গ্রন্থসমূহের বিবরণ, কাল বিনির্ণয় প্রভৃতি সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানিও সুবিস্তৃত গ্রন্থ বিদ্যমান নাই। যাহা আছে, তাহার সংখ্যা এত কম যে গণনার মধ্যেই আইসে না। এই সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করা অনেক দিন হইতে আমার অন্তরের অভিলাষ। নানা প্রকার অসুবিধায় এতদিন তাহাতে প্রবৃত্ত হই নাই। বিগত ১২৮২ বঙ্গাব্দ হইতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সাহায্যে অনেক স্থান ভ্রমণ এবং বিবিধ গ্রন্থাধ্যয়ন করিয়া এইকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তাহার পর ক্রমিক ৫ বৎসরকাল অশেষ পরিশ্রম, অর্থব্যয় এবং যত্ন স্বীকার পূর্ব্বক, নানাপ্রকার বিপদতরঙ্গ অতিক্রম করিয়া যে সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার প্রথম খণ্ড আজি আপনার করকমলে উপহার দিলাম। পুস্তক খানি প্রচার করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহার একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, সেখানি পাঠ করিয়া হিন্দুপেট্রিয়ট, মিরর, ভারতসংস্কারক, হিন্দুহিতৈষিণী, ভারত-মিহির, বেহার হেরাল্ড, ঈষ্ট, এডুকেশন গেজেট, সোমপ্রকাশ, প্রভৃতির সম্পাদক মহাশয়গণ আশাতিরিক্ত উৎসাহ প্রদান করায় আমি ইহা প্রচারে অত্যন্ত সাহসী হইয়াছি। বিশেষ, গ্রন্থখানির প্রথমখণ্ড কলিকাতা এবং মফস্বলের বহুল দেশমান্য কৃতবিদ্য ব্যক্তি পাঠ করিয়া যেরূপ অনুকুল মত প্রদান করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতিরিক্ত। ঐ সকল ব্যক্তির নাম অনুষ্ঠান পত্রে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাঁহাদি-গের মতাবলীও শীঘ্র প্রকাশকরা হইবে। বলিতে কি, এই সকল উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াই ভারতবর্ষের একটি চিরন্তন মহান্ অভাব মোচনে আমি সাহসী হইয়াছি।

"ভারতীয় গ্রন্থাবলী" কয় খণ্ডে সমাপ্ত হয়, বলা যায় না। ইহাতে

তমসাচ্ছন্না প্রাচীন ভারতভূমির গ্রন্থাবলীর বিবরণ, কাল বিনির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা প্রভৃতি প্রকাশ করা হইবে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ধারাবাহিক রূপে ইহাতে বিবৃত হয় নাই। কেন না, অসংখ্য প্রাচীন গ্রন্থরাশির মধ্যে কাহার পরে যে কোন্ গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে তাহা ঠিক করা নিতান্ত দুষ্কর। তাহা ঠিক করিতে বহু সহস্র বৎসর আবশ্যক। প্রথমে যত গুলির বিবরণ আমি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহাই এক্ষণে বিবৃত করিলাম। যাঁহাদিগের গ্রন্থাবলীর বিবরণ আমার বর্ণনার বিষয়, সেই প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যঋষিদিগের সম্বন্ধে যাবতীয় বিবরণ সংক্ষেপে একটী অনতিদীর্ঘ উপক্রমণিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি; এক্ষণে গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠোপযোগী হইলে আমার পরিশ্রম সফল হয়। তাহা হইলে গ্রন্থ প্রচার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছি, তাহা সৎপাত্রে ব্যয় হইয়াছে জানিয়া পরম সুখী ও কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে অনেকের নিকট আমি নানাপ্রকার উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। উপসংহার স্থলে তাঁহাদের সদাশয়তা স্মরণ করিয়া, অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক, ইহার ভূমিকা সমাপ্ত করিলাম। ইতি

ভবানীপুর
১লা বৈশাখ।
১২৮৫।

শ্রী রাজেন্দ্রনাথ দত্ত।

সূচী।
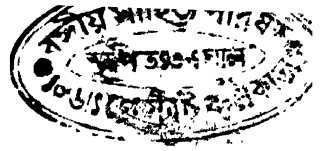
ভারতীয় গ্রন্থাবলী।

অর্থাৎ
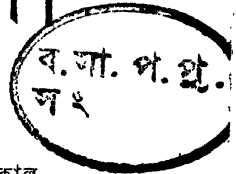
প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, তাহাদের কাল বিনির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

উপক্রমণিকা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন আর্য্যগণ।
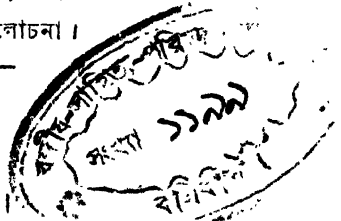
(তাঁহাদের ভাষা, পাণ্ডিত্য, বংশ ইত্যাদি।)

এই পৃথিবীমণ্ডল মধ্যে বহুপ্রসবিত্রী প্রাচীনা ভারতভূমি পূর্ব্বকালে সমস্ত রত্নই প্রসব করিয়াছিলেন, কিছুতেই নির্দ্ধন ছিলেন না; কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, কি সংগীত কোন বিষয়েই ইনি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। গহন কাননে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া সামান্য ফলমূল ভক্ষণ ও নির্ম্মল নির্ঝর জল পান করিয়া প্রাচীন ভারতীয় আর্য্যগণ যে মহামূল্য রত্ন নিচয় সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার যশঃ অদ্য পর্য্যন্ত সমুদায় বিশ্বসংসারে অতুলনীয় রূপে ঘোষিত হইতেছে। অদ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স গর্ব্বসহকারে যে সাহিত্যকে গ্রীক হইতে সুসম্পাদিত লাটিন হইতে বিস্তৃত এবং অন্যান্য সকল ভাষা হইতে সুমিষ্ট বলিয়া গিয়াছেন, সেই মনোহর সাহিত্য শাস্ত্র এই ভারতবর্ষ বহুকাল পূর্ব্বে প্রসব করিয়াছেন; অধুনাতন বিজ্ঞানবিৎ মহৎ প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ সতত মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া যে সমুদায় বিজ্ঞান সূত্র আবিষ্কার করিতেছেন, অন্বেষণ করিলে, সেই সমস্ত বা তদনুরূপ আবিষ্ক্রিয়া,

পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া ফল মূল ভোজী ভারতীয় মহর্ষিগণ বহুকাল পূর্ব্বে করিয়া গিয়াছেন। মেকিয়া ভেলি, ভলটিয়ার প্রভৃতি প্রতীচ্য রাজনৈতিকগণ যে সকল নীতি অস্পষ্ট স্বরে ইউরোপীয় রাজ সভায় বিবৃত করেন এবং যাহা অধুনাতন প্রায় সমস্ত ইউরোপীয় রাজনীতির ভিত্তি স্বরূপ হইয়াছে, সেই সমস্ত কথা অতি বিশদ রূপে বহুদিন পূর্ব্বে কুরু মন্ত্রি কণিক উক্ত করিয়া গিয়াছেন। এই রূপ যাবতীয় বিষয় ধৈর্য্য সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলে স্পষ্টতই দেখা যায়, এক্ষণে যে সমস্ত বিষয় একটী প্রতীচ্য মেধাবী লোকের নবপ্রসূত বলা হয়, তাহা অন্য সকলের পক্ষে নূতন হইলেও, ভারতের পক্ষে কদাপি নূতন নয়; ইহা বহুকাল পূর্ব্বে প্রাচ্য ভারতীয় গণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন। পাণ্ডিত্যাভিমানী ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে ভারতে তাঁহাদের গুরু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতবাসী মাননীয় আর্য্যসন্তানদিগের সকল বিষয়েই পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শিতা লক্ষিত হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা কাহারও জীবনী লিখিয়া যান নাই। বিশেষ অনুসন্ধান ও বহু পরিশ্রম স্বীকার করিলেও তাঁহাদের কাল নির্ণয় হওয়া এক প্রকার সুকঠিন। তাঁহাদের এই একমাত্র দোষেই সমুদায় যশোরাশিতে কলঙ্ক হইয়াছে,—অমৃতে গরল হইয়াছে। এই জন্যই আমাদিগকে কোন প্রাচীন মহাত্মার জীবন চরিত জ্ঞাত হইতে হইলে অসাধারণ ক্লেশ ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয়, অথচ কোন বিষয় নিশ্চয় রূপে স্থিরীকৃত হয় না।

মাননীয় ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুল যত্ন ও প্রগাঢ় পরিশ্রম স্বীকার করতঃ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করি। বোধ হয়, বহুদূর স্থিত সাগর পারবাসী প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ যত্ন স্বীকার পূর্ব্বক প্রাচীন ভারতকে উদ্ধার না করিলে, আমরা আজও পুরাকালীন বিবরণ কিছুই জ্ঞাত হইতে পারিতাম না। পবিত্র আর্য্য সন্তানগণ যে জাতিকে স্পর্শ করিলে, আপনাদিগকে অশুচী জ্ঞান করিতেন, দর্শন করিলে "সূর্য্য দর্শন" রূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিতেন, আজি কালি তাঁহারাই আসিয়া ভারতের উদ্ধার করিতেছেন।

আমাদের কি দুরদৃষ্ট! ভারত যাহার লীলাভূমি, ভারতী যাহার জননী, মনু যাহার পিতৃপুরুষ, বেদবিদ্যা যাহার চিত্তপ্রসূত, সেই জগদ্গুরু আর্য্য জাতির জীবনী আজি কিনা কীর্ত্তি বিলোপী কাল কবলে নিহিত! যে ভারত ভূমি রত্ন প্রসবিনী, আজি সেই ভারত ভূমি পথের ভিখারিণী!

যাহা হউক, কি প্রাচীন কি আধুনিক ভারত সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, প্রথমতঃ "আর্য্য" ও "সংস্কৃত ভাষা" বলিতে কি বুঝায়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই "আর্য্য" ও "সংস্কৃত" শব্দ দ্বয়ের উপর ভারতের যাবতীয় তত্ত্বানুসন্ধানের ভিত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শব্দ দুইটীর অন্তর্নিহিত রহস্য নিচয়ের উন্মেষ হইলে, তমসাচ্ছন্না প্রাচীনা ভারত ভূমি সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। কত দিনে আর্য্য সন্তান ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং কত দিনেই বা সংস্কৃত ভাগ্যহীন ভারতকে পরিত্যাগ করিলেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অনেকেরই সংস্কার আছে, "আর্য্য" বলিলে প্রাচীন ভারতবাসী বিদ্বজ্জন সমাজকে বুঝায়, কিন্তু তাহা নহে। প্রাচীন গ্রীক, রোমক, জর্ম্মাণ, পারশীক, ইংরেজ, হিন্দু প্রভৃতি জগতের প্রধান প্রধান ও মাননীয় সম্প্রদায়ই আর্য্য নামভুক্ত। ইহাঁদের একই স্থানে বসতি ছিল, এবং একই ভাষা ছিল। একই বংশ হইতে সকলে সমুৎপন্ন। কিন্তু ইহাঁরা কিরূপে কত দিনে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেন, এবং মূল ভাষা পরিত্যাগ করিয়া বিভিন্ন ভাষী হইলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ কৌতূহল পর পাঠককে অদ্য সাধ্য মত জানাইব।

ভাষাতত্ত্ববিৎ সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত মহাশয়গণ স্থির করিয়াছেন, পৃথিবীর অধুনাতন মাননীয় সম্প্রদায় সমূহ পুরাকালে এক জাতি ও এক-ভাষা-ভাষী ছিলেন। সেই জাতির নাম "আর্য্য" (১)। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রেভরেণ্ড কৃষ্ণ

---

(১) একজন প্রধান অধ্যাপক কহিয়াছেন, সংস্কৃত গ্রন্থে 'আর্য্য' শব্দ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহৃত হয় নাই। আর্য্যশব্দের অর্থ 'ধার্ম্মিক'। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় আপন সংস্কৃত অভিধানে লিখিয়াছেন—

"কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥"

মোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন " প্রাচীন গ্রীক, রোমক, পারশীক, হিব্রু, হিন্দু, ইংরাজ ইহাঁরা সকলেই ককেশশ বংশসম্ভূত, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ (আর্য্য) জাতির মধ্যে গণ্য। কাস্পিয়ান সাগরের অনতিদূরস্থ ককেশশ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন স্থলে ইহাঁরা প্রথম সমুদ্ভূত হয়েন। " কাস্পিয়ান " শব্দ " কশ্যপ" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, হিন্দু শাস্ত্রে এজন্য ইহাঁরা "কশ্যপ পুত্র" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (২) "। মাননীয় প্রিচার্ড সাহেবও এই মতের অনুমোদন করেন (৩)। ফলতঃ, আর্য্য শব্দের গভীর ও বিস্তৃত অর্থে এই বুঝায় যে, আসিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমুদায় সভ্য জাতিই অর্থাৎ হিন্দু, পারশীক, কেল্‌তিক, দৈতলিক, রোমিক, গ্রীক, স্লাভোনিক ও ইলিরীক প্রভৃতি সমুদায় শ্রেষ্ঠ ও সভ্য জাতি প্রাচীন আর্য্য নামধারী। ভাগীরথী তীরবর্ত্তী শ্যামবর্ণ খর্ব্বকায় শর্ম্মোপাধিক ব্রাহ্মণ তনয় ও রাইন নদী তীরবর্ত্তী শুভ্রবর্ণ দীর্ঘকায় জর্ম্মণ বা শর্ম্মণ এবং ভারতবিজেতা গৌরাঙ্গেরা ও তদ্বিজিত হিন্দুরা এবং ইরানস্থ জোরস্ত্রিকেরা এক আর্য্যবংশ সম্ভূত।

প্রাচীন আর্য্যবংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া প্রথমতঃ উত্তর পশ্চিমাভিমুখ হইয়া ইউরোপে কেল্‌তিক ও দৈতলিক, জর্ম্মণিক ও স্লাভনিক, রোমক ও গ্রীক জাতির সৃষ্টি করেন ; এবং পশ্চাৎ দক্ষিণবাহী হইয়া হিমালয়ের দুর্ভেদ্য হিমানী ভেদ পূর্ব্বক সরস্বতী, শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধু এই সপ্ত-নদ-সংকুল ' সপ্তনদ ' (৪) প্রদেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া পড়েন (৫)।

বর্ণিত জাতিগণ যে এক বংশ সম্ভূত তাহা শব্দশাস্ত্র ও ভাষাতত্ত্ববিৎ

" আর্য্যঃ—সৎকুলোদ্ভবঃ। " ইত্যমরঃ॥ " শ্রেষ্ঠঃ, পূজ্যঃ। " ইতি শব্দরত্নাবলী॥ " আর্য্যমতিভিঃ। " ঈশ্বর কৃষ্ণসাঙ্খ্য কৃত সপ্ততির শেষাংশ দেখ।

(২) Revd. K. M. Banerjee's *Arian Witness.*

(৩) Prichard's *Researches in to physical history of mankind* and *Schelegel's origin of the Hindoos.*

(৪) টলেমি ইহাকে Heptanid, হেরোডোটস Heptap এবং ষ্ট্রাবো Panchapani কহিয়াছেন।

(৫) আর্য্যদর্শন। বৈশাখ, ১২৮১। ৯ পৃষ্ঠা।

পণ্ডিতগণ ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতে পারে না। আর্য্যজাতি পরস্পর বিভিন্ন হইবার পূর্ব্বে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেন, ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাষা সকলে সেই সমুদায় শব্দ অদ্যাপি লক্ষিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় পিতা, পুত্র, কলত্র, ঘর, শাড়ী, দেবতা বৃক্ষ* প্রভৃতি শব্দ সকল মিলাইয়া দেখিলে স্পষ্ট বলা যায়, বর্ত্তমান ইউরোপ ও আসিয়াবাসী তাবৎ সভ্য সম্প্রদায়েরই এক ভাষা ছিল। এক বংশের লোক না হইলে এরূপ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নিত্য ব্যবহার্য্য শব্দগুলিতে কেমন সৌসাদৃশ্য আছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

উপর——Upper
ত্রি——Tre, Three
বলী——Bull
অষ্ট——Octo
শত——Cent
তরু——Tree
একশেষ——excess
সত্য——Sooth
পারাবত——Paratos
বীরা——Beer
সুরা——Sherry
মদিরা——Medeira
হৃত——Hurt
বর্ব্বর——Barbarian
অলি——Alo
নাসা——Nasus
পদ——Pedis
নাভি——Nave
দন্ত——Dentis
স্তূপ——Stupa

পিতৃ——Patri
মাতৃ——Matri.
অহম——I (am)
সূনু——Son
নক্ত——Noctus
নবম——Novem
পোতস——potash
নপ্তৃ——Neptu; neptri
অস্তি——Esty
সম——same
অন্যতর——Another
অগ্নি——Ignis
দ্যৌপিতর——Jupiter
কৈলাস (কয়লুন)——Coelo
শর্ব্বর——Cerberos.
ফুল্লরা——Flora; Flower
লোভ——Love
লাপ (উচ্চহাস্য করা)——Laugh
নাম——Name.
উক্ষা——Ox (অশ্ব বা অক্ষ)

ওকপিয়ম্—Okophium	অন্ত——End ; Entum
হোরা———Hour	পিঙ্গল———Puzzle.
পণ———Pawn.	উল্লূক——Owl ; Olak.
জ্ঞাতি——Gnati.	মূষ———Mouse.
গমক———Gamut.	গত———Got.
দদামি——Didomi.	ত্রিপদ——Tripod.
বৃষল——Briscis.	পথ———Path.
অক্ষ——Oxis.	ন ; না——No.
কাটা——Cut.	ত্রিবল———Table.

প্রোক্ত শব্দ সাদৃশ্যে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে, অধুনাতন ভারতবাসী ও ইউরোপবাসী সভ্য জনগণ যে ভাষায় কথা বার্ত্তা কহেন, তাহার আদি এক মূল ভাষা। পণ্ডিতেরা সংস্কৃতকেই সেই মূল ভাষা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কি সংগীত, কি গণিত, কি চিকিৎসা, ব্যায়াম, বস্তুবাচক, জীববাচক যে বিষয়ক শব্দ লইয়াই আমরা তুলনা করিয়া দেখি, তাহাতেই এই মূল ভাষার সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যথা—

(পশুবাচক)

(I)

বলী————Bull
বরাহ———Boar
ক্রমেলক——Camel
গৌ————Cow
পিলু———Elephant

'বলী' শব্দের অর্থ ষাঁড়। ইউরোপীয়েরা ইহাকে 'বুল' কহেন। অতএব বলী ও বুল (বা বল) শব্দে কত সাদৃশ্য দেখুন। দ্বিতীয়তঃ, বরাহ— লাটিন 'বোর' বা 'বোরা'। তৃতীয়তঃ, ক্রমেলক শব্দের অর্থ উষ্ট্র, লাটিন কেঁমল্। চতুর্থ, 'কৌ' বা 'কাউ,' সংস্কৃত গৌ (গ স্থানে অপভ্রংশে কাল প্রভাবে ক) অর্থে গাভী। পঞ্চম, পিলু অর্থে হস্তী। গ্রীক 'Elephas, ক্রমে লাটিন Elephantus ও পরে

Elephant। বিলাতী শাব্দিকগণ যে 'মহৎ' অর্থবাচক হিব্রু 'ফিলা' শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন বলেন, তাহা স্পষ্টতঃ ভ্রম। পিলু শব্দ ও পাদ শব্দ যোগে নিষ্পন্ন পিলু পদের অর্থ স্তম্ভবিশেষ। পারসীতে ফিল্‌পা, বাঙ্গলা পিল্‌পে এবং ইংরাজি Pillar। এল্‌ পিলু বা এল্‌ ফিলু (el. Philoo অর্থাৎ el. Philus) হইতে Elephant শব্দের উৎপত্তি। এইরূপ কতক গুলি যৌগিক শব্দেও অসাধারণ সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। (৬)।

(II) (সংখ্যাবাচক)——

ত্রি——Tri

অষ্ট——Octo

সপ্ত——Septa ; Hepta

(III) (জীববাচক)

মূষ ; মূষিক——Mouse

মানব—— Man

পারাবত——Parratos ; Parrot

মশক কীট——Mosquitoe

(IV) (অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় বাচক)

পদ——Pedis ; Pod

নাসা——Nasus

নাভি——Nav

কপাল——Caput

হৃৎ——Heart

(V) (বস্তু বাচক)

অম্বরাল——Umbrella (৭)

---

(৬) Vide Bopp's *Comparative grammar.*

(৭) ঈউরোপীয় umbrella শব্দের অর্থ ছাতা, অর্থাৎ যাহা অম্বর অর্থাৎ আকাশ হইতে রক্ষা করে। সংস্কৃত অম্বরাল অথবা অম্ব্রেলা শব্দের ঠিক এই অর্থ। "উপরিস্থিত বৃষ্টি, রৌদ্র, শিশির প্রভৃতি হইতে যাহা দ্বারা রক্ষা পাওয়া যায় তাহার নাম অম্বরাল।" শব্দকল্পতরু (অভিধান) ২৯ পৃষ্ঠা।

পাত্র——Pot

লেমু——Lemon

পিষ্ট——Paste

নৌ——Navy

ত্রিবল——Table (৮)

(১) সংস্কৃত 'ত্রি' শব্দ—গ্রীকে ত্রেশ (Tres); শ্যাকশনে থ্রিস (Thres); সুইডিশে ত্রি (Tre); জর্ম্মাণে দ্রি (Drei); ফরাসীভাষায় ত্রইস্ (Trois); ইটালীয়ান ত্রি (Tre); স্পেনীয় ট্রেশ (Tres); লাটিনে ট্রিশ (Tres); ইংরাজীতে থ্রি (Three); বাঙ্গালায় তিন।

(২) সংস্কৃত 'কোণ' শব্দ—ফরাসী কোণা (Cona); ইটালী কোণো (Cono); স্পেনীয় কোনোশ (Conos); লাটীন কোণস্ (Cones); ইংরাজী কোণ (Con); আরবী কোণ্ (Conn); বাঙ্গালা কোণ; গ্রীক কোনশ (Konus) হিব্রু কোনীশ (Conoees); জর্ম্মণি কোণা (Kona)।

(৩) সংস্কৃত 'যবন' শব্দ—লাটিন য়ুবেনিষ (Juvenis); সাকশন য়ঙ (Iong); জেন্দ যিবান (Given); সুইডিশ যুঙ (Joong); দিনেমার য়ুঙ্গ (Iueng); গথিক যুগ্স (Juggs); জর্ম্মাণ জঙ্গ (Jung); ওলন্দাজ জঙ (Jong); ইটালীয় য়ুন (Uoon); হিব্রু যুঙ (Ung); গ্রীক অবন (Ionian); বাঙ্গালা যবন; পারসি যুনান; আরবী যোনা; পালিভাষা যোয়ন; চীন যোহন; পর্টুগাল যোভন; তুরস্ক জমবঞ্জম; রোম্যান যিহোহানেন (Jehohanen); সেমিতিক জেহোনান (Jehonan); প্রাচীন য়িহুদী যোনেস্; উর্দ্দু যবন; ফরাসী যন্; টিউনিক জওন (Jowan);

---

(৮) পূর্ব্বে ভারতবর্ষে টেবল ব্যবহার এবং তাহাতে ভোজন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। যথা—(নিষেধ বাক্য)—"নাসন্দী সংস্থিতে পাত্রে আসন্দী দারুময়ং ত্রিপদাদি।"

বিষ্ণুপুরাণ, তৃতীয় অংশ।

শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

প্রাচীনকালে ত্রিপদ টেবল চলিত ছিল।

(৪) সংস্কৃত 'বলীবর্দ্দ' শব্দ—বাঙ্গালা বলদ; ইংরাজী বুল (Bull); জর্ম্মণ বোলি (Bolle); সাক্‌শন বেলান্ (Bellan); লাটীন বুলা (Bulla); ফ্রেঞ্চ বুলী (Bulle); ইটালী বোলা (Bolla); দিনেমার বল্‌ড্ (Buld); সুইডিস বুলার (Bullar); গথ বৌলী (Bawool)।

(৫) সংস্কৃত 'নাম' শব্দ—বাঙ্গালা নাম; ইংরেজী নেম্ (Name) সাক্‌শন নামা (Nama); জর্ম্মণ নেমি (Namee); লাটীন নমেন্ (Nomen); ডেনিশ নামিশ (Nahmees); ফরাসী নমিশ (Nomis); সুইডীশ নম (Nom); চীন নন্ (Nun); আরব্য নম্ (Num); পুরাতন ইটালী নম্ (Num)।

এই শব্দগুলি উদাহরণ স্বরূপ প্রদর্শিত হইল। আরও এরূপ অসংখ্য শব্দ আছে, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সপ্রমাণ হইবে যে এক প্রাচীন বংশ হইতেই গ্রীক, জর্ম্মাণ, হিব্রু, পারসীক প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রাচীন বংশ আর্য্য বংশ নামে খ্যাত। তাঁহাদের বাসস্থান, ভাষা, আচার, ব্যবহার, প্রকৃতি, ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সকল এক প্রকারই ছিল। পরে তাঁহারা যেরূপে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার অনুসন্ধান করা যাইতেছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, সকল দেশেরই আদিম নিবাসিরা পশু পালন ও মৃগয়া অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিত। কলমস্ (বা কলম) নামে এক প্রকার প্রাচীনতম শুষির জাতীয় অসভ্য অথচ সুমধুর বাদন যন্ত্র তাহাদের ব্যবহার্য্য ছিল। (৯) রোম, গ্রীস, আরব, ইটালী, প্রাচীন ভারত প্রভৃতির আদিম অধিবাসিগণের এই অবস্থা। প্রাচীন আর্য্যগণও এই অবস্থা-

(৯) Colomaulos. ইহার আকৃতি লিখিবার কলমের ন্যায়। পারসী, আফগানস্থান, তুরস্ক, তাতার, গ্রীশ, ভারত সকল স্থলেই এই যন্ত্র এই নামে ব্যবহৃত ছিল। কর্ণেল সি, আর, মন্রু সাহেব আফ্রিকার মহাবনে এই যন্ত্র মৃত্তিকার অনেক ফীট নীচে প্রাপ্ত হইযাছিলেন। তাহা এক্ষণে পারিস রয়াল মিউজিকাল হলে রক্ষিত হইয়াছে। শুনা যায় রাজা উজবেক সিংহের সময়ে কাশীস্থ মানমন্দিরে ইহার একটা কৃত্রিম প্রতিকৃতি রক্ষিত হইয়াছিল। ("যন্ত্রকোষ" ৮০, ১৪৬ এবং ১৪৭ পৃষ্ঠা দেখ। "তত্ত্বপ্রদীপ" ৯২ পৃষ্ঠা দেখ।)

পন্ন ছিলেন। তাঁহারা হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করিতেন। পুরাবৃত্ত তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত নক্স্ সাহেব বলেন (১০) "যে গিরিরাজ হিমালয় সুবিস্তৃত ঐশ্বর্য্যশালী ভারতরাজ্যের উত্তর সীমায় রক্ষকের ন্যায় অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহার নিকটবর্ত্তী কোন হিমপ্রধান প্রদেশই জনসমাজের প্রসূতি গৃহ।" ভারততত্ত্বানুসন্ধায়ী সুবিজ্ঞ লেথব্রিজ সাহেব কহেন (১১) "প্রাচীন আর্য্যগণ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রবেশ পূর্ব্বক সিন্ধু নদীর উপত্যকা দিয়া গঙ্গা নদীর তীরস্থ প্রদেশে আগমন করিয়া অপূর্ব্ব ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। তাঁহারা গ্রীক, রোমক, পারসীক, ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি অধুনাতন সভ্যজাতির আদিপুরুষ। মধ্য আসিয়ান্তর্গত অক্সশ্ নদীর তীর সম্ভবতঃ তাঁহাদের বাসভূমি ছিল। ইউরোপীয় জাতিরা প্রথমে সেই বংশ হইতে পৃথক হন, তৎপরে পারসী ও হিন্দুগণ কিছু দিন একত্র থাকিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। হিন্দু আর্য্যগণ হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের নিকট হইতে উঠিয়া ক্রমে ভারতবর্ষের নানাস্থান ব্যাপী হন। তাঁহারা সরস্বতী নদী তীরে প্রথম উপনিবেশ করিয়াছিলেন।" ইতিহাসবেত্তা মার্শমান সাহেব বলেন (১২) "কোল্, ভিল, চোয়াড়, গোন্দ প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা (যাহাদিগের বংশ অদ্যাপি মহানদী, নর্ম্মদা ও শোণ নদের বনে দেখিতে পাওয়া যায়) তাহারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। আর্য্যগণ ভারতের আদিমবাসী নহেন;—তাঁহারা সিন্ধু নদের পার হইতে ভারতে আগমন করেন।" সুপ্রসিদ্ধ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন (১৩) "চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বাক্‌ত্রিয়ায় অথবা আমু উপত্যকায় একদল প্রাচীন মেষ পালক ও কৃষক সম্প্রদায় বাস করিত, তাহাদিগের হইতে হিন্দু, পারসী, গ্রীক, রোমক, সাক্শন ও জর্ম্মণ প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে।" বিজ্ঞবর ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ককেশশ পর্ব্বতের নিকটেই আর্য্যবংশের

(১০) Knox on *Human races.*

(১১) *History of India* edited by E. Lethbridge and G. U. Pope, part. I I I. pp. 12-14 intro. এবং Chap. I, 1Cs 4-5

(১২) Marshman's *History of India.* Vol. 1. Chap. 1. P. 2-3

(১৩) *Literqture of Bengal* Chap. X.

অভ্যুদয় হইয়াছিল। বাবু লালবিহারি দে বলেন (১৪) "অতি পুরাকালে হিন্দু, পারসি, গ্রীক, রোমক প্রভৃতি জাতির আদি পুরুষ প্রথমে মধ্য-আসিয়ার অন্তর্গত কোন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপের মধ্যে ডানিউব নদী তীরে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। **** অবশেষে পারসীক ও হিন্দু একত্র আসিয়া ভারতে হিন্দু এবং ইরাণে (পারস্যে) পারসীক নাম গ্রহণপূর্ব্বক স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। অক্শশ্ বা আমু নদীতীরস্থ স্থানই বোধ হয় তাঁহাদের প্রথম আবাসভূমি ছিল।" আচার্য্য মোক্ষমুলার কহেন (১৫) "আর্য্যহিন্দুগণ দক্ষিণ দিক হইয়া হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক, সিন্ধুনদীর নিকটে আইসেন। ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা গ্রীক, জর্ম্মণ, ইটালিয়ান প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত একত্রিত হইয়া ভারতবর্ষের বহু উত্তর দিকবর্ত্তী প্রদেশে বাস করিতেন।" মুর সাহেব বলেন (১৬) "ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দিকবর্ত্তী মধ্য আসিয়ার জনপদ বিশেষ প্রাচীনতন আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। পরে তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে গমন পূর্ব্বক উপনিবিষ্ট হন। হিমালয়ের উত্তরে আর্য্যগণের যে উপনিবেশ ছিল, তাহার অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সংস্কৃত গ্রন্থে উত্তর কুরু জনপদের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যথা—

(ক) "উত্তরৈঃ কুরুভিঃ সার্দ্ধং দক্ষিণাঃ কুরবস্তথা।
বিস্পর্দ্ধমানাব্যহরংস্তথা দেবর্ষিচারণৈঃ॥"

মহাভারতম্।

(খ) "তান্ গচ্ছত হরিশ্রেষ্ঠা বিশালাহ্নুত্তরান্ কুরূন।
দানশীলান্ মহাভাগান্ নিত্যতুষ্টান্ গতজ্বরান্॥

---

(১৪) *Bengal Magazine* No. XXX11. Pp. 339-343.

(১৫) Max. Muller's *last results of Sanskrit researches* in Bunsen's out. of Phil. of un. hist. Vol. 1. PP. 129-131; *Anciint Sanskrit Literature* P.P. 12-15; *Chiefs from a German workshop* Vol. I. PP. 63-35.

(১৬) Muir's *Sanskrit texts* 2d. ed. Vol. 111. 278 *ff*: and 1st. ed. p. 11. p. 336-337· note. *g.p.* 478; and Vol. 1V. p. 108

ন তত্র শীতমুষ্ণং বা নজ্জরা নাময়স্তথা।
ন শোকোন ভয়ং বাপি ন বর্ষং নাপি ভাস্করঃ ॥"

রামায়ণম্।

(গ) "তস্মাদ্ এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জন পদা উত্তরকুরব উত্তর মুদ্রা ইতি বৈরাজ্যার তেহ ভিষচ্যন্তে।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণম্।

মিশরদেশীয় প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা টলেমী এই উত্তর কুরুর বিষয় অবগত ছিলেন। তিনি উত্তর কোরা (Ottorokora) নামে একটি পর্ব্বত একটি জাতি ও একটী নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক লাশেনের মতে টলেমীর এই Ottorokora (সংস্কৃত উত্তর কুরু) বর্ত্তমান কাসগারের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ছিল। এই একটি প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ, কৌষীতকী ব্রাহ্মণে উত্তর দিক, ভাষাশিক্ষা ও বাক্যের দিক বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

" পথ্যা স্বস্তিরুদীচীং দিশং প্রজানাদ
বাগবৈপথ্যা স্বস্তিস্তস্মাদুদীচ্যাং দিশি
প্রজ্ঞাততয়া বাগুদ্যতে। উদঞ্চ উএব যন্তি
বাচং শিক্ষিতুম্। যো বা তত আগচ্ছতি
তস্য বা শুশ্রূষন্তে ইতি স্মাহ। এষাহি
বাচোদিক্ প্রজ্ঞাতা।"

শৈষীতকী ব্রাহ্মণ। ৭।৬

যাস্ক ঋষি স্বপ্রণীত নিরুক্তের এক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন (১৭) "শবতির্গতি কর্ম্মা কম্বোজেষেব ভাষ্যতে।" অর্থাৎ "কম্বোজদেশে শবৃত্তিক্রিয়া গত্যর্থে প্রচলিত আছে।" পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিত মণ্ডলী এই কম্বোজ দেশ বোখারার সন্নিহিত বলিয়া অনুমান করেন (১৮) ইহাতেই বোধ হইতেছে, হিমালয়ের উত্তরেও সংস্কৃত

(১৭) তৃতীয় অধ্যায়, দ্বিতীয় শ্লোক।

(১৮) জোনাথান মরে সাহেব কম্বোজ দেশকে বর্ত্তমান কাম্বে-বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহা স্পষ্টতঃ ভ্রম।
Vide J. Murray's *Ancient Wisdom*. Vol. 12. p. 49. Eastern div

ভাবার চলন ও আর্য্যবসতি ছিল। অথর্ব্ব বেদে হিমালয়ের উত্তর দিক সঞ্জাত কুষ্ঠনামক এক প্রকার উদ্ভিদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত বেদের মন্ত্রে লিখিত আছে, এই উদ্ভিদ হিমালয়ের উত্তর দিক হইতে পূর্ব্বদিকে আনীত হইত। যথা " উদঙজাতো হিমবতঃ প্রাচ্যাং নীয়সে জনং " (১৯) ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, এই মন্ত্রের রচয়িতা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরদিকবর্ত্তী প্রদেশের বিষয় অবগত ছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যখন পাণ্ডু রাজা পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত কুন্তীকে অনুরোধ করেন, সেই সময়ে বলিয়া ছিলেন যে " আমাদিগের পূর্ব্ব ভূমি উত্তর কুরুতে অদ্যাপি স্ত্রীজাতি অনাবৃত আছে। " হিন্দুকুশের নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে পূর্ব্বকালে স্ত্রীজাতি অনাবৃত থাকিত, তাহার প্রমাণ হিন্দুশাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (২০) " মূরসাহেব শতপথ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিবরণ সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, ইঁহারা নিশ্চয়ই হিমালয়ের উত্তরে বাস করিতেন (২১)। পণ্ডিতবর ওয়েবর কহেন (“২২) মধ্যআসিয়া আর্য্যজাতির পূর্ব্বপুরুষগণের বসতিস্থান। ইহার উচ্চতর ভূমি ভাগই মানব জাতির বাল্যলীলাক্ষেত্র বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। " পিক্‌টেট লিখিয়াছেন (২৩) " পূর্ব্বতন আর্য্যবসতির মধ্যস্থল বক্‌ত্রিয়া বা বল্‌খ্‌। পরে তাঁহারা হিন্দুকুশ, বেলুর্টাগ, অক্‌শশ ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। পণ্ডিতবর শ্লেগেল, হক্‌শ্রী এবং ল্যাসেন সাহেব ইহার অনুমোদন করেন। আচার্য্য উইলসন সাহেবের মতে " বেদ সংহিতাতে উত্তরদিকের অনেক প্রসঙ্গ আছে। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে, শীত প্রধান দেশে কালাতিপাত বিষয়ের উল্লেখ আছে। যথা-

---

১৯) অথর্ব্ববেদ ৫। ৪। ৮।

(২০) Professor Duncan's *criticisn* on John Stuart Mill's *Subjection of women.*

(২১) এতৎ সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ' হিন্দুধর্ম্মের ইতিহাস ' প্রবন্ধ এবং " নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা " ১ম কল্প ও ২য় কল্প পাঠ কর।

(২২) Weber's *Modern invesitgations on ancient India* p. 10

(২৩) M. Pictet's *Les origines Indo-Europeennes* Vol. 1 P. 51

'চক্রত্যং মরুতঃ পৃংস্থ দুষ্টরং" ইত্যাদি (২৪)। ইহাতে বোধ হয় আর্য্যগণ একদা হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী, শীতপ্রধান স্থলে বাস করিতেন।" রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ডে লিখিত আছে, প্লবঙ্গরাজ সুগ্রীব সীতান্বেষণ নিয়োজিত বানরবর্গের সম্মুখে উত্তরদিকের পথ নির্দ্দেশে প্রবৃত্ত হইয়া হিমালয়, কিউলন বা কৈলাশ প্রভৃতি পর্ব্বতের পর উত্তর কুরুজনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব প্রতীত হইতেছে, হিমালয়ের উত্তরে আর্য্যগণের অধিবাস ছিল। (২৫)। পারশীকদিগের অবস্থা গ্রন্থের বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদে অহরম্‌জদ জরথুস্ত্রকে বলিতেছেন " আমি একটি সুখজনক দেশ সৃজন করিয়াছি। এই দেশ সৃজনের পূর্ব্বে কোন স্থানই বাসোপযোগী হয় নাই। যদি আমি এই দেশ সৃজন না করিতাম, তাহা হইলে সমুদায় প্রাণীকে 'ঐর্য্যনবত্রজোস্থানে, যাইতে হইত।" অধ্যাপক হগ সাহেব বলেন "ঐর্য্যনবএজো প্রদেশেই প্রথমে মানবজাতির বসতি ছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কোন স্থানই মনুষ্য-কর্ষিত ও অধ্যুষিত হয় নাই।" মান্যবর স্পিগেল সাহেবের মতে আবিস্তা লিখিত ঐর্য্যনবত্রজো প্রদেশ অক্‌শশ্‌ ও জক্সারতেশ নামক নদী দ্বয়ের উদ্ভবক্ষেত্র (ইরাণ দেশীয়)। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন (২৬) " পৃথিবীর মধ্যে দুই জাতি সমধিক পাণ্ডিত্যশালী বলিয়া পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। সেই দুইজাতি এক মূল হইতে উৎপন্ন। চতুর্ধা বিভক্ত পৃথিবীর যে অগ্রগণ্য ভূখণ্ড মানবজাতির আদিনিবাস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যস্থলই উল্লিখিত জাতিদ্বয়ের আদিপুরুষগণের প্রসূতি গৃহ। কাল ক্রমে এই একান্নভুক্ত আদি পুরুষদিগের সন্ততিবর্গ পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বহু দলে বিভক্ত হইয়া দেশ বিদেশে গমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।

(২৪) Vide A.W.Von. Schelegel's *de l origine des Hindus* in *essays litteraires et historiques*. PP. 514 517 ; Lassen's *Indian antiquities*. P. 613 ; Huxley's *Forefathers of the Enylish people*.17 Mar. 1870 Comp, Wilson's *Intrduction to Rigveda*, Vol, 1, p, XL11. ঋগ্বেদ ১।৬৪।১৪ ও ৫।৫৪।১৫ এবং ৬।৪।৮ দেখ।

(২৫) ত্রি চত্বারিংশ অধ্যায়। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড। বাল্মিকী রামায়ণ।

(২৬) "পানিনি" ৫ হইতে ৯ পৃষ্ঠা।

তন্মধ্যে একদল ইউরোপস্থ গ্রীশদেশে গমন করিয়া গ্রীক এবং অন্যতর দল ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হইয়া হিন্দুজাতিতে পরিগণিত হয়েন।” পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত ডাক্তার ই, এ, ফ্রিম্যান কহিয়াছেন “ পৃথিবীতে সেমিতিক, টুরেনিয়ান, কাপাই প্রভৃতি যত প্রকার অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য এবং সভ্যজাতি পরিদৃষ্ট হয়, সে সকলই একমাত্র পূজনীয় আর্য্যবর্ণ হইতে উৎপন্ন। এই আর্য্যবর্ণ প্রথমে এক স্থানে বাস, একত্র আহার ও একত্র শয়ন করিত। কিন্তু সে কতদিনের ঘটনা নির্ণয় করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য। ফলতঃ ইহাঁরা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের উত্তরদিকস্থ কোন জনপদ বিশেষে যে এক সহযোগে কালযাপন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না (২৭)।” হিরোদোতস কহেন (২৮) “ গ্রীশের মিড্‌শজাতি প্রাচীন আর্য্য; কালক্রমে ইঁহাদের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মিড্‌শ্‌গণ ছয় জাতিতে বিভক্ত তন্মধ্যে একের নাম “আরিয়াজাস্তি” যাহা হইতে আর্য্য ও আর্য্যাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে।” বোচার্ট বলিয়াছেন “ প্রাচীন মিড্‌দিগকে আরা বা আরিয়া কহিত, কেন না তাহারা আরা নামক স্থান হইতে উৎপন্ন। এই আরা বা আরিনিয়া নগর কাড়ুশিয়া নগরের নিকট।” জেনোফন ও এই মতের পোষকতা করেন।

আর্য্যদিগের সম্বন্ধে অস্মদেশীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী যে সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে সে সমুদায় উদ্ধৃত না করিয়া কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা হইল। কিন্তু তাঁহাদিগের সকলের মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইল না। আমার মতে হিন্দুকুশের উত্তর “ইন্দরালয়” বা “ইন্দ্রালয়” প্রাচীন আর্য্যের আদি বাসস্থান (২৯)। সর্ব্ব প্রথম উহাঁরা এই স্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। ইন্দ্রালয় শব্দের অর্থ ইন্দ্রের আলয়;

(২৭) *General sketch of European history* by E. A. Freeman.

(২৮) Herodotus, VII. 62,65 এবং I, 102 দেখ।

(২৯) See Jhonston's large wall map of Asia. অমরকোষ, জটাধর, শব্দরত্নাবলী ও শব্দমালা প্রভৃতিতেও ইহার উল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধ বড্‌হাম সাহেবও ইহার কিছু আভাস প্রদান করিয়াছেন। Bodham's Fortnightly lectures. P. 181

অর্থাৎ ইন্দ্রত্ব (ঐশ্বর্য্য শ্রেষ্ঠত্ব) প্রাপ্ত প্রাচীন আর্য্যসন্তানের বাসভূমি। ঐ নগর অদ্যাপি লক্ষিত হয়। আধুনিক ইন্দ্রালয় যেস্থান তাহার (আনুমানিক) দুই শত ক্রোশ উত্তরে প্রাচীন ইন্দ্রালয় ছিল প্রাচীন আর্য্যেরা এবং ভারতের অসভ্য আদিম অধিবাসীরা কোশ, হিস্র, বল্লব, (পল্লব অথবা পহ্লব) সমর, বোলা, শক, কম্বোজ, পারদ, সিহ্লক, কিরাত, হুণ, অন্ধ্র পুলিন্দ, পুক্কস, আবির, যবন, খস, শোম, সিন্দিয়া, শৈবির, উশীনর, ব্রাত্য, তুর্ব্বসুর, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্রক, ঔদ্র, দরদ, অপহ্নব, অলিন্দ, অবন্তী, প্রাচ্য, শবর, শরভ, সিংহল, অনুপ্রাবৃত, অন্তচার, অন্ধ, অধ্য, অস্ত, আন্ত্রি, অপবাহ, অপরকুণ্ডি, অপরকাশী, অপরিত, ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছবি, নট, করণ, নগ, কির, খায়ক ডুখল, নিষদ প্রভৃতি বহুসংখ্যক শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীর নামানুসারে এক একটি নগরের নাম করণ হইয়াছে। যথা, সমর হইতে সমর খণ্ড বল্লব হইতে বল্খ ; হিস্র হইতে হিসারাকোশ হইতে কৈলাশ ; পামর হইতে পারস্য ; ইত্যাদি। কেহ কেহ বলেন বোলা বা বোলার হইতে বেল্লোর এবং বেলুর টাগ উৎপন্ন হইয়াছে। পল্লব হইতে প্রাচীন পহ্লব রাজ্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাও কেহ কেহ কহিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বহুল উল্লেখ আছে। (৩০)

ইন্দ্রালয় অতি হিমপ্রধান স্থান। হিমপ্রদেশবাসীদিগের ন্যায় আচার ব্যবহারও তাঁহাদের ছিল। ঋগ্বেদ পাঠে জানা যায়, প্রাচীন আর্য্যবংশ উষ্ণ প্রধান ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী নহেন, ইন্দ্রালয় বহু দিন বাসের পর ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থানে গমন করেন। হিমপ্রধান দেশবাসী লোকদিগের পক্ষে সুরাপান ও মাংসভক্ষণ অতিশয় আবশ্যক। তাহাও তাঁহাদিগের ছিল। পশুচর্ম্ম, বল্কল অথবা ধাতু নির্ম্মিত উষ্ণ পরিচ্ছদও তাঁহারা পরিধান করিতেন। হিমঋতু অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের বৎসর গণনা হইত, এবং হিম শব্দ "বৎসর" অর্থে প্রয়োগ হইত। ইহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। আমরা কয়েকটি মাত্র প্রমাণ দিতেছি, যথা—

---

(৩০) রামায়ণে পল্লব জাতি ও নগরের কথা আছে। অন্যান্য জাতিদের বিবরণ ওবহু প্রাচীন শাস্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। Burnel,s "Pahlav inscriptions in southern India"; Indian Antiquary Nov. 1874

(ক) "ঈশানাস পিতৃবিত্তস্য রায়ে
বিস্থরম শত হিমানো অশ্যাঃ ॥ ৫"
ঋগ্বেদ সংহিতা। ১ম মণ্ডল। ৮০৫ ঋকশেষ।

(খ) "তোকম্ পুষ্যেম তনয়ং শতং হিমাঃ।"
১ম অষ্টক। ৬৪ সূক্ত। ১৪ ঋক।

অর্থাৎ—আমাদের পুত্রেরা যেন পৈতৃক ধর্ম্মের স্বামী, বিদ্বান ও শত হিম (শতবর্ষ) জীবী হয়। আমরা যেন শতবর্ষ জীবী পুত্র পৌত্র পোষণ করি। (৩১)

(গ) অশ্বমেধেন যজেত।

(ঘ) পশুনা রুদ্রং যজেত।

(ঙ) উষ্ট্রং বাড়বমালভেত তস্য চ মাংসমশ্নীয়াৎ। যজুর্ব্বেদ।

এই সকল প্রমাণে তাঁহারা যে মাংস ভক্ষণ করিতেন তাহা জানিতে পারা যায়।

(চ) ভূরি কর্ম্মণে বৃষভায় বৃষ্ণে সত্য শুষ্মা য সুন বামসোমং।
য আদৃত্যা পরিপন্থীব শূরো হ যজ্বনো বিভজন্নেতি বেদঃ। ঋগ্বেদ।

(ছ) মোষু দেবা অদঃ স্বরব পাদি দিবস্পরি।
মা সোমস্য শং ভুবঃ শূনে ভূম কদাচন বিত্তং মে অস্য রোদসী। ঋগ্বেদ।

---

(৩১) ঋগ্বেদের এই শ্লোক দ্বারা একটী অদ্ভুত রহস্যের উদ্ভেদ হইতেছে। লোকের বিশ্বাস, পুরাকালে মনুষ্যের আয়ু লক্ষ বৎসর ছিল। মনু বলেন—সত্যযুগে মনুষ্যের আয়ু ৪০০ বৎসর, ত্রেতায় ৩০০ বৎসর, দ্বাপরে ২০০ বৎসর এবং কলিতে ১০০ বৎসর। পঞ্জিকাকারগণ সত্যযুগে মনুষ্যের পরমায়ু চারি লক্ষ বৎসরেরও অধিক নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। *Astronomical Calculations among the ancient* Hindoos. P. 39. আমার মতে এ সকল কল্পনা মাত্র। কেন না বেদে দেখা যায়, পুরুষের আয়ু শত বৎসর যথা "যত্তে শতাক্ষরা ভবন্তি শতায়ুঃ পুরুষঃ"। পুনশ্চ—"জীবেমঃ শরদঃ শতম্" অর্থাৎ আমি যেন শতবৎসর জীবিত থাকি। "দাতা শতং জীবতু" দাতা শতবর্ষ জীবিত থাকুন। ইত্যাদি। ইহাতে বোধ হইতেছে পূর্ব্বে মনুষ্যের ১০০ বৎসরের অধিক আয়ু ছিল না।

তাঁহারা যে সোমরস (মদ) পায়ী ছিলেন, এই সকল প্রমাণে তাহাও জানা যাইতেছে। (৩২)।

---

(৩২) পণ্ডিতবর জোন্স ও উইলসন সাহেব বলেন, সোমরস একপ্রকার বৃক্ষের পাতার রস। টড্ সাহেব বলেন, এক প্রকার বৃক্ষের মূলের রস। অপর কেহ বলেন এক প্রকার ফল বিশেষ। এই রসে মাদকতা শক্তির বৃদ্ধি করে, ইহা উত্তেজক এবং প্রচণ্ড সুরার (Strong wine) ন্যায় কার্য্য করে। অধ্যাপক গৃন্ সাহেব গ্রীশ দেশীয় সূর্য্যলতার (sunplant) সহিত এই সোমরসের তুলনা করিয়াছেন। (Green's vedic literature. V. I S. 2,) বেদে লিখিত আছে সোমলতার রস তৃপ্তিকর, মাদক, হর্ষজনক, পুষ্টিকারক, রোগনাশক এবং সুমিষ্ট। যথা (ক) "প্রবোভ্রিয়স্ত ইদং বো মৎসয়া মাদয়িষ্ণবঃ। দ্রপ্সা মধ্বশ্চ মূয দঃ। "(খ) গয় স্থানো অমিহা বসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।" ফলতঃ ইহা এক প্রকার পার্ব্বতীয় লতা বিশেষ (asclepias Acida)। বেদেও ইহা পার্ব্বতীয় বলিয়া কথিত আছে, যথা—"যৎ সানোঃ সানুমারুহৎ ভূর্য্য স্পষ্ট কর্ত্ত্বং। তদিন্দ্রোর্থং চেতত্তি যূথেন বৃষ্টি রেজতি।" সামবেদের ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণের এক আখ্যায়িকায় উক্ত হইয়াছে, যে, সোমলতা পৃথিবীতে আর উৎপন্ন হয় না। এজন্য অন্য দ্রব্যকে ইহার প্রতিনিধি করিয়া যজ্ঞস্থলে আনয়ন করিতে হয়। আমার বোধ হয় এই সোমরসের বর্ণ জলের ন্যায় শুভ্র, দুগ্ধের ন্যায় গাঢ় এবং আকৃতিতে পুত্তিকা (পুঁই Guilandina Bonduc) শাকের মত। কেন না, বেদের 'সস্তে পয়াংসি সমুচন্ত রাজা' এবং "রাজ্ঞোনুতে বরুণস্য ব্রতাণি বৃহস্পাতেবং তব সোম ধাম—" প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা ইহার দুগ্ধের ন্যায় গাঢ়ত্ব এবং বরুণ অর্থাৎ জলের ন্যায় বর্ণ প্রতিপন্ন হইতেছে। বিশেষ, শ্রুতি গ্রন্থে সোমাভাবে পুত্তিকার বিধি আছে। যথা— "সোমাভাবে পুত্তিকামভিযুনুয়াৎ।" ষড়্বিংশ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সোমাভাবে পুত্তিকা বিধানের অনেক শ্লোক আছে। বেদে সোমলতার আকার যেরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পুঁই শাক বলিয়াই আপাততঃ বিশ্বাস জন্মে। পুত্তিকা শাকের যেরূপ তন্তু (আঁশ) থাকে, সোমলতারও তাহাই ছিল। ইহাকে সোমতন্তু কহে। যথা—"আপ্যায়স্ব মন্দিতম সোম বিশ্বে ভিরং শুভিঃ। ভরানঃ সুশ্রব স্তনঃ সখাবৃধে।" ১৪ অ, ১০ সূং। অধ্যাপক হোগ সাহেব পুনা হইতে যে সোম

ফলতঃ প্রাচীন আর্য্যগণ প্রথমে হিমদেশে বাস করিয়া পরে যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে গমন করতঃ বাস করেন, সে বিষয়ে আর সংশয় থাকিতেছে না। তাঁহাদিগের পরস্পর মতভেদ, গৃহ বিচ্ছেদ ও স্থানসঙ্কীর্ণতাই ইহার

লতা আনিয়াছিলেন, তাহার আস্বাদ অতীব তিক্ত এবং দুর্গন্ধযুক্ত। (Ait. Br. Vol. II, P। 439) তাহা এই জাতীয় বটে; কিন্তু প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা নহে। শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদরঞ্জন সরকার (এম, এ, বি, এল) এবং সাম পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলবিহারী মল্লিক, এবং প্রসিদ্ধনামা পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্ববাগীশ ও আমি কোন কারণ বশতঃ বেলগাছিয়ায় গিয়াছিলাম। তথায় সোমরসের উল্লেখ হওয়াতে বনিয়ালালবাজি নামধেয় জনৈক পার্ব্বত্য দেশীয় মহান্ত আমাদিগকে এক লতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা আকৃতিতে কোমল পুতিকা শাকের মত। আমরা চারি জনে আস্বাদন করিয়াছিলাম; তাহার স্বাদ ঈষৎ অম্লমধুর বলিয়া বোধ হইল। উহার পত্র পুতিকা শাকের পাতার মত, কিন্তু তত বৃহৎ নহে। আমি ইহাকে প্রথমে পুঁই শাক বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা পুঁই জাতীয় বটে। পুঁইশাকের সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। ঐ মহান্ত প্রতিদিন উহার রস প্রায় এক ছটাক পরিমাণে পান করেন, এবং তাহাতে তাঁহার নেশা হয়। আমি, ভারতবর্ষীয় শিক্ষোন্নতি সভার বিলাতস্থ পৃষ্ঠপোষক শ্রীযুক্ত হুইট্‌নী বড্ এবং কোম্পানীকে ইহার একটা লতা লণ্ডনে পাঠাইয়াছিলাম। তাঁহারা বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা বলিয়াছেন, ইহা প্রকৃত বৈদিক কালীন সোমলতা বটে। সম্প্রতি পাণ্ডুয়া রেলওয়ে ষ্টেষণের নিকটবর্ত্তী এদিনা মস্‌জিদের নিকট এক প্রকার লতা দৃষ্ট হইয়াছিল। ঐ লতা তিব্বতদেশীয় এক প্রকার লতার সহিত ঐক্য হয়। তিব্বত দেশের লোকেরা ঐ লতাকে বৈদিক কালীন লতা বলিয়া বিশ্বাস করে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির জনৈক গার্ড উহা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সোমরসের ন্যায় প্রতীত হয়। ইহার স্বাদ অম্লমধুর, মাদক, ক্ষুৎপিপাসো দীপক, উদরের পীড়া নাশক, বিষঘ্ন এবং তৃপ্তিজনক। ইউরোপীয়েরা ইহাকে Semita Ginia কহিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহা নহে। আমি উহা রীতিমত আস্বাদন এবং পরীক্ষা করিয়া, উহাকে Genus moijntee বলিয়া প্রতিপন্ন

কারণ। যখন তাঁহাদের গৃহবিচ্ছেদহেতু ঘোরতর কলহ প্রভৃতি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে তাঁহাদের পরস্পর সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই যুদ্ধে এক সম্প্রদায় আর সকলকে পরাজিত করিয়া একাধিপত্য গ্রহণ করেন, এবং সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁহারা 'হিন্দু' নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৩৩)। অন্য অন্য জাতি পলাইয়া অন্য আর স্থানে গিয়া উপনিবেশ করেন। ইহাতেই পার্থক্যের সৃষ্টি হইল। যাঁহারা উষ্ণ প্রধানদেশে গিয়া বাস করিলেন, পীড়া হয় বলিয়া তাঁহাদিগকে মদ্যমাংস পরিত্যাগ করিতে হইল। আর যাঁহারা শীতপ্রধান দেশে উপনিবিষ্ট হইলেন, তাঁহাদিগকে আহার কিম্বা পরিচ্ছদের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হইল না। ক্রমে সভ্যতা সহকারে উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ প্রভৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছে।

হিন্দু, জর্ম্মণ, গ্রীক, রোমক, ইংরাজ, হিব্রু, প্রভৃতি সম্প্রদায়ই প্রাচীন আর্য্য বংশের শাখা। অপরাপর অনেক জাতির বিলোপ হইয়াছে। ইহাদের

করিয়াছিলাম। ইহার সহিত বানিয়ালাল বাজির প্রদর্শিত সোমরসের অনেক সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্বকালে সোমরস কুটিয়া নিষ্কাশন করা হইত। ইহার রাখিবার পাত্রকে 'চমু' কহে। এই পাত্র কাষ্ঠ বা গোচর্ম্মনির্ম্মিত হইত। উহার রস উঠাইবার পাত্র পৃথক, তাহার নাম 'গ্রহ।'

(৩৩) কেহ কেহ বলেন, ভারতবিজেতা যবনেরা "দাস" অর্থে হিন্দু নাম ব্যবহার করিতেন। এ কথা অশ্রদ্ধেয়। সিন্ধু হইতে হিন্দু নামের উৎপত্তি। গ্রীকেরা ইহাদিগকে Indies কহেন। সিন্ধু নদের তীরে সিন্দিয়া নামে এক অসভ্য জাতি বহুকাল পূর্ব্বে বাস করিত। তাহারা দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং কখন কখন অর্থলোভে স্ত্রীপুত্রকেও দাস দাসীরূপে বিক্রয় করিত। তাহারা ক্রমে মুসলমানদের দাস দাসী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। যবনেরা তাহাদিগকে "হিন্দিয়া" ক্রমে অপভ্রংশে হিন্দিন বা হিন্দু বলিত। ইহাতেই লোকে বিবেচনা করে যে, হিন্দু নাম অপবিত্র। প্রাচীন কালীন ধর্ম্ম গ্রন্থ নিচয়েও হিন্দু নামের উল্লেখ আছে। তাহাতে "হিন্দু" নাম ভারতীয় আর্য্যবর্গের প্রতি প্রযোজ্য হইয়াছে।

মধ্যে ইংরাজ জাতির আদি পুরুষ কেল্‌টগণ প্রাচীন আর্য্য বংশ হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হইয়া কাস্পিয়ান পারস্থিত ককেশস পর্ব্বত তৎপর ডানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিতি করেন। তাহার পর পারসীকদিগের আদি পুরুষ ইরান স্থানে আশ্রয় লয়েন। তৎপর অন্যান্য জাতি পৃথক হইলে শেষে হিন্দুরা ভারতে আগমন করেন।

বিজেতা আর্য্যগণ ভারত ভুমিতে যখন পদার্পণ করেন, তখন ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সকল স্থানই জলময়, জঙ্গলময়, কোন কোন স্থল বহু বিস্তৃত উত্তপ্ত বালুকাময়। গোন্দ, ভীল, কোল, গারো, চারি, প্রভৃতি বহুবিধ মুর্খ অসভ্য জাতি সর্ব্বত্র বাস করিত। আর্য্যেরা প্রথমে আসিয়া অসভ্যদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাভুত করেন। অসভ্যদিগের কতক বনে ও পর্ব্বতে পলাইয়া আর কতক জেতৃগণের দাস হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাদের বংশ অদ্যাপি নর্ম্মদা, শোণ, মহানদী প্রভৃতি স্থানে দৃষ্ট হয়।

উত্তর ভারতেই প্রথমে হিন্দুগণ উপনিবিষ্ট হন। ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষি দেশ (যাহা সরস্বতী ও দৃশদ্বতী [কাগার] নদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী) তাঁহাদিগের প্রথম অভিনয় স্থল। পরে বংশ বৃদ্ধি হইলে দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়েন। উত্তর ভারত আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ হয় বলিয়া "আর্য্যবর্ত্ত" পরে দক্ষিণমুখে গমন করেন বলিয়া দক্ষিণ ভারতের "দাক্ষিণাত্য [Deccan] নাম হইয়াছে।

ভারতে হিন্দুরা চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। তদ্যথা—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ধর্ম্মযাজকতা ব্রাহ্মণদিগের হস্তে, হল চালন বৈশ্যদিগের হস্তে, অস্ত্রধারণ অর্থাৎ দেশ রক্ষা ক্ষত্রিয়দিগের হস্তে এবং এই জাতি ত্রয়ের সেবা শুশ্রূষা শূদ্রের হস্তে নিহিত ছিল। বেদ পাঠ, ব্যবস্থা প্রণয়ন ধর্ম্মোপদেশ এ সকল ব্রাহ্মণেরাই এক চেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মা মনু চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণস্য তপোজ্ঞানং তপঃ ক্ষত্রস্য রক্ষণং।
বৈশস্য তু তপোবার্ত্তা, তপঃ শূদ্রস্য সেবনং॥" মনু ১১ অঃ ২৩৬।

ধর্ম্মশাস্ত্রে এই চারি সম্প্রদায়ের কার্য্য এইরূপ লিখিত আছে। যথা—

(ক) ব্রাহ্মণঃ—"ব্রাহ্মণোবিপ্রস্য প্রজাপতৈর্বা অপত্যং। ব্রহ্ম বেদ শুদ্ধধীতে বাসঃ"। ইতি ভরতঃ। (শব্দকল্পদ্রুম, ২৯৩১—২৯৪০ পৃঃ)।

(খ) ক্ষত্রিয়—'ক্ষদ্' ধাতু হইতে উৎপন্ন। "ক্ষদ্" ধাতু অর্থে রক্ষা করা। "প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ। বিষয়েষপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।"

(গ) বৈশ্য—"বিশ্" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "বিশ্" ধাতু অর্থে প্রান্তরে প্রবেশ ও কৃষিকার্য্য করা।

"বিশত্যাশু পশুভ্যশ্চ কৃষ্যাদানরুচিঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সবৈশ্যইতি সংজ্ঞিতঃ।"

উইলসন সাহেব "বৈশ্য" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন; "বিশ্ [to enter (fields &cr.] কিপ affix (and ষ্যঞ্ added)"

(ঘ) শূদ্র—'শুচ' ধাতু হইতে উৎপন্ন; অর্থ পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ যে, ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষত্রিয় এই তিন জাতির সেবা শুশ্রূষা করিয়া আপনাদের অপবিত্রতা অর্থাৎ নীচত্ব লোপ করে। চ স্থানে দ। (৩৪)

এইরূপে ইন্দ্রালয়বাসী প্রাচীন আর্য্য সমাজ হইতে হিন্দুগণ স্বতন্ত্র হইয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ করিয়াছিলেন। এ ঘটনা কত দিনের তাহার নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। অধিকাংশ পণ্ডিতই ৪।৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনার কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এই সকল ভ্রান্ত মতের সহিত আমার মতের ঐক্য হইতেছে না। আমার মতে প্রায় ১ এক লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবী ও জীবের সৃষ্টি এবং প্রায় ৪০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইন্দ্রালয় হইতে আর্য্যদিগের পার্থক্যের সৃষ্টি। (৩৫) তন্মধ্যে ৭।৮ সহস্র বৎসরের কিয়দংশ বিবরণ আমরা স্পষ্টরূপে

(৩৪) *Vide Sherring' Hindu tribes and castes ; Hunters* **Rural** *Bengal* PP. 88--140, *Orissa* P. 241.

(৩৫) বাবু শ্রীকৃষ্ণদাসের সভ্যতার ইতিহাস, রামদাস বাবুর ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথম ভাগ এবং Bawnam's *Annotations to the Histories of civilization* প্রভৃতি দেখ।

এস্থলে একটী মাত্র প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করিয়া দেখান যাইতেছে যে ইউ

জানিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, পৃথিবীতে প্রাচীন আর্য্য বংশোদ্ভূত সম্প্রদায় সকল অন্য অন্য জাতি অপেক্ষা সভ্য, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রূপবান, ঐশ্বর্য্য শালী, বল বান ও সুদক্ষ। অপরাপর জাতিরা চিরকাল তাঁহাদের পদানত থাকিবে।

প্রাচীন আর্য্যগণ যৎকালে ইন্দ্রালয়ে একত্র অবস্থিতি করিতেন, তৎকালে তাঁহাদের ভাষা কি ছিল বিচার করিয়া দেখা উচিত। তাঁহাদের তৎকালের ভাষা সংস্কৃত নহে, সংস্কৃতের সহিত অনেক অনৈক্য আছে। বর্ত্তমান জেন্দ ও সংস্কৃত ভাষা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তিণী এক প্রকার ভাষা ছিল। আমার বোধ হয় সেই ভাষার নাম " ব্রহ্ম ভাষা "। সংস্কৃতে সাহিত্যও এই " ব্রহ্ম ভাষা " এবং " ব্রহ্ম বিদ্যা " র বহুল উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এবং উপনিষদ গ্রন্থাদিতে এইরূপ ভাষার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতীয় আর্য্যেরা এই ভাষার সংস্কার করিয়া " সংস্কৃত " নাম দেন।

রোপীয় পণ্ডিতদিগের জীব সৃষ্টি সম্বন্ধে মতটী ভ্রান্ত। পৃথিবী যে খ্রীষ্টের বহুসংখ্যক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত, তাহা নিম্নের কয়েক পংক্তি পাঠ করিলেই হৃদয় ঙ্গম হইবে।

(ক) " মিসর দেশ নীল নদী নির্ম্মিত। বৎসর বৎসর নীল নদীর জলে আনীত কর্দ্দম রাশিতে এই দেশ গঠিত হইয়াছে। * * ১৮৫১ ও ১৮৫৪ সালে রাজ ব্যয়ে এতদ্দেশের নানাস্থান খনন করা হয়। * * বহু স্থান হইতে ভগ্ন মৃৎপাত্র, ইষ্টকাদি উঠিয়া ছিল। এমন কি ষাট ফিট নীচে হইতে ইষ্টক উঠিয়াছিল। * * * এই সকল খনন কার্য্য হেকেকিয়ান বে নামক একজন সুশিক্ষিত আরমানি জাতীয় কর্ম্মচারির তত্ত্বাবধারণে হইয়াছিল। লিনাণ্ট বে নামক অপর একজন কর্ম্মচারী ৭২ ফিট নিম্নে ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

মস্যুর গিরার্ড অনুমান করেন যে, নীলের কর্দ্দম, শত বৎসরে ৫ ইঞ্চি মাত্র নিক্ষিপ্ত হয়। যদি শত বৎসরে ৬ ইঞ্চি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে ও হেকে কিয়ান ৬০ ফিট নীচে যে ইট পাইয়াছিলেন, তাহার বয়ঃক্রম অন্যূন দ্বাদশ সহস্র বৎসর। মস্যুর রোজীর হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, নীলের কাদা শত বৎসরে ২। ইঞ্চি মাত্র জন্মে। যদি এ কথা সত্য হয় তবে লিনাণ্ট বের ইষ্টকের বয়স প্রায় ৩৮০০০ বৎসর। " বঙ্গদর্শন ২ য় খণ্ড ৫১৪ পৃঃ।

সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে পরিচিতনামা মুয়র, মূলর, লাশেন, বেন্‌ফির, জোন্স, উইলসন, কোলব্রুক, বপ, প্রভৃতির গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখিলে এই সংস্কৃতকেই সকল ভাষার মূল ভাষা বলিয়া প্রতীতি জন্মিবে। তজ্জন্য (বাহুল্য ভয়ে) প্রমাণ দিলাম না। ব্রহ্ম ভাষা হইতে সংস্কৃত এবং সংস্কৃত হইতে বহুল ভাষা উৎপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি ভাষা দুই বা ততোধিক ভাষা হইতে উৎপন্ন, এ জন্য তাহাদিগকে 'সঙ্কর' ভাষা কহে। আবার কতকগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্য ভাষার সহিত মিশ্রিত হয় নাই, আপনাদের প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছে। উর্দ্দু ভাষাকে প্রথম ও গ্রীককে দ্বিতীয় স্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যতদূর অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তদ্দ্বারা বোধ হয় পৃথিবীতে প্রায় সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত বত্রিশ প্রকার ভাষা বিদ্যমান আছে। (৩৬)। ইহার অধিকাংশই সঙ্কর। কিন্তু মূল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সংস্কৃতকেই ইহাদের জননী বলিয়া বোধ হয়। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে ভাষাগত বাক্যসমূহের এত বিভিন্নতা জন্মিয়াছে যে সহজে ইহার মীমাংসা হয় না। কোথাও চ স্থানে দ; শ স্থানে হ; ম স্থানে ল; এইরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে (৩৭) কিন্তু মূল সংস্কৃত অদ্যাপি সেই ভাবেই আছে।

সংস্কৃত ভাষার আদি পুস্তকের নাম বেদ। ইহা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ

---

(৩৬) বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে লেখা আছে, বিধাতা ছাপান্নটী ভাষার সৃষ্টি করিলেন এবং তত্তদ্ভাষার ব্যাকরণও করিলেন। যথা—

" ততোভাষাশ্চ সস্থজে পঞ্চাশৎ ষট্‌চ সংখ্যয়া।
তজ্‌জ্ঞানায়চ বালানাং তত্তদ্ব্যাকরণানি চ॥"

"অধ্যাপক বোটলিংক ও বেবর এই ছাপান্ন ভাষাকে মুল ভাষা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছেন। বাবু রামদাস সেন বলেন " সমস্ত ভারতবর্ষে আঠারটি শাস্ত্রীয় ভাষা প্রচলিত, ইহা ভিন্ন বহুবিধ ব্যবহারিক ভাষা আছে।" এই আঠারটী শাস্ত্রীয় ভাষার মধ্যে একটি সংস্কৃত, ১৭ টি প্রাকৃত। (ঐ, র ।২ য় ভাগ। ১৪৯। ১৫০ পৃষ্ঠা)"।

(৩৭) Vide *Bopp's Comparative Grammar;* and Richardson's *Analyses of languages.*

ভূমণ্ডলের কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। বিজেতা আর্য্যদিগের হিন্দুস্থানে প্রবেশ ও অবস্থানের অত্যল্প কাল পূর্ব্বে হিমপ্রধান দেশে বেদের কিয়দংশ মাত্র রচিত হইয়াছিল। তাহা আর্য্যেরা আপনাদের সঙ্গে ভারতে আনিয়াছিলেন। পরে সিন্ধু নদ পার হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করিবার পর বেদের পরাংশ রচিত হয়। ফলতঃ বেদের ভাষা সংস্কৃতই বলিতে হইবে। এই ভাষা সকল ভাষা হইতেই সুসম্পাদিত, সুবিস্তৃত ও সুমিষ্ট কিন্তু শিক্ষার পক্ষে বড় দুরূহ। ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রায় সমুদায় প্রাচীন গ্রন্থ এই ভাষায় রচিত হইয়াছে। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, জ্যোতিষ, কৃষি, দর্শন, শব্দশাস্ত্র, বার্ত্তাশাস্ত্র, চিকিৎসা, ব্যায়াম, সংগীত সকল বিষয়ই এই প্রাচীন ভাষাভাণ্ডারে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বেদ রচনার পরে যতই সংস্কৃত সাহিত্যের বৃদ্ধি হইয়াছে, ততই এই ভাষা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, ডুগাল্‌ড ষ্টুয়ার্ট এবং ডাক্তার লরিঙ্গারের ন্যায় কতিপয় বিদেশীয় পণ্ডিত বলেন "পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষা ভারতীয় আর্য্যদিগের কথোপকথনে প্রচলিত ছিল না। ইহা দেবতাদিগের কল্পিত ভাষা, কেবল গ্রন্থ রচনাদি ইহাতে সম্পন্ন হইত। কোন্‌ ভাষায় তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা চলিত, তাহা স্থির হয় নাই।" (৩৮) যদি মহামতি রসিক চূড়ামণি সংস্কৃতানভিজ্ঞ লরিঙ্গারই কেবল এ কথা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে আমি ক্ষুব্ধ হইতাম না, কিন্তু ভারতীয় পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিদিগের মধ্যে কয়েকজনও যখন এ কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তখন দুই একটী প্রমাণ দিয়া এ কলঙ্কের মোচন করিতে হইল। সংস্কৃত যে মনুষ্যের ভাষা ছিল, তাহা নিঃসংশয় রূপে প্রমাণ করা যাইতেছে।

রামায়ণ গ্রন্থ বহুকালের রচনা। এই কাব্যের আরণ্যকাণ্ডোল্লিখিত, বাতাপি এবং ইল্বল নামক দৈত্যদ্বয়ের উপাখ্যান স্থলে কথিত হইতেছে যে—

(ক) "ধারয়ন্‌ ব্রাহ্মণং রূপমিল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্‌।
ন্যমন্ত্রয়ত বিপ্রান্‌,——॥"

৫৬। ১১ সর্গ।

(৩৮) **Professor Beeton's** *criticism on European antiquarians* **Vol** IX. **PP. 60—79**

অর্থাৎ, ছদ্মবেশী ইল্বল ব্রাহ্মণরূপ গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত কথন দ্বারা ব্রাহ্মণ দিগকে নিমন্ত্রণ করিত।

পুনশ্চ, সুন্দরাকাণ্ডে আছে হনুমান অশোক বনে উত্তীর্ণ হইয়া কিরূপে সীতাকে সম্ভাষণ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছেন এবং মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন——

(খ) " যদি বাচং বদিষ্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতং।

১৭। ২৯ সর্গ।

অর্থাৎ——' যদি দ্বিজাতির ন্যায় সংস্কৃত বাক্য কহি। আবার আশঙ্কা করিতেছেন যে বানর জাতিতে তদ্রূপ কথার অসম্ভাবনা হেতু সীতা আমাকে মায়ারূপধারী রাবণ ভাবিয়া ভীত হইতে পারেন।' অনেক বিবেচনার পর স্থির করিলেন——

(গ) " তস্মাদ্বক্ষ্যাম্যহং বাক্যং মনুষ্যাইব সংস্কৃতং।"

৩৩। ২৯ সর্গ।

অর্থাৎ——' অতএব সাধারণ প্রচলিত সংস্কৃত বাক্যে কথা কহি।' কিন্তু ইহাতে আর একটি গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। সংস্কৃত তৎকালে আর্য্যদিগের কথনীয় ভাষা ছিল, কিন্তু অনার্য্যেরা কি ভাষা ব্যবহার করিত? অনার্য্য জাতির ভাষা, আর্য্য ভাষা হইতে স্বতন্ত্র; তাহা বাল্মীকি বহু স্থানে বলিয়াছেন, এবং মনু সংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ৪৫ প্রভৃতি শ্লোক ইহার প্রতিপোষক। ইহাতে বোধ হইতেছে, বিজেতা আর্য্যগণের ভারতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে ভারতীয় আদিম অসভ্য জাতিদিগের যেরূপ ভাষা ছিল, পরেও সেইরূপ রহিয়া গেল। তাহাদের ভাষা সংস্কৃতের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই ভাষার নাম ম্লেচ্ছ ভাষা (৩৯)। পণ্ডিতবর শিন সাহেব ইহাকে " আসুরিক ভাষা " বলিয়াছেন (৪০)। সংস্কৃত কেবল

(৩৯) ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে Non-Aryan language বলেন।

(৪০) Cyng's *Vedic literature* vol. I P. P. 23-29, অধ্যাপক মণিল এই ম্লেচ্ছ ভাষাকে "পারসী" নামে আখ্যাত করিয়াছেন। ইহা স্পষ্টতঃ ভ্রম। বাবু রামদাস সেন এই ম্লেচ্ছ ভাষাকে " প্রকৃতি প্রত্যয়াদি বৈয়াকরণিক সম্বন্ধ বিহীন ভাষা " বলিয়াছেন। (ঐ, র। ২য় ভাগ। ১৯৮

আর্য্যপুরুষেরাই ব্যবহার করিতেন, এবং 'প্রাকৃত' নামে সংস্কৃতের এক প্রকার অপভ্রংশ ভাষা আর্য্য স্ত্রীলোকের কথনীয় ছিল। (৪১) সংস্কৃতের সহিত তাহার কিরূপ প্রভেদ, দেখাইবার জন্য, নিম্নে তাহার একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

মহারাজ।——আভিস্তাবদাত্মকার্য্যপ্রবর্ত্তিনীভির্মধুরাভিরনৃতবাগ্ভিরা
কৃষ্যন্তেবিষয়িণঃ।

গৌতমী।—— মহাভাঅ! ণারি হসিএব্বং মন্তিদুং তবোবণসংবড্ঢিদো
ক্খু অঅং জণো অণভিণ্ণো কইদবস্স।

(শকুন্তলা)

ফলতঃ এক সংস্কৃত ভাষাই পূর্ব্বকালীন রাজা, প্রজা, আচার্য্য, মহিষী, দাস, দাসী প্রভৃতিরা শিক্ষা এবং অশিক্ষার গুণে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করিতেন।

সাহিত্যদর্পণে " ভাষাবিভাগ " পরিচ্ছেদে লিখিত হইয়াছে, পুরুষগণের ভাষা সংস্কৃত এবং স্ত্রীলোকের প্রাকৃত ভাষায় কথোপকথন হওয়া আবশ্যক। উচ্চপদবীস্থ ভদ্র পণ্ডিতদিগের বক্তব্য ভাষা সংস্কৃত। তাদৃশ স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে শৌরসেনী এবং তাদৃশ ভদ্র স্ত্রী জাতীয়ের গাথা সম্পর্কে মহারাষ্ট্রী ভাষা প্রযুক্ত হইবে। রাজান্তঃপুরচারী জনগণের " মাগধী "। রাজ ও রাজ পরিচারক এবং শ্রেষ্টিদিগের সম্বন্ধেই " অর্দ্ধ-মাগধী "। বিদুষকের " প্রাচ্য " ধূর্ত্তের "অবন্তিকা" যোদ্ধা ও নাগর প্রভৃতির পক্ষে " দাক্ষিণাত্য " ভাষা প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। শকার এবং শক প্রভৃতি

হইতে ২০৫ পৃষ্ঠা) ফলতঃ, আদিম কালে আর্য্যদিগের সংস্কৃত ভাষা এবং অনার্য্যদিগের এক প্রকার অশুদ্ধ বিকৃত ভাষা যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। (ঐ, র। ২য় ভাগ ১৫২ পৃষ্ঠা)।

(৩১) শিক্ষা গ্রন্থে ভগবান পাণিনি বলিয়াছেন, " প্রাকৃত " ভাষা সংস্কৃতের অপভ্রংশ নহে। ইহা স্বয়ম্ভু নিজে সৃজন করিয়াছেন। যথা—" প্রাকৃতে সংস্কৃতে বাপি স্বয়ং প্রোক্তা স্বয়ম্ভুবা। " পণ্ডিতবর রামদাস্ সেন এই প্রাকৃত ভাষাকে ষষ্ঠদশ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন (ঐ, র। ১৫০ পৃঃ। ২য় ভাঃ)। অধ্যাপক গৃণের মতে পূর্ব্বকালে ভারতে এই সকল ভাষা প্রচলিত ছিল।

অন্ত্যজ জাতির প্রতি " শাবরী " এবং বাহ্লীকের " বাহ্লীকী, " দ্রাবিড়ের " দ্রাবিড়ী " আভীর দেশীয়ের " আভীরী " পহ্লবের ও তৎসদৃশ জাতির " চণ্ডালী " রীতির ভাষা ব্যবহার্য্য। কাষ্ঠ বা তৃণ পর্ণাদিজীবি ব্যক্তির সম্বন্ধে " আভীরী " বা " চাণ্ডালী " এবং অঙ্গারকারক প্রভৃতি নীচব্যবসায়ীরও " আভীরী " বা " চণ্ডালী " ভাষা গ্রাহ্য। কুৎসিত বাক্ মূর্খদিগের পক্ষে " পৈশাচী " এবং উচ্চ পদাভিষিক্ত চেটচেটীদিগের " শৌরসেনী "। বালক, উন্মত্ত, ষণ্ড, নীচ গ্রহগণকের ও আর্ত্ত ব্যক্তিদিগের " শৌরসেনী "। স্থলবিশেষে " সংস্কৃত " ব্যবহার করাও কর্ত্তব্য। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত এবং দারিদ্র্য-ব্যাকুল, ভিক্ষু, বল্কধারী জনগণের প্রাকৃত প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য। উত্তমাশয় ব্যক্তি, লিঙ্গধারী (চিহ্নধারী যথা,—কপট সন্ন্যাসী) ব্যক্তি, দেবী, মন্ত্রিকন্যা ও বেশ্যা,—এই সকল ব্যক্তির পক্ষে " সংস্কৃত " ভাষাই শোভনীয়। অন্যপ্রকার হইলেও হানি নাই। পরন্তু, যে দেশ নীচপ্রধান, সে দেশ বা সে দেশীয় সম্বন্ধে তত্তৎ ভাষা (অর্থাৎ নীচ হইলে নীচ শ্রেণীগত ভাষা ইত্যাদি) প্রযুক্ত হইবে। অপিচ, উত্তমাধম মধ্যম জাতির ব্যবহার্য্য ভাষার বিভাগ করা এবং তত্তৎ কার্য্যানুসারে ভাষার বিপর্য্যয় বা পর্য্যায় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রী, সখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত্ত, অপ্সরাদিগের সম্বন্ধীয় ভাষা ব্যবহার কালে চাতুর্য্যাতিশয় প্রদর্শনের জন্য মধ্যে মধ্যে সংস্কৃতও ব্যবহার করা যাইতে পারে। যথা—

পুরুষাণামনীচানাং সংস্কৃতং স্যাৎ কৃতাত্মনাং।
শৌরসেনী প্রয়োক্তব্যা তাদৃশীনাঞ্চ যোষিতাং॥
আসামেব তু গাথাসু মহারাষ্ট্রীং প্রয়োজয়েৎ।
অত্রোক্তা মাগধী ভাষা রাজান্তঃপুরচারিণাং॥
চেটীনাং রাজপুত্রাণাং শ্রেষ্ঠিনাং চার্দ্ধমাগধী।
প্রাচ্যা বিদূষকাদীনাং ধূর্ত্তানাং স্যাদবন্তিকা॥
যোধনাগরিকাদীনাং দাক্ষিণাত্যাহিদীব্যতাং।
শকারাণাং শকাদীনাং শাকারীং সম্প্রয়োজয়েৎ॥
বাহ্লীকভাষোদীচ্যানাং দ্রাবিড়ী দ্রবিড়াদিষু।
আভীরেষু তথাভীরী চাণ্ডালী পুক্কসাদিষু॥
আভীরী শাবরী চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।

তথৈবাঙ্গারকারাদৌ পৈশাচী স্যাৎ পিশাচবাক্ ॥
চেটীনামপ্যনীচানামপি স্যাৎ শৌরসেনিকা।
বালানাং ষণ্ডকানাঞ্চ নীচগ্রহবিচারিণাং ॥
উন্মত্তানামাতুরাণাংনৈব স্যাৎ সংস্কৃতং কচিৎ ॥
ঐশ্বর্য্যেণ প্রমত্তস্য দারিদ্র্যোপস্কৃতস্য চ।
ভিক্ষুবন্ধধরাদীনাং প্রাকৃতং সম্প্রয়োজয়েৎ ॥
সংস্কৃতং সম্প্রয়োক্তব্যং লিঙ্গিনীষূত্তমাসু চ।
দেবীমন্ত্রিসুতাবেশ্যাস্বপি কৈশ্চিৎ তথোদিতং ॥
যদ্দেশ্যং নীচপাত্রন্তু তদ্দেশ্যং তস্য ভাষিতং।
কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যোভাষাবিপর্য্যয়ঃ।
যোষিৎসখীবালবেশ্যাকিতবাপ্সরসাং তথা।
বৈদগ্ধ্যার্থং প্রদাতব্যং সংস্কৃতং চান্তরান্তরা ॥

(সাহিত্য দর্পণ)

কোন কোন পণ্ডিত বলেন, মহাকবি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষার আদি গুরু ও ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এ মতটী ভ্রমাত্মক। বাল্মীকির জন্মগ্রহণের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বেদের সৃষ্টি এবং সংস্কৃত সেই বেদের ভাষা। যখন বেদে সংস্কৃত শ্লোকাদি দৃষ্ট হইতেছে, তখন বাল্মীকিকে সংস্কৃত ভাষার প্রথম কবি বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। বাল্মীকির "মা নিষাদ" &c. শ্লোকটিকে অনেকে সংস্কৃতের প্রথম শ্লোক বলিয়া কল্পনা করেন। বাল্মীকির সময়ে সংস্কৃতের বহুল উন্নতি হইয়াছিল সত্য বটে, এবং বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষাকে পূর্ণাবয়ব ও সুমধুর করিয়াছিলেন, ইহাও স্বীকার্য্য, তিনি যে এক জন মহাকবি তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সংস্কৃতের স্রষ্টা বা আদি গুরু নহেন।

কেহ কেহ বলেন, আর্য্যজাতির আদিভাষা জেন্দ, সংস্কৃত নহে। মহামতি মোক্ষমূলরেরও একবার এই ভ্রম হইয়াছিল (৪২)। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা যে জেন্দ ভাষা হইতে প্রাচীন, ইহার বিশেষ প্রমাণ আমি দিতেছি (৪৩)।

(৪২) M. Mullar's anc. sans. lit. and *leatures on the science of languages.*

(৪৩) পূর্ব্বে যে "ব্রহ্মভাষা"র কথা বলা হইয়াছে, তাহা সংস্কৃত ও

জেন্দ ভাষার আদি ও প্রধান পুস্তকের নাম " জেন্দাবস্তা " ; ইহার রচয়িতার নাম জোরাস্তার। অবস্তা এবং পাজেন্দ গ্রন্থ হইতে কোন প্রাচীন গ্রন্থ জেন্দ ভাষায় রচিত হয় নাই। মার্টিন হগ সাহেব বলেন (৪৪) " জেন্দ ভাষা খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে প্রচলিত ছিল।" কেটি লিখিয়াছেন (৪৫) " প্রাচীন সংস্কৃতের সহিত জেন্দের অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, জেন্দ ভাষা সংস্কৃতের পূর্ব্ববর্ত্তিনী নহে। ইহার প্রধান গ্রন্থ পাজেন্দ, বেদ হইতে অনেক পরে হয়।" প্লিনি বলেন (৪৬) " জোরাস্তার, মোজেশের কয়েক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।" প্রমাণীকৃত হইয়াছে, এই মোজেশ খ্রীঃ পূঃ ২০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন (৪৭)। জানথশ বলেন (৪৮) " জোরাস্তার, ট্রোজান যুদ্ধের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন।" প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে ট্রোজান যুদ্ধের কাল নির্ণয় করেন (৪৯)। উদোক্শশ, জোরাস্তারকে প্লেটোর ৬০০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৫০)। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতেরা উডোক্ষসের মতে বিশ্বাস করেন নাই। ফলতঃ, অনেকেই জোরাস্তারকে খ্রীষ্টীয় দুই

জেন্দের মধ্যবর্ত্তিনী। অনেকে সংস্কৃতের সহিত অপরিচিত থাকায় জেন্দকেই প্রাচীন বলিয়া অভিহিত করেন। এতৎসম্বন্ধে Vide Dr. Harings *Essays on ancient languages*. Vol. IV. P. 89.

(৪৪) Essays on the sacred language, *writings and religion of the Parsis* by Martin Haug, Dr. Phil P. P. 120, 121 and *American Oriental Society's journal* vol. V. P. P. 348-358.

(৪৫) Cote's *History of the Aryans* P. P. 91-98.

(৪৬) *Historia Naturalis* XXX. 2.

(৪৭) Harvey's *notes on Bible*. P. 32.

(৪৮) *Xanthus*, 470 (B.C.)

(৪৯) Silvester de Sacy in his essays on (and about) thousand and one nights; Johnson's Mythological tables.

(৫০) প্লেটো খ্রীঃ পূঃ ৪২৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। *Penny cyclopadia* vol. XVIII P. P. 232-336.

সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বকালীন বলেন নাই (৫১)। জেন্দাবস্তা গ্রন্থের বেন্দিদাদ নামক পরিচ্ছেদে জরথুর প্রতি অহরুমের বাক্য সমূহ পাঠ করিলে জানা যায়, খ্রীষ্টের ৫। ৬ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জোরাস্তার বর্ত্তমান ছিলেন না। এই পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, পরাস্ত আর্য্যদিগের এক সম্প্রদায় (ইন্দ্রালয় হইতে) পলায়ন করিয়া ঐর্য্যনবএজো প্রদেশে বাস করেন। ঐ দেশ অকৃশশ নদীর তীরে ইরাণ (৫২) দেশীয় অধিত্যকার নিকটে অবস্থিত ছিল। ইহার নিকটে অহরুম একটী সমৃদ্ধিশালী নগর সৃজন করিয়াছিলেন, তাহার নাম "আরস" যাহার বর্ত্তমান নাম পারস বা পারস্য (৫৩)। পারসীকেরা এই স্থান হইতে উৎপন্ন।

খ্রীষ্টের জন্মাইবার ৫০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যদি জোরাস্তারের প্রাদুর্ভাব সময় ধরা যায়, তাহা হইলেও সংস্কৃত ভাষা এবং বেদ বহুদূর পূর্ব্বে পড়িয়া থাকিবে। জেন্দাবস্তা এবং পাজেন্দ পুস্তকে যে সকল রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের বিষয় লিখিত আছে, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে জানা যাইবে যে সংস্কৃতই জেন্দ ভাষার মূল (৫৪)। জেন্দাবস্তা গ্রন্থে লিখিত কয়েকটী শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিতেছি। ইহার দ্বারা প্রমাণীকৃত হইবে, জেন্দ ভাষা সংস্কৃতের অনুকরণ মাত্র।

জয়দেব রাণা নামে এক রাজা পারসীকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদিগের ভাষা কিরূপ এবং তোমাদের ধর্ম্ম কি আমাকে শুনাও।" তাহাতে পারসীকগণ, ১৬ টী শ্লোক দ্বারা রাজাকে সকল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন (৫৫)। ঐ শ্লোকের ভাষা সংস্কৃতের রূপান্তর মাত্র, এবং মর্ম্ম সকল

(৫১) *Calcutta review*, vol. LIX, No. CXVIII, P. 242-243 and *Bleek* I. 20, 23, 21, 22, 124; IV. 4.

(৫২) বর্ত্তমান পারস্য দেশ বলিয়া অনুমিত হয়।

Edinburgh review, vol. LX.

(৫৩) Herodotus, book IX.

(৫৪) জাতিতত্ত্ব বিবেক; ৩৫-৩৭ পৃষ্ঠা। Bopp's comparative grammar.

(৫৫) Vide Mr. Dosabhai Framji's interesting book on the

হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে নীত হয়। ঐ শ্লোক কয়েকটীর অর্থ এই—

১। আমরা সূর্য্য ও পঞ্চভূতের (অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি প্রভৃতির) উপাসক।

২। আমরা যখন স্নান করি, আহার করি, উপাসনা করি এবং অগ্নিদেবকে উপহার প্রদান করি, তখন নিস্তব্ধ থাকি।

৩। আমরা উৎসবে, ধর্ম্মক্রিয়ায়, সুগন্ধি দ্রব্য (যথা চন্দন প্রভৃতি) এবং পুষ্প ব্যবহার করি।

৪। আমরা গাভীকে ভক্তি করি, এবং তাহার উপাসনা করি।

৫। আমরা বিশুদ্ধ পোষাক পরিধান করি এবং মস্তক আচ্ছাদন করি।

৬। আমরা সংগীতপ্রিয়; বিবাহোৎসবে আমাদের গীত বাদ্য হইয়া থাকে।

৭। আমরা স্ত্রীদিগকে অলঙ্কারে ভূষিত করি এবং সুগন্ধ দ্রব্যও ব্যবহার করিতে দি।

৮। আমরা সাধ্যসত্ত্বে গরিবকে দান করিতে অবহেলা করি না, এবং কুপ ও জলাশয় খনন করিয়া দিই।

৯। আমরা স্ত্রীলোক ও পুরুষকে সমভাবে দর্শন করি।

১০। আমরা গোমূত্র দ্বারা অশুচি স্থান পবিত্র করি।

১১। আমরা আহার ও উপাসনার সময় পবিত্র পরিচ্ছদ পরিধান করি এবং কটিদেশ বন্ধন করিয়া থাকি।

১২। আমরা সুগন্ধি দ্রব্যের সহিত, ধর্ম্মক্রিয়োপলক্ষে জ্বালিত কাষ্ঠ সকলের ভস্মরাশি, প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে আহার করিয়া থাকি।

১৩। আমরা দিনে পাঁচবার উপাস্য দেবতার আরাধনা করি।

১৪। যাহাতে সকলে বিশ্বাসী ও সুখী হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে আমরা বিশেষ যত্ন করি।

---

parsis. He says † † † † "The Prince, Jadeo Rana, asked them what the tenents of their religion were. They requested a few days for preparing a statement of their confession of faith. They drew up in corrupt Sanskrit, which they had learnt in the Island of Dieu, the tenents of their religion in sixteen *çlokas*, which they presented to the king;" &c.

১৫। আমরা বৎসরান্তে মৃত পিতৃপুরুষের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি এবং অন্যান্য ধর্ম্মক্রিয়া করিয়া থাকি।

১৬। আমরা স্ত্রীসকলকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করি, এবং তাহাদিগকে বিশেষ যত্ন ও শাসন করি।

ইহাতে জানা যায়, জেন্দ ভাষা ও জেন্দাবস্তা গ্রন্থ হইতে সংস্কৃত ভাষা এবং বেদ বহু প্রাচীন। "জেন্দাবস্থা" বাক্যটিও সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। জেন্দাবস্তার 'ভিন্দিদাদ্' শব্দের অর্থ 'হি-দেব-দৈত্যম্'। বেদে পারসীকদিগকে "পরস্ত" এবং জেন্দাবস্তা গ্রন্থকে "জেহেনাবস্তা" বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অশ্বিনীকুমার, ব্রহ্ম, বর্ষ, যজ্ঞ, ঋক, সোমরস, বেদ সম্মত অস্ত্র প্রভৃতির প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। ইহার উপাসনা প্রণালীও অবিকল বেদের মত। (৫৬)

এক্ষণে আমরা ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যদিগের পাণ্ডিত্য বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ভারতের মহিমা নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। ভারত ভূমি মানব সমাজের কি কি মহান্ উপকার সাধন করিয়াছেন, ভারতসন্তানেরাও ভাবিয়া দেখেন কি না সন্দেহ। আমরা জানি যে বর্ত্তমান সুসভ্য

(৫৬) "The names Zend-Avesta and Pazenda derived from currupt sanskrit. The *Vendidad* (litterally *vi-daevo—datem,* that is, what is given to remove devas or demons*)* contains dialogue, the principles of which had undoubtedly been taken from the ancient Hindoos. * * The word Pazenda corresponds with sanskrit P*ahino jaa inda,* and the Zendavasta as well as with *jaa ind avasta* * * We see also some *vedic* words in the work, corresponding to sanskrit * * * The followers of Zendavasta, as stated in their religious work, used to drink *somarasa* like the ancient Indo-aryans * * From these I come to know that the Zerootrarians were the mere imitators of Hindoos".

Extracts from a lecture on the *religious sects of India* by the author.

ইউরোপীয় জাতিগণ য়িহুদী দেশ হইতে ধর্ম্ম. রোমের নিকট হইতে ব্যবস্থা ও রাজনীতি, এবং গ্রীশের নিকট হইতে বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন ও শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু বোধ করি অনেকেই জানে না যে, এই সকল জাতি প্রাচীন আর্য্যবংশোদ্ভব হিন্দু গুরুর শিষ্য। সাহিত্য, সংগীত, বিজ্ঞান, দর্শন, জ্যোতিষ, সকল শাস্ত্রই ভারতভূমি হইতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবাসী হিন্দুদিগের চরণ সেবা করতঃ অনান্য দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যখন পাণ্ডিত্যাভিমানী গ্রীশ ও রোম অতল জলধিতলশায়ী ছিল, যখন সমুদায় জগতবাসী অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন ছিল, তখন হিন্দুগণের গণিত, দর্শন, ন্যায়, ইতিহাস, সাহিত্য, সংগীত, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিল্প, রাজনীতি, দণ্ডনীতি, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং বার্ত্তা ও শব্দশাস্ত্র আপনাদের উন্নতির পরা কাষ্ঠা দর্শন করিয়া এবং অপর জাতি সমূহের অসভ্যাবস্থা অবলোকন করিয়া উচ্চৈস্বরে হাসিতেছিল। যতদিন চন্দ্র সূর্য্য বিরাজিত থাকিবে, যতদিন পৃথিবীতে বিদ্যার মোহিনী মূর্ত্তি জীবিত থাকিবে, যতদিন সত্যের অপলাপ করিতে কেহই সমর্থ হইবে না, ততদিন আমাদের পিতৃপুরুষদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি এবং যশোরাশি ভূরি ভূরি পরিমাণে অহরহঃ জগতীতলে ঘোষিত হইতে থাকিবে। একজন ফরাসীপণ্ডিত বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ মনুষ্য জাতির প্রথম প্রধান আবাস স্থান। যে গ্রীশের সুখ্যাতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মুখে ধরে না সেই গ্রীশ ভারতবর্ষের ছায়া মাত্র। গ্রীকেরা যাহা কিছু শিখিয়াছেন তন্নিমিত্ত তাঁহারা ভারতবর্ষের নিকটে ঋণী ছিলেন। সক্রেটিশ প্রভৃতি তত্ত্ববিৎগণ ভারতবর্ষীয়দিগের গ্রন্থ পাঠ করিয়া যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন. পৃথিবীর সৃজন অবধি ধর্ম্ম ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিত হইয়াছে, তাহার আদি স্থান ভারতবর্ষ। পৃথিবীর মধ্যে বাস্তবিক একটী মাত্র ভাষা রহিয়াছে, সেটী সংস্কৃত; আর যাবতীয় ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুগণ পৃথিবীর আদিম জাতি, আর সকলে তাঁহাদের শাখা মাত্র। ইউরোপে যত অধিক সংস্কৃতের অনুশীলন হইতেছে, ততই পণ্ডিতেরা হিন্দুদিগকে সম্মান করিতেছেন। একজন জর্ম্মণীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। আর সকল ধর্ম্ম তাহার নকল মাত্র। তিনি বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণদিগের নিকট পৃথিবী কিরূপ ঋণী তাহা অদ্যাপিও সকলে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

যখন বহুদূরস্থিত সাগর পারবাসী বিভিন্ন কায়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীয়গণ হিন্দুদিগের সত্যনিষ্ঠার প্রস্তাব লইয়া অমূল্য মনুষ্যজীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তখন এদেশীয় কতকগুলি উষ্ণমস্তিষ্ক পাপমতি লোকে হিন্দুদিগের নিন্দা করে, এটী কি ভয়ানক লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় নহে? ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভারতের দুগ্ধে প্রতিপোষিত হইয়া যে ব্যক্তি ভারতের নিন্দা করে, তাহার তুল্য নরাধম জগতে নাই। সে ব্যক্তি জননীদ্বেষী, স্বদেশদ্বেষী এবং একটী অন্তঃসারবিহীন মানবদেহধারী পশু ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু হায়! ভারতমাতা এবং সংস্কৃত ভাষার এখন আর সে দশা নাই। যে সুমধুর ভাষা এককালে ভারতরত্ন বেদ প্রসব করিয়াছিলেন, যাহাকে আর্য্যেরা 'দেব ভাষা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, যাহা প্রাচীন কালে সামান্য স্ত্রীলোকদিগেরও কথনীয় ভাষা ছিল এবং এই সভ্যতম উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে মহাত্মা সার উইলিয়ম জোন্স গর্ব্ব সহকারে যে ভাষাকে লাটিন হইতে সুবিস্তৃত, গ্রীক হইতে সুসম্পাদিত এবং অন্যান্য সকল ভাষা হইতে সুমধুর বলিয়াছেন, সেই ভাষা আজি আর্য্যলীলাভূমি বেদপ্রসূ ভারতবর্ষে বিদেশীয় ভাষার ন্যায় প্রতীয়মান! যাহা হউক, সৌভাগ্যক্রমে ইহা এক্ষণে মহামতি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের আলোচ্য ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং তজ্জন্য এতদ্‌গর্ভ-নিহিত-রত্ন নিচয়েরও উদ্ধার হইতেছে। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে জানা যায়, খ্রীষ্টিয় ১০০০ শতাব্দী হইতেই সংস্কৃতের অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খ্রীষ্টের ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইহার মুমূর্ষু দশা।

ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থের অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অস্মদ্দেশীয় এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর গণনায় যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে দুই লক্ষ হস্ত লিখিত গ্রন্থ ছিল। এই সকল গ্রন্থ হিন্দু, শিখ, জৈন, 'বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় কর্তৃক সংস্কৃত এবং সংস্কৃতের নানাপ্রকার বিকৃত ভাষায় লিখিত। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ ত্রিংশৎ সহস্র হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল। এক্ষণে সপ্ত সহস্রের অধিক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া সুকঠিন।" সুপ্রসিদ্ধ কাওয়েল সাহেব লিখিয়াছেন, "প্রাচীন ভারতে বিংশতি সহস্রের অধিক হস্ত লিখিত গ্রন্থ

ছিল, এমত বোধ হয় না। এই বিংশতি সহস্র গ্রন্থের মধ্যে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ সহস্র অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয়। ইউরোপে ইহার সাত সহস্র এবং ভারতবর্ষের পুস্তকালয় সমূহে চারি সহস্র মাত্র সংগৃহীত হইয়াছে।” (৫৭) এ মতের সহিত আমার ঐক্য হইতেছে না। কেন না, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নেপালস্থ পলিটিকেল রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত হজশন সাহেব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন ভারতে একা বৌদ্ধদিগেরই ৮৪ হাজার খণ্ড সংস্কৃত ও পালি ভাষার পুস্তক আছে। (৫৮)। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলস্থ গণপুরের জৈনরাজা ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধনামা রায় লছমীপৎ ও ধনপৎ সিংহ বাহাদুরগণের সহযোগে বহুবিধ জৈন ধর্ম্মগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবরণে জানা যায়, পুরাকালে জৈন পণ্ডিতদিগের ৪১ সহস্রেরও অধিক হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল (৫৯)। অধ্যাপক গৃণ উল্লেখ করিয়াছেন, “ভারতবর্ষে বৌদ্ধদিগের ৮০ সহস্র; জৈনদিগের ৩০ সহস্র; শিখদিগের ১0 সহস্র, চৈতন্য সম্প্রদায়ের ৭ সহস্র এবং বৈদিক হিন্দুদিগের ৫০ সহস্র ৩ শত ৩৭ খানি হস্তলিখিত গ্রন্থ ছিল। (৬০)।” ডাক্তার হল সাহেব মোটে ৫৬ সহস্র হস্ত লিখিত গ্রন্থের উল্লেখ করেন (৬১)। সংস্কৃত কোন কোন গ্রন্থে দেখা যায়, বাল্মীকি রামায়ণের ৩৭৫০০ টীকা গ্রন্থ আছে। পুরাণে দেখা যায়, “মহাভারতের পঞ্চদশ সহস্র, রামায়ণের অষ্টত্রিংশৎ সহস্র এবং বেদের নবতি সহস্র টীকাগ্রন্থ রচিত হইয়াছে।” ফলতঃ, আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দুই লক্ষ হস্তলিখিত গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যখন মুনি ঋষিরা গিরি গুহায় বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, তখন তাঁহারা শিষ্যদিগের জ্ঞানোন্নতির নিমিত্ত সময়ে সময়ে

(৫৭) E. B. Cowell's Lectures on ancient India, published by Pundit M. Sastri 1872. P, 82.

(৫৮) Lecture on modern Buddhistic researches by R. D. Sen P. 3-4.

(৫৯) N. W. P. Administration report, 1869-70.

(৬০) Green's visit to India, (A. L. S. journal).

(৬১) Dr. Hall's catalogue.

শ্লোকাদি রচনা করতঃ অপরিশুষ্ক বৃক্ষ পত্রে নখর অথবা শলাকা দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দিতেন। এবং সেই সকল অক্ষর সুস্পষ্ট ও অধিক কাল স্থায়ী করিবার নিমিত্ত, কখন কখন 'মট্' নামে এক প্রকার লোহিত মৃত্তিকা তাহাতে ঘসিয়া দিতেন। কিন্তু এইরূপ লিপি শীঘ্র বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় ক্রমে শিষ্যবর্গ তালপত্রে লৌহময় লেখনী সংযোগে লিখন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। প্রথমাবস্থায় বৃক্ষ পত্র লিখন কার্য্যে ব্যবহৃত হওয়া প্রযুক্ত, বোধ হয় অদ্যাপি পুস্তকের এক এক ফর্দ্দ কাগজ 'পাতা' শব্দে উক্ত হইয়া থাকে (৬২)। এক্ষণে উড়িষ্যা দেশস্থ অনেক ব্যক্তি পাল্কীর আড্ডায় বসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তালপত্রে লিখন কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। ক্রমে তালপত্র পরিত্যাগ করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ তেরেট পত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন (৬৩) তৎপরে তদুপযুক্ত মসীর সৃষ্টি হইল। মসী প্রস্তুত প্রকরণ যথা———

> তিন ত্রিফলা করি মেলা,
> ছাগ দুগ্ধে দিয়া ভেলা।
> লোহাতে লাহা ঘসি,
> জলে ঘসিলে না উঠে মসী॥

এই মসী এরূপ স্থায়ী যে বহুকালেও বিনষ্ট বা বিবর্ণ হয় না, বরং বারি সংযোগে দ্বিগুণতর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইতে থাকে। ষ্টান্‌হোপ প্রেশের একজামিনার সুপ্রসিদ্ধ বাবু যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ জাতীয় মেলায় (৬৪) সাত শত

---

(৬২)" বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত ও সমালোচনা।" ৯ পৃষ্ঠা। (৬৩) এই তেরেট পত্র কিরূপ, বোধ করি অনেকেই দৃষ্টিগোচর করেন নাই। ইহা তালজাতীয় বৃক্ষ পত্র। এই পত্র কাগজ অপেক্ষা স্থায়ী। কাগজে জল লাগিলেই গলিয়া যায় এবং পোকায় সহজে নষ্ট করে, কিন্তু তেরেট শীঘ্র বিনষ্ট হইবার নহে। এই তেরেট পত্র সংগ্রহ করিয়া, বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৭০ শালের ৪ ঠা জুলাই তারিখে জাতীয় মেলার অধিবেশনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে গৃহের 'কাটামো' করিবার সময় প্রায় প্রতি গৃহেই ইহা রক্ষিত হইয়া থাকে।

(৬৪) অপর নাম হিন্দুমেলা।

বৎসরের পূর্ব্বের লিখিত একখানি প্রাচীন গ্রন্থের পত্র এবং তৎসন্নিবিষ্ট হিন্দু মসী সভ্যগণকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজ শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরও ঐ দিবসে এই সম্বন্ধে নানাপ্রকার কৌতূহলময় বিবরণ বিবৃত করেন। ঠাকুর মহোদয় বলিয়াছেন, হিন্দুরা লিখন প্রণালীতে এতদূর পারদর্শী ও সুকৌশলান্বিত ছিলেন যে, সমুদায় রামায়ণ গ্রন্থ তাঁহারা একখান দীর্ঘ তেরেট পত্রে অথবা একটা কাগজে লিখিতে পারিতেন। তাহা পূর্ব্বতন লোকেরা কবজ করিয়া গলদেশে অথবা হস্তে রক্ষা করিতেন। (৬৫)

ইহাতে অনুমিত হইতেছে, পূর্ব্বতন ভারতীয় গ্রন্থ সকল বৃক্ষপত্র, পশুচর্ম্ম, বল্কল, ধাতুপাত্র, গোনট (৬৬) কাষ্ঠ পাত্র, মৃণ্ময় পাত্র, এবং শেষে কদর্য্য

(৬৫) ইহা সম্পূর্ণ সত্য, বলিয়া বোধ হয়। আজিও এরূপ লেখক অনেক স্থানে আছে। ইং ১৮৬৮ অব্দে আমার এক আত্মীয়ের পীড়া হয়। পীড়িত ব্যক্তি স্ত্রীলোক, তাঁহার নিবাস কালুই রামপুর। পীড়া উপশমের নিমিত্ত অনেক চিকিৎসা করা হয়, কিন্তু কিছুতেই তাহা আরোগ্য হয় নাই। শেষে শুনা গেল, একলকীকোমরগঞ্জনিবাসী নবাব সাহেবদের বাটীতে কি কবজ পাওয়া যায়, তাহা গলায় পরাইয়া দিলে রোগ শান্তি হয়। আমি উক্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া বৃদ্ধ নবাব সাহেবকে তাহা জ্ঞাত করিলে তিনি তিন দিবসের মধ্যে কবজ দিতে প্রতিশ্রুত হন। বলা বাহুল্য, ঐ নবাব সাহেবেরা জাতিতে মুসলমান। ইহাঁরা অতিশয় ধনবান এবং প্রতাপান্বিত। চতুর্থ দিবসে আমি তথায় উপস্থিত হইলে নবাব বাহাদুর আমাকে এক কবজ প্রদান করেন। কবজে একখণ্ড কাগজ প্রবিষ্ট করিবার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে আমি দেখিলাম ঐ একটী মাত্র কাগজে সমুদায় কোরাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। উহার অক্ষর এত ছোট যে সেরূপ ছোট অক্ষর আমি জীবনে অতি কম দেখিয়াছি। অথচ অক্ষর স্পষ্ট আছে, এবং কোরাণের কোন অংশ অনুদ্ধৃত হয় নাই। মধ্যে কেবল একটী মাত্র অধ্যায় বাদ দেওয়া হইয়াছে। আর একবার একজন মহান্তের নিকট আমি কয়েকটী কবজে হরিবংশ, শ্রীমদ্ভগবৎ এবং আধ্যাত্ম রামায়ণের সারাংশ অৰ্দ্ধখণ্ড বাঙ্গালা কাগজে দেখিয়াছিলাম।

(৬৬) গোনটের আকার ঠিক বওয়ার (Buoya) ন্যায়। ইহা তাম্র

কাগজে লিখিত হইয়াছিল। যে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তাহার অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত চর্চ্চার হ্রাস হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক গ্রন্থ নিরক্ষর লোকের হস্তে পতিত হয়। তাহারা অযত্নে কদর্য্য স্থানে রাখিয়া দেওয়ায় তাহা কীট দষ্ট হইয়া লুপ্ত হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থ কুসংস্কারসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের নিকট থাকায়, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহারা কাহাকেও দিতে চাহে না। বোম্বের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ডন্‌কান সাহেব একবার লিখিয়াছিলেন, গুজরাটের ব্রাহ্মণদিগের নিকট বহুবিধ প্রাচীন গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহারা তাহার ব্যবহার করে না, অথচ অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেয় না। এমতে গ্রন্থগুলি শীঘ্র বিনষ্ট হইবার সম্ভব। আবুল ফজল একবার মহাত্মা আকবরের অনুজ্ঞানুসারে ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বহুকষ্টে ৭ শতের অধিক সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, সংস্কৃত চর্চ্চার অবনতিতে এবং রাষ্ট্র বিপ্লবে ভারতের বহুবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সমূহ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এক সম্প্রদায় লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে, ইহাঁরা কৃত্রিম পুস্তক ও অশ্লীল কবিতাদি রচনা করিয়া "প্রাচীন কালীন মহামতি কবিদিগের বিরচিত" বলিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে এবং পারিসের রাজকীয় পুস্তকালয়ে কয়েকখানা কৃত্রিম অথর্ব্ববেদ এবং উপনিষদ ধৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, সংস্কৃত সাহিত্যে এইরূপ নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে।

এক্ষণে আর্য্য-প্রতিভা সম্বন্ধে কিছু বলিব। অধিকাংশ সভ্যজনপদে যে সংখ্যালিখন প্রণালী চলিতেছে, ভারতবর্ষেই তাহার উৎপত্তি। এক হইতে নয় এবং শূন্য, এই সংখ্যাগুলির হিন্দুরাই প্রথমে সৃষ্টি করেন। পাটীগণিতের

দ্বারা নির্ম্মিত হইত। ১৮৭০ অব্দের টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় দেখিয়াছিলাম, একটা গোনট্‌ নিউ ইয়র্কের এক স্থান খনন করিবার সময় আবিষ্কৃত হয়। উহাতে পালি ভাষার একখানা গ্রন্থ আমূল লেখা আছে। ১৮৭২ অব্দের পাওনিয়রে গোনটের কিছু বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শুনা যায় মিথিলার মহাবনে দণ্ডকারণ্যে এবং জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকট কয়েকটা গোনট আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

দশ গুণোত্তর সংখ্যা লিখন প্রণালী হিন্দুদিগের সৃষ্টি। আরববাসিগণ ভারতীয় আর্য্যদিগের নিকট হইতে ইহা শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। আরববাসীরা স্পষ্টতঃ এতদ্বিষয়ে আপনাদিগকে হিন্দু শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইউরোপীয়েরাও এই মতের অনুমোদন করেন।

(ক) "The Hindoos are distinguished in Arithmetic by the acknowledged invention of the decimal notation."......... P. 142, *Elphinstone's History of India.*

(খ) "The Hindoos invented the decimal notation. * * * Arabians took hints from them, whence the Europeans came to know the figures."

S, W. Jones in his ann-discourses.

(গ) "Bahauldin, an Arabian, ascribes the invention of the numeral figures in the decimal scale to the Indians. As the proof commonly given of the *Indians* being the inventors of these figures is only an extract from the preface of a book of Arabic poems, it may be as well to mention that all the *Arabic* and Persian books of Arithmetic ascribe the invention to the Indians."

P. 184. vol. XI1. *Asiatic researches.*

বীজগণিতও ভারতবাসীদিগের সৃষ্টি। ইউরোপীয়েরা বীজগণিত মুসলমানদিগের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীজগণিতের Algebra নামটী আলজিব্র শব্দ হইতে সমুৎপন্ন। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিওনার্ড মুসলমানদের নিকট বীজগণিত করিয়া, শিক্ষা ইহা ইউরোপে প্রচার করেন। মুসলমানেরা আলজিবরা গ্রীশদেশে দিওফাণ্টস্‌কে শিখায়, কিন্তু মুসলমানেরা ঐ বিষয় আর্য্যভট্ট, বরাহ মিহির, ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে শিক্ষা করেন। মহম্মদ বেন মুসা প্রথমে হিন্দুদের নিকট গণিত শিক্ষা করেন। ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা আলমানস্থরের রাজত্বকালে প্রথম আরবী ভাষায় ভারতবর্ষীয় গণিত শাস্ত্র অনুবাদিত হয়। কতিপয় পণ্ডিত বলেন

" গ্রীক দেশীয় গণিতবিৎ দিওফাণ্ডস ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি আর্য্যভট্টের পূর্ব্বকার লোক।" কিন্তু ফণ্ডস পণ্ডিতের পূর্ব্বে পরাশর, গর্গ প্রভৃতি ভারতীয় গণিদবিৎগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বম্বেলি বীজগণিত প্রকাশ করেন, ইহা দিওফাণ্ডসের অনুবাদ। বম্বেলি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, আরবদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা বীজগণিত জানিতেন। ফলতঃ আরবদিগের নিকট ইউরোপীয়েরা অনেক বিষয়ে ঋণী এবং এই আরবেরা আবার হিন্দুদিগের নিকট পদে পদে ঋণী। এ বিষয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিত মণ্ডলী যাহা বলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Lionards of Pisa first introduced Algebra into Europe; he learned it at Bugia, in Barbary, where his father ascribe in the Custom House by appointment from Pisa, his is dated A. D. 1202." *Cowell's note to Elphinstone's History of India* P. 145.

"Mahammed Ben Musa is recognized among the Arabians as the first who made Algebra known to them· He is the same who abridged, for the gratification of Almamum, an astronomical work taken from Indian system in the preceding age, under Almansur. He framed tables likewise, grounded on those of the Hindoos; which he professed to correct. And he studied and communicated to his countrymen the Indian compendious method of computation."

Colebrook's dissertion prefixed to his translations from Sanskrit Aljebra.

"Priority seems then decisive in favor of both Greeks and Hindoos against any pretensions on the part of the Arabians who, in fact, however, prefer none inventors of Aljebra. They were avowed borrowers in science and by their own unvaried acknowledgement from the Hindoos, they learnt the science of

numbers. That they also received the Hindoo Aljebra, is much more probable than that the same mathematician who studied the Indian Arithmetic and taught it to his Arabian brethern, should have bit upon Aljebra unaided by any hint or suggestion of the India analysis."

Colebrook's Dissertations.

"The first Arabian mathematician translated a Hindu book in the reign of the Khalif Almansur, A. D. 773."

Cowell's note to Elphinstone's India P. 145.

"the Arabs became acquainted with the Indian astronomy and numeral science, before they had any knowledge of the writings of Grecian astronomers and Mathematicians; and it was not until after more than one century, and nearly two, that they had the benifit of an interpretation of Diophantus, whether version or paraphrase, executed by Mahammud Abul Waphs Al Buggane."

Colebrooke's Dissertation. P. XXI

"We know of no Greek writer on algebra, but Diophantus; neither he nor any known anothcr of any age or of any country, has spoken directly or indirectly of any other Greek writer on Algebra has with a term to designate the sciene."

P. 163 vol. XII. *Asiatic researches.*

"In 1579 Bombulli published a treatise of Algebra, in which he says that he and a lecturer at Rome, whom he names, had translated part of Diophatus, adding that they had found that in the said work the *Indian* authors are often cited, by which they learnt that the science was known among the *Indians* before the Arabians had it," P. 161, vol. XII. *Asiatic researches.*

বেকন সাহেব কহেন, খ্রীষ্টের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জোতির্ব্বিদ্যা অত্যুন্নত অবস্থা ধারণ করিয়াছিল। বেলি নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত বলিয়াছেন, হিন্দুস্থানে ৫ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের প্রণীত জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রসায়ন শাস্ত্রও প্রথম ভারতবর্ষ হইতে আবিষ্কৃত হয়। ইউরোপীয় রসায়ন শব্দ Chemistry বা Alchemy আরবী (আলকিমি) হইতে উৎপন্ন। প্রাচীন ভারতবর্ষে এতৎসম্বন্ধে রসেশ্বর সিদ্ধান্ত, ব্রাহ্ম রসায়ন, আমলকী রসায়ন, হরিতকী রসায়ন প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। এখনও অনেকগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দুদিগের আয়ুর্ব্বেদ, চরক, সুশ্রুত, নিদান প্রভৃতিতে রসায়ন গ্রন্থ ও অধ্যায়ের উল্লেখ আছে। আরবেরা এই চিকিৎসা ও রসায়ন শাস্ত্র ভারতবাসী হইতে শিক্ষা করিয়া ইউরোপে প্রচার করেন। খ্রীষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে বোগদাদের বিখ্যাত বাদসাহ আলরসিদ প্রভৃতির সভায় হিন্দু চিকিৎসক এবং রসায়ন শিক্ষার কথা শুনা যায়। প্রাচীন ঋগ্বেদেও রসায়নের উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এতৎসম্বন্ধে বলেন—

" The earliest medical writings of the Hindoos were translated into Arabic. The Arab writers openly acknowledge their obligations to the medical writers of India. Manka and Sabh, two Hindoos were physicians to Harun Al Rashid in the eighth century."

Cowelles Elphinstone's P. 152.

They know how to prepare sulphuric acid, nitric acid, and muratic acid, the oxides of iron, lead, tin and jinc ; the sulphuric iron, copper mercury, antimony and arsenic, the sulphate of copper, &c. &c.

Ibid P. 159 and Shaughnessy 's " manual of chemistry. "

সংগীত শাস্ত্রও প্রথম ভারতবর্ষ হইতে সৃষ্টি হইয়া অন্যান্য দেশে নীত হয়। সংগীতের মনোহারিত্ব প্রথম ভারতবাসিগণই বুঝেন এবং তাঁহারাই প্রথমে——" জপকোটিগুণং ধ্যানং, ধ্যানকোটিগুণং লয়ঃ। লয়কোটিগুণং

গানং, গানাৎ পরতবং ন হি” এই পদের সৃষ্টি করেন।প্রাচীন ঋষিগণ বৈদিক সূক্ত প্রণয়নান্তর গান করিতেন। বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে সংগীত গ্রন্থের বহুল উল্লেখ আছে। গন্ধর্ব্ববেদ, নারদীয় শিক্ষা, আরণ্যক সংহিতা প্রভৃতি সংগীত গ্রন্থ। নৃত্য, বাদ্য, গীত এই সমুদয় বহুল পরিমাণে হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তাহা এতদূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে অন্যান্য দেশীয় সঙ্গীতের ইহার সহিত তুলনাও হইতে পারে না।

যে লিখন প্রণালী সভ্যতার উন্মেষক, তাহাও ভারতবর্ষ হইতে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হইবার পূর্ব্বে এক প্রকার লিপি প্রণালী প্রচলিত ছিল, যাহাকে ইউরোপীয়েরা ‘হাইরোগ্লিফিক’ (Hieroglyphic) কহেন। প্রথমে মনীষিগণ আপনাদিগের মনের ভাব বৃক্ষে, স্তম্ভে, ইষ্টকে, প্রস্তরে এবং কখন কখন মৃণ্ময় পাত্রে সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিতেন। প্রাচীন ভারত, মিসর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, আরব প্রভৃতি দেশে এই প্রথা বহুকাল প্রচলিত ছিল। সংস্কৃতে ইহার নাম ‘গরিষ্ট লিপি।’ গরিষ্ঠ নামে ভারতীয় ঋষি সর্ব্বপ্রথম লিখন প্রণালীর আবিষ্কার করেন। মিশরে ইহা ‘গ্যারিশ্ লিপিগ্’ এবং আরবে “গারশালাপ্” বলিয়া বিখ্যাত ছিল। ক্রমে ইহা হইতেই গারগ্রফি, হাইরোগ্রাফি প্রভৃতি নামের উদ্ভব হইয়াছে। মাষ্টার লেয়ার্ড, মশুর বোটা, মেজর শিপার্ট, কাউন্ট ডি লেবর্ডী প্রভৃতি বিচক্ষণ অনুসন্ধায়কগণ ভারতবর্ষ, সিরিয়া, পালেষ্টিন এবং নীলনদের তীরে অনেকগুলি “গরিষ্ঠলিপিরিয়ম্” এইরূপ লেখা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লণ্ডনস্থ বৃটীশ মিউজিয়ম চিত্রশালায় অদ্যাপি হাইরোগ্লিফিক দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টিয় ১৮১১ এবং ১৮৬৫ সালে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে, সোমনাথ পত্তনে ও অন্যান্য স্থানে এই প্রকার বহুবিধ প্রস্তরাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, কিন্তু তাহার মর্ম্মভেদ করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। (৬৭)।

পূর্ব্বকালে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৭০ সালের ১লা মার্চ্চের জেন্টালমান্স জরনেলে প্রকাশিত হইয়া-

(৬৭) বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কনের ইতিবৃত্তও সমালোচনা। “An introduction to the study of Egyptian Hieroglyphs by Samuel Birch” London 1857.

ছিল যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়া-রেন্ হেষ্টিংশ সাহেবের ভারত শাসনকালীন বারাণসী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে, মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আঁশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজর রবৈক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থান খনন করিয়া দেখেন যে, তথায় একটী খিলান রহিয়াছে এবং তন্মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হইল যে, তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অক্ষর ও তাহা-দিগের আধারাবলী মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষা করিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সেগুলি আজি কালিকার নহে, অন্যূন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বকালীন (৬৮)। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থসংগ্রহ নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে খ্রীষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে কাপ-ড়ের ছিট প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল। তজ্জন্য মুদ্রাযন্ত্রের ন্যায় কাপড় ছাপাই কলও ছিল। আমরা এস্থলে জেন্টল ম্যান্স জর্ণেল পত্রিকা হইতে, বারা-ণসীর মুদ্রাযন্ত্রের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"An extraordinary discovery has been made of a press in India. When Warren Hastings was Governor-General of it He observed that in the district of Benares, a little below the surface of the earth, is to be found a stratum of a kind of fibrous wooly substance of various thickness, in Horizontal layers. Major Roebock informed of this, went out to a spot where an excavation had been made, displaying this singular phenomenon. In digging somewhat deeper for the purpose of further research, they laid open a vault, which on further exa-mination, proved to be of some size, and to their astonishment they found a kind of printing press set up in a vault and mov-abilities places as if ready for printing. Every enquiry was set on foot to ascertain the probable period at which such an instrument could have been placed there, for it was evidently

(৬৮) ঐ ২২ পৃষ্ঠা।

not of modern origin, and from all the Major could collect, it appears probable that the press had remained there in the state in which it was found, for at least one thousand years, we believe the worthy Major on his return to England, presented one of the learned associations with a memoir containing many curious speculations on the subject.
Gentlemen's journal, dated 1st March 1870, London.

এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রেরও প্রচলন ছিল। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ৬ কি ৭ শত বৎসর মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে যে তাহার পূর্ব্বে ছাপাইবার কল ছিল, সে বিষয়ে সংশয় থাকিতেছে না। ফলে প্রাচীন ভারত সকল বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন কালের একখানিও মুদ্রিত পুস্তক দেখিতে পাই না। তবে রাষ্ট্রবিপ্লবে কোন মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক বিনষ্ট হইয়াছে কি না, ঠিক করা সহজ নহে।

হিন্দুদিগের নাটক, কাব্য, অলঙ্কার, ও অভিনয় বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রামায়ণ, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, বেণীসংহার প্রভৃতি গ্রন্থের সহিত জগতের প্রায় সমুদায় জাতিই পরিচিত। তদ্ভিন্ন অসংখ্যা গ্রন্থ পৃথিবী মণ্ডলস্থ বুধমণ্ডলীর চিত্তক্ষেত্রে আজিও দেবদুর্লভ সুধা প্রদান করিতেছে। ভারতের একখানি মাত্র কাব্যের অনুবাদের অনুবাদ পাঠ করিয়া একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছিলেন (৬৯) "যদি কেহ

(৬৯) Wouldst thou the young year'e blossoms,
And the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
Enraptured, feasted, fed?
Wouldst thou the earth and heaven itself,
in one sole name combine?
I name thee, O Sakoontala.

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" ৬৩ পৃষ্ঠা।

বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে, যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে, যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে; তাহা হইলে হে অভিজ্ঞান শকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করি; এবং তাহা হইলেই সকল বলা হইল।”

এইরূপে কৃষি, বাণিজ্য, দর্শন, যুদ্ধবিদ্যা, ব্যায়াম, দেবতত্ত্ব, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম্মালোচনা, রাজনীতি, দণ্ডনীতি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র প্রভৃতি সকল বিষয়েই হিন্দুরা চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেক বিষয় ধরিয়া বলিতে গেলে, প্রস্তাব বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে এই ভয়ে তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। ফলতঃ মহাত্মা কোলব্রুক সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতে যাহা ছিল না, তাহা জগতে নাই এবং তদপেক্ষা নূতন বিষয়ের আবিষ্কার সুকঠিন।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

গ্রন্থারম্ভ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

———০ ঃ০ ঃ০———

গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণপ্রেমসাগর।

১। ভারতবর্ষীয় সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে যতগুলি গীতি কাব্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে মহাত্মা জয়দেব কৃত 'গীতগোবিন্দ' সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যদিও কালিদাস, ভবভূতি, ভারবি, অপেক্ষা তিনি পাণ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ নহেন বটে, কিন্তু মধুর পদাবলীতে তাঁহা অপেক্ষা অনেকেই নিকৃষ্ট। তাঁহার হৃদয়গ্রাহিণী ও চমৎকারিণী পদাবলী কত দিন হইল বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি উহার যশঃ-কুসুম-সৌরভ দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়া ত্রিভুবন মোহিত ও আমোদিত করিতেছে। যতবারই সেই অপূর্ব্ব পদাবলী পাঠ করা যায়, তত বারই যেন কোন অভিনব গ্রন্থ পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রম জন্মে। যখনই আমরা গীতগোবিন্দ পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখনই কবিবর মিল্টনের "My ever new delight" কথাটী মনে পড়ে। ফলতঃ তাঁহার কবিতাকাননে চিরকালই যেন বসন্ত বিরাজিত। জগতের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু নয়ন-মন-তোষক, তাহাই যেন সুকৌশলে বাছিয়া বাছিয়া সুরসিক জয়দেব ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। বাস্তবিক গীতগোবিন্দের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল, সুচিত্রিত ও হৃদয়গ্রাহিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ সম্ভাবশালিনী। প্রত্যেক কবিতাই যেন তপন চিত্রিত জ্বলন্ত ফটোগ্রাফের ন্যায় সুস্পষ্ট ভাব ব্যঞ্জক ;—হৃদয়ের অন্তরতম তন্ত্রী পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া ভাব সংগ্রহ পূর্ব্বক যেন বিরচিত হইয়াছে। পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয় কুসুম বিকসিত হইয়া পড়ে। তাঁহার সুধাময় ঝঙ্কার শুনিয়া কত ভাবুক-বিহঙ্গ ও ভক্ত মধুকর বৃন্দ হৃদয় খুলিয়া সুমধুর তানে গান করিতে আরম্ভ করিয়াছে—কত অরসিক অপ্রেমিক পূর্ণানন্দে হৃদয় কপাট উদ্ঘাটিত করিয়া অতল ভক্তি প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়াছে। ফলতঃ ললিত

পদ-বিন্যাস ও শ্রবণ-মনোহর অনুপ্রাস ছটা এবং প্রসাদ গুণ ইহার তুল্য কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। এই জন্যই কবিরা বলেন—

(I) "যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো,
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী;
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং॥"

(II) "Whetever is delightful in the modes of music, whatever is graceful in the fine strains of poetry, whatever is exquisite in the sweet art of love, let thc happy and wise learn from the song of Jaideva."

২। কবিগুরু জয়দেব প্রণীত গীতগোবিন্দ গ্রন্থ দ্বাদশ স্বর্গে বিভক্ত। ইহাতে কৃষ্ণ রাধিকার পবিত্র প্রণয় বর্ণন, বিরহ, মান ও মানভঙ্গ জন্য শ্রীকৃষ্ণের অনুনয় বিনয় ও মিলন এবং বৃন্দাবন দৃশ্যাবলী ইত্যাদি বিষয় প্রগাঢ় ভক্তি ও পাণ্ডিত্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। ফলতঃ রাধাকৃষ্ণের সমুদায় লীলাই ইহাতে বর্ণিত আছে। এই সুমধুর বর্ণনায় রসশালিনী রচনা শক্তি ও চিত্তব্যঞ্জক সদ্ভাবশালিত্বের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, প্রত্যেক গীতে তান, লয়, মূর্চ্ছনা সন্নিবেশিত আছে।

৩। গীতগোবিন্দের মাধুর্য্য পুরাকাল হইতে প্রসিদ্ধ। সর্ব্ব সাধারণে ইহার কবিতাবলী অভ্যস্ত রাখিতেন এবং কোন কোন রাজার সভায় বেদ পাঠ তুল্য ইহা উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতীয় অন্যান্য উচ্চ কবিদিগের গ্রন্থাবলীর মত এই মহামূল্য গ্রন্থও বহু দিন পর্য্যন্ত ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, ঘনাবৃত সূর্য্যের ন্যায়, সাগরগর্ভস্থ মহামূল্য রত্নের ন্যায়, মরুভূমিস্থ সুন্দর (সৌগন্ধ বিশিষ্ট) কুসুমের ন্যায়, মৃত্তিকা প্রোথিত অত্যুজ্জ্বল স্ফটিক খণ্ডের ন্যায়, নিরক্ষর লোকের গৃহস্থিত কদর্য্য ও অস্পৃশ্য আবর্জ্জন রাশি মধ্যে কীট দষ্ট হইয়া বিদ্যমান ছিল; এমন কি, যে স্থলে ইহাঁর জন্ম, সেখানকার লোকেরাও ইহাঁর নাম পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত ছিলেন না। পরে যখন ইহার কবিতাপারিজাতকুসুমসৌরভ নির্জ্জন

নন্দন কানন হইতে নীত হইয়া, পবন পথে আরোহণ পূর্ব্বক, সুশীতল সমীরণের সহিত ক্রীড়া করিতে২ সাহিত্য সমাজের বুধমণ্ডলীর নিকট আসিয়া পৌছিল, তখন সাহিত্য সমাজ বিকসিত গোলাপ মল্লিকার আঘ্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইহার সৌরভে মোহিত হইয়া গেলেন। শেষে ইহা বিশাল জলধি-দেহ বিলঙ্ঘন করত সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় ও আমেরিকান পণ্ডিত মণ্ডলীর কোমল শয্যায় বিচরণ করিয়া তাঁহাদিগকে উন্মত্ত প্রায় করিয়া তুলিল। এক্ষণে ইংরাজি, জর্ম্মণ, লাটিন, হিন্দি, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া নিত্য নিত্য সুধীগণের চিত্ত আমোদিত করিতেছে।

ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ যেমন স্ব স্ব কাব্যের গৌরব রক্ষার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন, জয়দেবও তদ্রূপ আপন কাব্যে গর্ব্বপূর্ণ বাক্যপ্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যথা——

সাধ্বী মাধ্বীক! চিন্তা ন ভবতি পরিতঃ শর্করে! কর্করাসি,
দ্রাক্ষে! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃতমসি ক্ষীর! নীরং রসস্তে।
মাকন্দ! ক্রন্দ কান্তাধর! ধরণীতলং গচ্ছ যচ্ছন্তি যাবদ্
ভাবং শৃঙ্গার-সারস্বত-ময়-জয়দেবস্য বিষ্বগ্ বচাংসি॥

জয়দেব প্রণীত কাব্যের ভাষার মাধুর্য্য ও বর্ণনার পারিপাট্য বিবেচনা করিলে এইরূপ গর্ব্বোক্তি নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

৪। গীতগোবিন্দে অষ্টপদ বিশিষ্ট চতুর্ব্বিংশতিটি গীত আছে। তজ্জন্য এই কাব্য "অষ্টপদী" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপিকাতেও কয়েকটি শ্লোক রচিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্যের অধিকাংশ স্থলই সামান্য নায়কনায়িকা সুলভ আদিরস ঘটিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ। বিশেষ দ্বাদশ স্বর্গটি এতদূর আদিরসপূর্ণ যে, পণ্ডিত মণ্ডলী সেটিকে ভয়ানক অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (A)

জয়দেবের রচনা (বা ভাষা) সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তিনী। জয়দেব যে সকল ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন কালীন কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। "চল সখি কুঞ্জং," "বিচলিত পত্রে," "সচকিত নয়নং."

(A) Vide Professor Edwin Arnold's "Gitagovinda;" and "Calcutta Review," January 1876.

"কামিনী কমল বদনং" ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। অনেকে অনুমান করেন, জয়দেব কৃত গীত গোবিন্দের ছন্দের অনুকরণেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদীর উৎপত্তি হইয়াছে। (B) যথা,——

ক। "সরস মসৃণমপি মলয়জ-পঙ্কং।
পশ্যতি বিষমিব, বপুষি সশঙ্কং।
শ্বসিতপবন-মনুপম পরিণাহং।
মদনদহনমিব, বহতি সদাহং॥" (গী-গো। ৪ র্থ সর্গ।)

খ। পততি পতত্রে, বিচলিত পত্রে,
শঙ্কিতভবদুপ যানং।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং,
পশ্যতি তব পন্থানং॥
মুখর মধীরং, ত্যজ মঞ্জীরং,
রিপুমিব কেলিষুলোলং।
চল সখি কুঞ্জং, সতিমির পুঞ্জং,
শীলয় নীল নিচোলং॥ (গী-গো। ৫ সর্গ)

এই ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত মাত্রা-গণনানুসারে রচিত হইয়াছে। ইহার অষ্টম মাত্রার পর যতি ও উভয় অর্দ্ধের শেষ বর্ণে মিল দৃষ্ট হইতেছে। অতএব বলা যাইতে পারে, এই গীতময় বৃত্ত হইতেই বাঙ্গালা পয়ার ও ত্রিপদী প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি কবিতার সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে।

ক। "দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ,
দিবা নিশি করিতেছে তমঃ নিবারণ;
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।"

খ। "জয় ভগবান, শর্ব্বশক্তিমান,
জয় জয় ভব পতি।

(B) "জয়দেব চরিত" ২২-২৩ পৃষ্ঠা। "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব"। ৭ ও ২৪ পৃষ্ঠা দেখ। "Bengal and its languages." P. P. 10-19.

করি স্তব গান, কর কৃপা দান,
তোমাতেই থাকে মতি ॥"

গ। "চল মা বকুল তলে, বসিগে ছায়ায়।
মুখরিত তরু আজি মধুপ-ঝঙ্কারে!
স্ফুটিত কুসুম কত পড়েছে তলায়,
কুড়িয়া লইব আমি মালা গাঁথিবারে।"

৫। গীতগোবিন্দের প্রণেতা মহাত্মা জয়দেব বীরভূমের দ্বাদশ ক্রোশ দক্ষিণস্থ অজয়নদের উত্তর কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলি নামক গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েন। (C)

বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভবরোহিণী রমণেন।

তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম বামা দেবী। এই ভোজদেব, বঙ্গাধিপ আদিসুর কর্ত্তৃক কাণ্যকুব্জ হইতে আনীত শাস্ত্রদর্শী পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে শ্রীহর্ষ নামক ব্যক্তির পুত্র। (D)

ভট্টনারায়ণোদক্ষো বেদগর্ভোথ ছান্দড়ঃ।
অথ শ্রীহর্ষনামা চ কাণ্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ॥

শ্রীহর্ষ যৎকালে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তখন তাঁহার প্রাচীন অবস্থা (E) অনেকে অনুমান করেন, তিনি অন্যূন নবতি বর্ষের সময় এদেশে আগমন করিয়াছিলেন (F) তদীয় পুত্র ভোজদেব তাঁহার সঙ্গে কণোজ (G) হইতে

(C) কেন্দুবিল্ব, স্থরি (সিউড়ি) হইতে ৯ ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। Hunter's *Rural Bengal.* Apen, P. 436. "বঙ্গদেশের বিবরণ।"

(D) কথিত আছে, মহারাজ আদিসুর অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এক যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তৎকালে বাঙ্গালায় শাস্ত্রদর্শী ব্রাহ্মণ না থাকাতে কাণ্যকুব্জের রাজা বীরসিংহের নিকট হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করা হইয়াছিল। কেহ বলেন পুত্রেষ্টি যাগ সম্পাদনার্থ, কেহ বলেন ভাবী অমঙ্গল নিবারণার্থ আদিসুর এই যজ্ঞক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন।

(E) লালমোহন বিদ্যানিধি কৃত "সম্বন্ধ নির্ণয়"

(F) Ibid. (G) কান্যকুব্জের অপর নাম কনোজ।

আইসেন। কেন্দুবিল্ব গ্রামে ভোজদেবের বিবাহ হয়; শ্বশুরালয়েই তিনি বিবাহের পর হইতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

৬। অধ্যাপক লাশেন বলেন,—জয়দেব খ্রীষ্টীয় সার্দ্ধৈকাদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ডাক্তার কেরির মতে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গীত-গোবিন্দ বিরচিত হয়। (H) লেথব্রজ উল্লেখ করেন—গীতগোবিন্দ খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়। (I) ইতিহাস বেত্তা এল্‌ফিন্‌ষ্টন অনুমান করেন—জয়দেব চতুর্দ্দশ শতাব্দীর লোক। (J) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত এই মতের পোষকতা করেন। (K) চৈতন্যদেবের প্রধান শিষ্য সুপ্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন, জয়দেব বঙ্গাধিপ রাজা লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। এই রাজার সভামণ্ডপের দ্বারস্থ ফলকের একটি শ্লোক পাঠে জানা যায়, গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব এবং গোবর্দ্ধন প্রভৃতি আর কয়েক জন পণ্ডিত উক্ত পঞ্চ রত্ন সভায় বর্ত্তমান থাকিয়া সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

(সঙ্গীতসার। ৩০ পৃষ্ঠ॥)

গীতগোবিন্দের প্রারম্ভেও এই সকল পণ্ডিতদিগের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

" বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং,
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধন—
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ীকবিক্ষ্মাপতিঃ॥ "

তাহা হইলে সনাতন গোস্বামীর মত দৃঢ়তর করিয়া জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সমকালীন বলা সংযুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(H) " A few hints on Eastern and Western poets. " Apen. XII P. 13-15.

(I) History of India. chap. I, P. 52.

(J) History of India, book III chap. VI. P. 172,

(K) "জয়দেব চরিত"। ২৬ পৃষ্ঠা।

মহারাজ লক্ষ্মণ সেন কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন দেখা আবশ্যক। সুপ্রসিদ্ধ "আইন আকবরী গ্রন্থকার আবুল ফজলের মতে লক্ষণ, খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার শাসন কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন। (L) মিন্হাজ উদ্দীন "তবকৎ ইনসিরি" নামক ইতিহাসে ইহাঁকে খৃঃ ১২০৫ অব্দের সমকালীন বলিয়াছেন (M)। শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব এই মতের অনুমোদন করেন (N)। "সময় প্রকাশ" গ্রন্থকার, লক্ষণ সেনের পিতা বল্লাল সেনকে ১০১৯ শকের (অর্থাৎ খ্রীঃ ১০৯৭ অব্দের) সমকালীন বলেন। কেন না, এই সময়ে তিনি "দান সাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা—

"লিখিল নৃপচক্র তিলক-শ্রীবল্লাল সেন-দেবেন।
পূর্ণে শশিনব-দশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ ॥"

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত এই মতের পোষকতা করিয়া লক্ষণ সেনের সময় ইহার তিন বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় ১১০১ অব্দে বলেন (P)। ইদানীন্তন তত্ত্বানুসন্ধায়িগণ এই মতে আস্থাবান হয়েন। (R)। সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী লক্ষণ সেনকে ১২০০ অব্দের লোক বলিয়াছেন। (S)। ফলে অনেকের মত এই—লক্ষণ সেন ৫ বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ভ্রমাত্মক কেন না, লক্ষণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ স্বপ্রণীত "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "রাজা লক্ষণসেন আমাকে কৈশোরাবস্থায় সভাপণ্ডিত, যৌবনাবস্থায় মন্ত্রী এবং প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মোপদেষ্টা নিযুক্ত করিয়াছিলেন (T)।" এই সকল ব্যাপার, দীর্ঘকাল ভিন্ন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভাবিত। সুতরাং লক্ষণসেনের রাজত্বকাল ৫ বৎসর বলিয়া নির্দ্ধারণ করা একান্ত সৎযুক্তি বিরোধী।

(L) Edwin's *Ain Akbaree,* intro. LX.

(M) Luether's "Islam Historians," chap. XII.

(N) Prinsep's useful tables. (P) *Jaideva charita.* P. 8.

(R) Journ. A. S. B. Part I. No, III. P. 139.

(S) *Sangeeta Sara,* P. 30.

(T) "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" গ্রন্থ দেখ। হলায়ুধের প্রারম্ভ বাক্য, যথা—
"বভূব তস্যাং প্রকৃত্তের্মহানিব,—" ইত্যাদি।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বঙ্গদেশে যখন লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেছিলেন, তখন বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। খ্রীষ্টিয় ১২০৪ অব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ "মুসলমান ইতিহাস" লেখক লুথার সাহেব এই মতের পোষকতা করেন। বিশেষ, মিনহাজ উদ্দীনের প্রসিদ্ধ ইতিহাস অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। আধুনিক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞগণ এই ইতিহাসে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন। সুতরাং বঙ্গদেশ বিজয় সম্বন্ধে তাঁহার বাক্য নিতান্ত প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এই মিন্হাজোদ্দীনের মতে বক্তিয়ার ১২০৪ অব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। তখন লক্ষণসেন জীবিত ছিলেন। তাহা হইলে খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে [এই মধ্য সময়ে] লক্ষ্মণের সভায় জয়দেবের বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভব ও সৎযুক্তি সঙ্গত।

এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় প্রমাণ এই—— "অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা" নামে একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, লক্ষ্মণসেন দিল্লীতে দশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ততোলক্ষ্মণ সেনোঽ সৌ স্বয়ং দিল্লীশ্বরো ঽভবৎ।
সমর্পয়ংঽস্ত রাঢ়াদিরাজত্বং কেশবে হমুজে॥

অ, স,। ৬ ষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

* * * *

বাকরগঞ্জ জিলায় মৃত ভূম্যধিকারী বাবু কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারীতে, শ্রীযুক্ত প্রিন্সেপ সাহেব একখানি তাম্র ফলক প্রাপ্ত হয়েন। তাহাতেও ঐ কথার উল্লেখ আছে। প্রিন্সেপ সাহেব বহুল অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া বহুবিধ প্রমাণ এবং সৎযুক্তি প্রয়োগ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এই লক্ষ্মণসেন ১২৩৫ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে জয়দেবের এই সময়ে জীবিত থাকা সম্ভবপর বোধ হইতেছে।

তৃতীয়তঃ—ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত যে লক্ষ্মণ সেন ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২০৪ খৃষ্টাব্দে রাজ্যভ্রষ্ট হন। তাহা হইলে খ্রীষ্টিয় ১১২৪ অব্দে তাঁহার রাজ্য শাসন আরম্ভ। মিথিলা অঞ্চলে "লষং" নামে একটী সম্বৎ অদ্যাপি চলিয়া আসিতেছে; অনেকে ইহাকে লক্ষণাব্দ বলিয়া বিশ্বাস করেন। * বাস্তবিক

* রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস।

ইহা লক্ষ্মণসেনের প্রচলিত সম্বৎ বটে তথাকার লোকেরা লক্ষ্মণসেনকে প্রথমে লছ্মণ, তৎপরে লক্ষণ, ক্রমে লক্‌ষং, শেষে অপভ্রংশে "লষং" নামে আখ্যাত করিতেন। তাহা হইতেই "লষং" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। মিথিলা অঞ্চলের তত্ত্বানুসন্ধায়ী কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে, খ্রীষ্টীয় ১৮৭৮ অব্দে ৭৫৪ লষং সম্বৎ চলিতেছে। তাহা হইলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় সংযুক্তি সঙ্গত বলিয়াই বোধ হইতেছে।

"চৈতন্য মঙ্গল" ও "চৈতন্য সুধাকর" নামক কয়েকখানি বৈষ্ণব কাব্যে লিখিত আছে, চৈতন্যদেব, কবিবর জয়দেব ও বিদ্যাপতি প্রণীত কবিতাবলী পাঠ করিয়া মোহিত হইতেন।

"জয় জয়দেব কবি নৃপতি-
শিরোমণি বিদ্যাপতি রসধাম।
জয় জয়-চণ্ডীদাস রসশেখর
অখিল ভুবনে অনুপাম॥
যাকর রচিত মধুর রস
নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।
প্রভু মোর গৌরচন্দ্র
আস্বাদিলা স্বরূপ সহিত॥" (পদ কল্পতরু)

ইহাও কথিত আছে যে, রাজা রঘুনাথদেবের সভায় "গীতগোবিন্দ" বেদ-পাঠতুল্য উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত। রাজা রঘুনাথ, চৈতন্যদেবের পূর্ব্বকালীন লোক (†) তাহা হইলে জয়দেবকে চৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ১৪০৭ শকের ফাল্গুন পূর্ণিমায় চৈতন্যের জন্ম হয়।

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিরাজিযুক্তে।
গৌরোহরির্ধরণিমণ্ডল আবিরাসীৎ॥" (চৈতন্য চন্দ্রোদয়)

বিদ্যাপতি চৈতন্য হইতে প্রাচীন, অর্থাৎ ১৩১৫ শকাব্দার লোক। কিন্তু প্রমাণীকৃত হইয়াছে, জয়দেব, বিদ্যাপতি হইতে আরও প্রাচীন। জয়দেবের অনেক পরে বিদ্যাপতির অভ্যুদয়ের সময়। জয়দেব কৃত গীত-

---

(†) J. J. Murray's Essays on love songs. chap. X.
"সাহিত্য প্রদীপ"। ৭ পৃষ্ঠা।

গোবিন্দ, বিদ্যাপতির অনেক স্থলের আদর্শ স্বরূপ। বিদ্যাপতি, গীতগোবিন্দ হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়াছেন। এ কথায় যাঁহারা অবিশ্বাস করিবেন, তাঁহাদের প্রতীতির জন্য একটি প্রবল প্রমাণ দেওয়া গেল। (‡)

(জয়দেব কৃত)

বিরহ বিধুর শ্রীকৃষ্ণ মহাক্ষেপ সহকারে অনঙ্গকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছেন যে—

" হৃদি বিষলতাহারোনায়ং ভুজঙ্গম নায়কঃ
কুবলয়-দল-শ্রেণী কণ্ঠে ন সা গরল দ্যুতিঃ।
মলয়জরজোনেদং ভস্ম প্রিয়াবিরহিতে ময়ি।
প্রহর ন হরভ্রান্ত্যানঙ্গ! ক্রুধা কিমু ধাবসি॥ " ৩য় সর্গ। গী গো।

(বিদ্যাপতি কৃত।)

বিদ্যাপতি ইহারই ভাব লইয়া লিখিয়াছেন—

কত হি মদন তনু দহসি হামারি।
হাম নহু শঙ্কর হুঁ বর নারী॥
নাহি জটা ইহ বেণী বিভঙ্গ।
মালতী মাল শিরে নহ গঙ্গ॥
মোতিম বন্ধ মৌলি নহ ইন্দু।
ভালে নয়ন নহ সিন্দূর বিন্দু॥
কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদসার।
নহ ফণিরাজ উরে মণি হার॥
নীল পটাম্বর নহ বাঘ ছাল।
কেলি কমল ইহ না হয় কপাল॥
বিদ্যাপতি কহে এহেন সুচ্ছন্দ।
অঙ্গে ভসম নহে মলয়জ পঙ্ক॥

(‡) " দিবাকর " পত্রিকায় ' বিদ্যাপতি " এবং বিশ্বদর্শণ পত্রিকায় জয়দেব ' প্রবন্ধ দেখ।

বিদ্যাপতি হইতে জয়দেব এক শত বৎসর প্রাচীন। তাহা হইলে আমাদের এই মতের সমর্থন হইতেছে।

৭। অনেক পণ্ডিতের মত এই, জয়দেব "গীতগোবিন্দ" ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। কিন্তু "চৈতন্য মঙ্গল" প্রভৃতি বৈষ্ণব কাব্য পাঠে জানা যায়, তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ ছিল; তাহা গদ্য পদ্যময় যথা—

"যা কর রচিত মধুর রস
নিরমল গদ্য পদ্যময় গীত।"

সে পুস্তক খানির নাম "কৃষ্ণ প্রেমসাগর" এ খানি নাটক, কিন্তু "গীতি কাব্য" ও বলা যাইতে পারে। ইহা পাঁচ অঙ্কে সম্পূর্ণ। "ভক্তিতত্ত্ব" গ্রন্থে লিখিত আছে—

"নমঃ নমঃ জয়দেব কবিকুলপতি।
যাহাতে মিলিত রহে কৃষ্ণ-প্রেম-মতি॥
রাধিকার সহ যত প্রভু কৈলা লীলা।
অপূর্ব্ব 'গোবিন্দে' কবি সে সব লিখিলা॥
স্বয়ং প্রভু দেখা দেন কেন্দুলির ঘর।
যাহাতে রচিলা "কৃষ্ণ প্রেম সাগর"॥
রাজা রঘুনাথ দেব অতি ভাগ্যবান।
যাহার আদেশে গ্রন্থ হইল নির্ম্মাণ॥
*　　*　　*　　*　　*
দিনে দিনে ক্রমে বাড়ে কৃষ্ণ প্রেমে মতি।
"কৃষ্ণ প্রেম" অভিনয় দেখাইলা অতি॥
পাঁচ অঙ্কে সারি গেলা অপূর্ব্ব নাটক।
যাহাতে সকলে কৃষ্ণ-প্রেমেতে আটক॥
এমন রাজার ঘরে সবে বল জয়।
ধন ধান্য যেন কিছু অভাব নাহি হয়॥"

(ভক্তিতত্ত্ব। প্রস্তাবনা)

ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে, রাজা রঘুনাথ দেব আপনার বাটীতে এই নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। ইহা ৫ অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং এই অভিনয়

দেখিয়া সকলে পুলকিত হইয়াছিলেন। তাহা হইলে এই " কৃষ্ণপ্রেমসাগর " নাটকের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। এভিন্ন জয়দেব প্রণীত অপর কোন গ্রন্থ লক্ষিত হয় না, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে তিনজন জয়দেবের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা ইহাঁকেই কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ সিংহাসন প্রদান করিলাম। ' প্রথম জয়দেব ' বলিলে ইহাঁকে বুঝাইবে। (U)

৮। জয়দেব পরম ধার্ম্মিক দয়াবান উদার এবং পবিত্র ও করুণ স্বভাব ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র ছিল, তাহার নাম ভবদেব। জয়দেবেরা তিন সহোদর ছিলেন, তন্মধ্যে তিনিই দ্বিতীয়; জ্যেষ্ঠের নাম আরব। জয়দেব জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু শেষাবস্থায় মহোৎসব করিয়া বৈষ্ণব হয়েন। মাঘ মাসের সংক্রান্তি দিবসে কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই জন্য তথায় প্রতি বৎসর ঐ দিবসে বৈষ্ণবদিগের একটী বৃহতী মেলা হইয়া থাকে। তাঁহার সমাধিমন্দির মনোহর নিকুঞ্জ পরিবেষ্টিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।

৯। জয়দেবের বংশের শাখা প্রশাখা এখনও বীরভূম জেলায় পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীহর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া এক্ষণে তাঁহার বংশ ৩৮ পুরুষ হইয়াছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের সাত পুরুষের নাম জানিতে পারিয়াছি। তাহা এই——উৎসাহের পুত্র আহিত, আহিতের পুত্র শ্রীহর্ষ, শ্রীহর্ষের পুত্র ভোজদেব, ভোজদেবের পুত্র জয়দেব, জয়দেবের পুত্র ভবদেব এবং ভবদেবের পুত্র ত্রিবিক্রম। ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, উপাধি মুখোপাধ্যায়; গোত্র— ভরদ্বাজ।

১০। সংস্কৃত ভাষায় জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দ ভিন্ন অপর এক খানি গীতগোবিন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা নীলাচলের (V) রাজা সাত্বিক প্রণীত। কথিত আছে, তিনি জয়দেবের কবি-কীর্ত্তি লোপ করিবার নিমিত্ত একখানি গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কিন্তু তাহা কেন্দুবিল্ববাসী মহাত্মা জয়দেবের গ্রন্থ হইতে সহস্রাংশে নিকৃষ্ট। সাত্বিক প্রণীত গীতগোবিন্দ,

(U) ইংরাজিতে যেমন Richard the first বলিলে প্রথম রিচার্ড বুঝায়, তেমনি ইহা বুঝিতে হইবে।

(V) অপর নাম উড়িষ্যা।

জয়দেব কৃত গীতগোবিন্দ সম্পূর্ণ হইলে পর রচিত হয়। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী শ্লোক আছে। (W) খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহা বিরচিত হইয়াছে।

———০:০:০———

(পরিশিষ্ট।)

ক। পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ কহেন, গীতগোবিন্দকার জয়দেব প্রসন্নরাঘব" নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা অবিশ্বস্ত। কেন না "প্রসন্নরাঘব"কার জয়দেব স্বপ্রণীত নাটকের প্রস্তাবনায় আপনাকে মহাদেব তনয় এবং তার্কিক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

(1) বিলাসোযৎ বাচামসমরস-নিষ্যন্দ-মধুরঃ
কুরঙ্গাক্ষী-বিম্বাধর-মধুর ভাবং গময়তি।
কবীন্দ্রঃ কৌণ্ডিন্যঃ স তব জয়দেবঃ শ্রবণয়ো-
রয়াসীদাতিথ্যং ন কিমিহ মহাদেবতনয়ঃ॥"

II "—নম্বয়ং প্রমাণপ্রবীণোঽপি শ্রূয়তে। তদিহ চন্দ্রিকাচন্দ্রাক্ত পয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোঽস্মি।'

খ। এই "প্রসন্ন রাঘব" প্রণেতা জয়দেবের অপর একটী নাম ছিল। "পক্ষধর মিশ্র" নামে কেহ কেহ তাঁহাকে আখ্যাত করিয়াছেন। তিনি পঠদ্দশায় এক এক পক্ষান্তে স্বীয় গুরুর নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে। যজ্ঞপতি উপাধ্যায় তাঁহার গুরুর নাম।

প্রসন্ন রাঘবকার জয়দেব এবং গীতগোবিন্দ প্রণেতা জয়দেব যে বিভিন্ন ব্যক্তি, তাহা সহজেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে। এই দুইখানি গ্রন্থের দুইটী অংশ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি, পাঠকগণ তদ্দ্বারা জানিতে পারিবেন, ইহাঁদের পরস্পরে কত অন্তর। এক লেখনী বিনির্গত বলিয়া কদাচ বিশ্বাস হয় না। যথা—(X)

(W) "Improvement of Literature by Eastern Kings." No. L. P. 50.

(X) Thompson's "Remarks on ancient Sanskrit Literature" P. 7.

I গীতগোবিন্দ।

রাগিণী বসন্ত———তাল চৌতাল।

১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১২ ১০ ১০ ৩ ৫ ৬
বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে
৩ ৩ ৩ ৫ ৬ ৬ ৩ ৩ ৫ ৫ ৬
নৃত্যতি যুবতী জনেন সমং
৩ ৩ ৫ ৫ ৫ ৩ ৩ ৩ ৩ ৫ ৬
সখী বিরহি জনস্য দুরন্তে
৬ ৬ ১ ১১ ১১ ১১ ১০ ১ ১ ৪ ৩ ৩
ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন
১২ ১২ ২ ২ ২ ৩ ২ ১০ ১০ ২ ২
কোমল মলয় সমীরে ম ধু কর
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ ৬ ২ ২ ১ ২ ১ ১ ২
নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

II. প্রসন্ন রাঘব।

রাগিণী মূলতাণী———তাল আড়া।

৬ ৮ ৬ ৪ ৩ ১ ১ ৪ ৬ ৮ ৮ ৮
যস্যা শ্চীর শ্চিকুর নিকরঃ কর্ণ পূরোময়ূরো-
৫ ৫ ৮ ১২ ১ ১ ৮ ৮ ৮ ৬ ৬ ৫
মাসী হাসঃ কবিকুল গুরুঃ কালি দাসো বিলাসঃ
৬ ৬ ৬ ৬ ৮ ১ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ২
হর্ষো হর্ষো হৃদয় বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
১ ১ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৮ ৬ ৬ ৭ ৪
কেষাং নেষা কথয় কবিতা-কামিনী কৌতুকায়।

ফলতঃ, গীতগোবিন্দকার জয়দেবের ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়নের প্রমাণ কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ন্যায়-নির্ব্যূঢ়মতির কঠোর লেখনী হইতে গীত গোবিন্দ সদৃশ সুললিত কাব্য বিনির্গত হওয়া নিতান্ত অসম্ভাবিত। বাবু রাম দাস সেনও ইহাঁদিগকে অভিন্ন জ্ঞান করেন নাই। বিশেষ, জয়দেব কবিকর্ণপূরের সমকালীন। কবিকর্ণপূর প্রসন্নরাঘবকার জয়দেবের অনেক পরকালীন। তাহা হইলে এই দুই ব্যক্তি যে বিভিন্ন এবং প্রসন্নরাঘব যে প্রথম জয়দেব প্রণীত নহে, তাহা অবিসম্বাদিত।

যাহা হউক, এই পক্ষধর মিশ্র বা প্রসন্নরাঘবকার জয়দেব একজন নৈয়ায়িক বলিয়া বিখ্যাত। ইনি "চিন্তামণির আলোক" (শব্দখণ্ড) নামক ন্যায়-গ্রন্থের টীকা করেন। যথা—

> "যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ছাত্রঃ পক্ষধরমিশ্রশ্চিন্তা-
> মণেরালোককারঃ।"

শব্দকল্পদ্রুম। ২ য় খণ্ড। ১৭৮১ পৃ

গ। ইহাঁর নিবাস মিথিলা। জাতিতে ব্রাহ্মণ। সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম ইহাঁর শিষ্য। সার্ব্বভৌম মহাশয় চতুর্দ্দশ শকের লোক। তাহা হইলে 'প্রসন্ন রাঘবকার' জয়দেবের এই সময়ে বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। ইনিই দ্বিতীয় 'জয়দেব।' ইহাঁর মাতার নাম রাধাদেবী।

ঘ। অনেকেরই সংস্কার আছে, গীতগোবিন্দকার জয়দেব "রতিমঞ্জরী" ও "শৃঙ্গারপদ্ধতি" গ্রন্থদ্বয়ের প্রণেতা। যাঁহারা এ কথায় বিশ্বাস স্থাপনা করেন, তাঁহাদিগকে সহৃদয় মানব শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না।

এই গ্রন্থদ্বয় এরূপ জুগুপ্সিত ও অকিঞ্চিৎকর বর্ণনায় পরিপূর্ণ যে, সুকবি কেন্দুবিল্ববাসী জয়দেবের রসময়ী লেখনী বিনির্গত বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না।

"শৃঙ্গার পদ্ধতি" আট অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ অর্দ্ধশত শ্লোক আছে, এই অর্দ্ধশত শ্লোকে অর্দ্ধশত প্রকার শৃঙ্গার প্রকরণ বিবৃত হইয়াছে।

প্রোক্ত দুইখানি গ্রন্থ কল্যাণকর নামধেয় জনৈক বৈষ্ণবের প্রণীত। তিনি পরে জয়দেব নামে আখ্যাত হন। ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর লোক। আমরা ইহাঁকে "তৃতীয় জয়দেব" নামে অভিহিত করিলাম।

৬। "কাব্যকলাপ" সম্পাদক পণ্ডিত হরিদাস হীরাচাঁদ বলিয়াছেন, গীতগোবিন্দকার জয়দেব "চন্দ্রালোক" নামধেয় একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ইহা পিযুষবর্ষ প্রণীত। (L) ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাদম্বরী—হর্ষচরিত—চণ্ডিকা শতক।

১। সংস্কৃত ভাষায় যতগুলি গদ্য গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বাণভট্ট প্রণীত কাদম্বরীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশুদ্ধ দাম্পত্য প্রণয়, সহিষ্ণুতা, প্রীতি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, পতিনিষ্ঠা, পত্নী অনুরাগিতা, বন্ধুত্ব, নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা, স্বভাব বর্ণনা প্রভৃতি এই গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, বোধ করি অন্য কোন গ্রন্থে সেরূপ আর নাই। ইহার প্রধান নায়ক ও নায়িকা—চন্দ্রাপীড় এবং কাদম্বরী। এই উভয় জনেরই চরিত্র সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতা ও পাণ্ডিত্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে। বিশেষ চন্দ্রাপীড়ের জন্য কাদম্বরীর আক্ষেপ, মহাশ্বেতার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণন, বৈশম্পায়নের সহিত চন্দ্রাপীড়ের অমানুষিক সদ্ভাব, মহাশ্বেতার আশ্চর্য্য মনোভিলাষ, রাজকুমারের মৃগয়াচ্ছলে নিবিড় বনগমন, তথাকার কৌতুহলময় ইতিবৃত্ত "পম্পা" প্রভৃতি সরোবরের স্বর্গীয় শোভা বর্ণন, মুনিবর হারীত পিতার উদারতা ইত্যাদি মনোহর বর্ণনা পাঠ করিয়া কাহার হৃদয় হর্ষ ও বিষাদে মগ্ন না হয়? চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহ লইয়া কাদম্বরী যখন ঘোর প্রাবৃট কালীন বজ্রপাত, করকাঘাত, মুষলধার বৃষ্টি প্রভৃতি সহ্য করিয়া সামান্য আহারে, সামান্য বেশে, সামান্য মৃণ্ময় বেদিকার উপর বসন্তাগম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখনকার বর্ণনা পাঠ করিলে কিম্বা এই সকরুণ অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিলে প্রত্যেক মানব শরীরই বিচলিত ও রোমাঞ্চিত হয়। তখন মহাত্মা বাণভট্টের আশ্চর্য্য প্রতিভা এবং অসাধারণ লিপি চাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া মন স্থির থাকিতে পারে না? ফলতঃ উৎকৃষ্ট রচনা, উৎকৃষ্ট প্রতিভা, উৎকৃষ্ট কল্পনা এই তিন একত্র সমাবেশ

(L) "কাব্যপ্রকাশ"। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মুদ্রিত। ভূমিকা ৩ পৃষ্ঠা।

হওয়া অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়, কিন্তু মহাত্মা বাণভট্ট এই তিন গুণ সম্পন্ন ই ছিলেন। পৃথিবী মণ্ডলে তাঁহার তুল্য পদবী নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহার রচনা কালিদাস অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তাঁহার গ্রন্থ প্রসাদ গুণময়। কাদম্বরীর উপমার বিষয় প্রায়ই নির্ব্বিরোধ। দোষের মধ্যে দীর্ঘ-সমাসঘটিত অতি দীর্ঘ বাক্য এবং শব্দশ্লেষ ও বিরোধাভাসঘটিত রচনা, গ্রন্থের বহুস্থানে সন্নিবিষ্ট থাকায় অনেক স্থল (চিত্তরঞ্জন হইলেও) নীরস এবং দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

২। কাদম্বরীর রচনা সমাপ্ত না হইতে হইতেই, বাণভট্ট কালগ্রাসে পতিত হয়েন। তজ্জন্য তাঁহার তনয় শেষ ভাগ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। এই হেতু গ্রন্থের প্রথমাংশকে "পূর্ব্বভাগ" বা "বাণভাগ" এবং দ্বিতীয়াংশকে "উত্তর ভাগ" বা "তনয়ভাগ" কহা গিয়া থাকে। উত্তর ভাগের রচনা যদিও পূর্ব্বভাগের ন্যায় ললিত, মনোহর এবং প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট নহে, তথাপি উপন্যাস ভাগ অসংলগ্ন হয় নাই। রচনা প্রণালীতে স্থানে স্থানে মধুরতা আছে।

৩। দুঃখের বিষয় অন্যান্য লেখকদিগের ন্যায় বাণভট্টের জীবনীও বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় নাই। কাদম্বরীর প্রারম্ভ শ্লোক মধ্যে বাণ-ভট্ট স্বীয় বংশ বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—

"বভূব বাৎস্যায়নবংশসম্ভবো
দ্বিজোজগদ্গীতগুণোঽগ্রণীঃ সতাম্।
অনেকভূপার্চ্চিতপাদপঙ্কজঃ
কুবেরনামাংশ ইব স্বয়ম্ভুবঃ।
উবাস যস্য শ্রুতিশান্তকল্মষে
সদা পুরোডাশপবিত্রিতাধরে।
সরস্বতী সোমকষায়িতোদরে
সমস্তশাস্ত্রস্মৃতিবন্ধুরে মুখে॥
জগুর্গৃহে গ্রস্তসমস্তবাঙ্ময়ৈ
সসারিকৈঃ পঞ্জরবর্ত্তিভিঃ শুকৈঃ।
নিগৃহ্যমাণাবটবঃ পদে পদে
যজূংষি সামানি চ যস্য শঙ্কিতাঃ।'

হিরণ্যগর্ভো ভুবনাণ্ডকাদিব
ক্ষপাকরঃ ক্ষীরমহার্ণবাদিব।
অভূৎ সুপর্ণোবিনতোদরাদিব
দ্বিজন্মনামর্থপতিঃ পতিস্ততঃ॥
বিশুণতোযস্য বিসারি বাঙ্ময়ং
দিনে দিনে শিষ্যগণা নবানবাঃ।
উষস্সুলগ্নাঃ শ্রবণেহধিকাং শ্রিয়ং
প্রচক্রিরে চন্দনপল্লবাইব॥
বিধানসম্পাদিতদানশোভিতৈঃ
স্ফুরন্মহাবীরসনাথমূর্ত্তিভিঃ।
মখৈরসংখ্যৈরজয়ৎ সুরালয়ং
সুখেন যোযূপকরৈর্গজৈরিব॥
স চিত্রভানুং তনয়ং মহাত্মনাং
সুতোত্তমানাং শ্রুতিশাস্ত্রশালিনাম্।
অবাপ মধ্যে স্ফটিকোপলামলং
ক্রমেণ কৈলাশমিব ক্ষমাভৃতাম্॥
মহাত্মনোযস্য সুদূরনির্গতাঃ
কলঙ্কমুক্তেন্দুকলামলত্বিষঃ।
দ্বিষম্মনঃ প্রাবিবিশুঃ কৃতান্তরা
গুণানৃসিংহস্য নখাঙ্কুশাইব॥
দিশামলীকালকভঙ্গতাং গত—
স্ত্রয়ীবধূকর্ণতমালপল্লবঃ।
চকার যস্যাধ্বরধূমসঞ্চয়ো
মলীমসঃ শুক্লতরং নিজং যশঃ॥
সরস্বতীপাণিসরোজসম্পুট—
প্রমৃষ্টহোমশ্রমশীকরাম্ভসঃ।
যশোংশুশুক্লীকৃতসপ্তবিষ্টপা
স্ততঃ সুতোবাণইতি ব্যজায়ত॥ ”

ইহাতে জানা যায় যে, অশেষ গুণশালী কুবের নামা কোন ব্রাহ্মণ বাৎস্যায়ন বংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ব্রাহ্মণ অতিশয় পণ্ডিত ছিলেন। সেই কুবের হইতে অর্থপতি জন্ম গ্রহণ করেন। অর্থপতির অনেকগুলি পুত্র জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে চিত্রভানু অতি ধীর ও গুণ সম্পন্ন ছিলেন। সেই চিত্রভানুর পুত্রের নাম বাণ।" আমরা ইহাতে কবির পূর্ব্ব পুরুষগণের বিষয় কিছু জানিতে পারিলাম বটে, কিন্তু কবির বিষয় বিশেষ কিছু জানিতে পারিলাম না।

৪। সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মাণ পণ্ডিত ভন বট্‌লার সম্প্রতি কাদম্বরী গ্রন্থের অনুবাদ ও টীকা করিয়াছেন। টীকার এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন বাণ ভট্ট, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (A)। টম্‌শন সাহেব এই মতের পোষকতার জন্য অনেকগুলি প্রমাণ দিয়াছেন (B)। হল্‌সাহেব বাণকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রাক্কালের লোক কহেন। (C)। এই মতগুলি কত দূর সত্য দেখা যাউক।

শারঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে রাজশেখর ধৃত একটী শ্লোক পাঠে জানা যায়, বাণভট্ট মহারাজ শ্রীহর্ষের সভাসদ ছিলেন। ময়ূরভট্ট, মাতঙ্গদিবাকর প্রভৃতি তাঁহার সমসাময়িক। (D) বিলোচন এই মতের পোষকতা করেন, এবং বেনজিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। (G) প্রমাণীকৃত হইয়াছে, শ্রীহর্ষ ৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৩ বৎসর রাজত্ব করেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক মাতলিন যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন শ্রীহর্ষ বর্ত্তমান ছিলেন। মাতলিন শ্রীহর্ষের সভায় বাণভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন। বিখ্যাতনামা হিয়ুংসাংও এই মতের সমর্থন করেন।

(A) Butler's "Annotations of Kadambari" No. VI. P. P. 33-37.

(B) Thompson's "Oriental Literature."

(C) Dr. Hall's Catalogue.

(D) অহো প্রভাবো বাক্‌দেব্যা যন্মাতঙ্গদিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাৎবৎ সভ্যঃ সমোবাণময়ূরয়োঃ ॥

(G) Ger. Nul. Lit. XI. ff.

এই শ্রীহর্ষ রাজার রাজ্যাভিষেকের প্রথম বৎসর হইতে (অর্থাৎ ৬০৭ অব্দ হইতে) একাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত "শ্রীহর্ষ-অব্দ" কণোজ, মথুরা, প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। (H) সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক আবুরিহাণ ইহা বিশিষ্ট প্রমাণ সহকারে লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল যৎযুক্তি সঙ্গত প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্টকে সপ্তম শতাব্দীর লোক বলা যাইতে পারে।

৫। মাধবাচার্য্য কৃত শঙ্করবিজয় গ্রন্থে দৃষ্ট হয় কবিবর বাণভট্ট, ময়ূর ভট্ট, উদয়নাচার্য্য, শঙ্করাচার্য্য, ভদ্র, রায়ধন ইঁহারা সমকালীন লোক এবং নারায়ণ, বাণভট্টের সহাধ্যায়ী; এবং ময়ূরভট্ট, শ্বশুর ছিলেন। অবন্তী (K) দেশ বাণের জন্ম ভূমি; কিন্তু মণিপুর ও কণোজেই তিনি অধিক দিন বাস করিতেন। গণপতি, তারাপতি, অধিপতি এবং শ্যামল নামে তাঁহার কয়েক জন পিতৃব্য পুত্র ছিল।

হর্ষচরিত।

৬। বাণভট্ট "কাদম্বরী" রচনা করিবার পূর্ব্বে 'হর্ষচরিত' নামে আর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কণোজাধিপতি মহারাজ শ্রীহর্ষের বংশ এবং গুণাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রীহর্ষের সভায় বাণভট্ট বর্ত্তমান ছিলেন। শঙ্করভট্ট নামে এক পণ্ডিত হর্ষচরিতের টীকা করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা সুপ্রাপ্য নহে।

হর্ষচরিত পাঠ করিয়া অনেকে অনুমান করেন বাণভট্ট ইহা সম্পূর্ণ করেন নাই। গ্রন্থের শেষোচ্ছ্বাস পাঠ করিয়া আপাততঃ তাহাই বোধ হয়। কিন্তু বাণভট্ট ইহার অধিক লিখিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই।

চণ্ডিকা শতক।

৭। "চণ্ডিকাশতক" নামে আর এক খানি গ্রন্থ বাণভট্টের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহাকে এক খানি ক্ষুদ্র গীতিকাব্য বলা যাইতে

(H) "Aburihan" translated by Whitney.

(K) বর্ত্তমান উজ্জয়িনী।

পারে। ইহাতে ভগবতীর এক শতটি স্তব আছে; স্তব গুলি আদ্যোপান্ত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত। ইহার রচনা অতি মধুর এবং ভক্তির আদর্শ। বাণের সমকালীন পণ্ডিত রায়ধন ইহার টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। (N) শুনা যায় বাণের সহিত তাঁহার শ্বশুর ময়ূর ভট্টের বিবাদ থাকায়, ময়ুর এই গ্রন্থের ভাষ্য প্রস্তুত করিয়া বাণের প্রতি গুরুতর দোষ আরোপ করিয়াছেন। যাহা হউক, এক কাদম্বরী গ্রন্থই কবিবর বাণভট্টের নাম সাহিত্য সমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

(পরিশিষ্ট)

৮। সংস্কৃত ভাষায় এক খানি "কাদম্বরীকথাসার" নামক কাব্য গ্রন্থ আছে। ইহা ৮ সর্গে বিভক্ত, এবং উপন্যাস ভাগ অবিকল বাণকৃত কাদম্বরী হইতে গৃহীত। অনেকে বাণভট্টকে এই গ্রন্থের প্রণেতা বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। বস্তুতঃ এ বিশ্বাস ভ্রমাত্মক। কেন না হর্দুই গিরি নামধেয় জনৈক ব্রাহ্মণ কুমার খ্রীষ্টিয় দশম শতাব্দীতে ইহা রচনা করেন।

৯। "পার্ব্বতী পরিণয়" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অন্ধ বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা কাদম্বরী প্রণেতাকে এই জুগুপ্সিত নাটকের প্রণেতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার রচনা একেবারে কবিত্ব বিবর্জ্জিত এবং বাণের রচনা হইতে সহস্র গুণে নিকৃষ্ট। ইহার অধিকাংশ ভাব কালিদাসের কুমার সম্ভব হইতে গৃহীত, এবং কোন কোন কবিতার সহিত কুমার সম্ভবের কবিতার ঐক্য আছে। এই নাটক ৫ অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার প্রণেতা, কাদম্বরীর প্রস্তাবনা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আপনাকে বাণভট্ট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন! "পার্ব্বতীপরিণয়" খ্রীষ্টিয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাগরধ্বজ নামে জনৈক মিথিলা দেশীয় ব্রাহ্মণ প্রণীত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামায়ণ।

১। ভারতবর্ষে সংস্কৃত সাহিত্য মধ্যে যতগুলি মহাকাব্য প্রচলিত আছে,

(N) "Indian Antiqtities, P. P. 561-596.

তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি, প্রভৃতি সমুদায় বিষয়ই এই দুইটী শ্রদ্ধেয় গ্রন্থে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিতি করিতেছে। কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজি, কি জেন্দ, কি গ্রীক, কি আরবী, যে কোন ভাষায়ই হউক না কেন পৃথিবীতে যতগুলি কাব্যগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বর্ণনা, ভাষা, অলঙ্কার ও কবিত্ব শক্তিতে এই দুই মহাকাব্য সকলকে পরাস্ত করিয়াছে। পারসীকদিগের জেন্দাবস্তা, ইংরাজদের প্যারা-ডাইস লষ্ট, গ্রীকদের অডিশি ইলিয়ড, এ সমুদায়ই ভারতের প্রোক্ত মহাকাব্য দ্বয়ের নিম্নশ্রেণীতে গণনীয়। ফলতঃ রামায়ণ ও মহাভারত যে কি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাহা বর্ণনা করাই যায় না। ইহা পাঠ করিয়া সভ্যতম ইউরোপ, আমে-রিকা এবং আসিয়াবাসী পণ্ডিত মণ্ডলী ইহার প্রণেতাদিগকে অগণ্য সাধুবাদ প্রদান করিয়াছেন, এবং স্ব স্ব ভাষায় ইহার অনুবাদ না করিয়া স্থির হইতে পারেন নাই।——রামায়ণের রচনা অতিশয় মধুর এবং হৃদয়গ্রাহিণী। ইহাতে রঘুবংশের বিবরণ এবং রাম ও রাবণের যুদ্ধ প্রভৃতি এবং তৎপ্রসঙ্গে কৃষি, বাণিজ্য, ধর্ম্মোপদেশ, সমাজনীতি এ সকল অতি পাণ্ডিত্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ রসের আবির্ভাব থাকিলেও চরমে শোক-স্থায়ী করুণরস অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া ইহাকে করুণ-রস-প্রধান্ মহাকাব্য বলে।

২। মহর্ষি বাল্মিকী রামায়ণের প্রণেতা। ইহাঁর আদি নাম "রত্নাকর" কেহ কেহ 'ঋক্ষ' নামেও আখ্যাত করিয়া থাকেন। কথিত আছে ইনি যুবাকালে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতেন এবং বিদ্যার নাম পর্য্যন্তও পরিজ্ঞাত ছিলেন না। পরে দেবতারা কোন কারণে প্রসন্ন হইয়া ইহাঁর মূর্খতা রূপ তিমির নাশ করেন; এবং রামায়ণ রচনার উপদেশ দেন। ইহাতে রত্নাকর ভক্তি সহকারে দেবতাদিগের এরূপ আরাধনা করিয়াছিলেন যে মৃত্তিকায় তাঁহার শরীর বল্মীকের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার নাম বাল্মীকি হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত স্থানে তাঁহার জন্ম হয় (১) অদ্যাপি তথায়

(১) ব্রহ্মাবর্ত্ত বা ব্রহ্মর্ষি স্থান এক্ষণে বিঠুর গ্রাম নামে আখ্যাত। ইহা কাণপুরের অতি সন্নিকট। এখানে সীতা পরিহার নামক স্থান ও এক মন্দির লক্ষিত হয়। ভারতীয় আর্য্যগণ ব্রহ্মাবর্ত্ত-প্রদেশেই প্রথমে উপনিবিষ্ট হয়েন। (তত্ত্ববোধিনী ১৭৯০ জ্যৈষ্ঠ ২৯ পৃষ্ঠা। Butler's Ancient *Geography* P. 39.

তাঁহার তপোবন লক্ষিত হইয়া থাকে। মহর্ষি চ্যবন তাঁহার জনক (২)।

৩। মহর্ষি বাল্মীকি কোন্ সময়কার লোক, ঠিক করা সহজ নহে। পণ্ডিত মণ্ডলী এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার মত ভেদ করিয়াছেন। রামায়ণ পাঠে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তিনি রামায়ণের নায়ক রাজা রামচন্দ্রের সমকালীন। রাজা রামচন্দ্র রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর তিনি ইহা বিরচিত করেন। যথা——

" প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ ॥ "

৪ র্থ সর্গ। বালকাণ্ড।

রামায়ণান্তর্গত বালকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ের শেষাংশে লিখিত আছে, বাল্মীকি রামতনয় লব ও কুশকে রামচরিত শিক্ষা দেন; তাঁহারা সকলে একত্র বারম্বার ঐ সুমধুর শ্লোক সমূহ গান করিতেন। যথা——

(ক) ইমৌ মুনী পার্থিবলক্ষণান্বিতৌ
কুশলবৌ চৈব মহাতপস্বিনৌ।
মমাপি তদ্ভূতিকরং প্রচক্ষতে
মহানুভাবং চরিতং নিবোধত ॥

(খ) তস্য শিষ্যাস্ততঃ সর্ব্বে জগুঃ শ্লোকমিমং পুনঃ।
মুহুর্মুহুঃ প্রীয়মাণাঃ প্রাহুশ্চ ভৃশবিস্মিতাঃ ॥

শেষে এই মহাকাব্যের বিষয় মহারাজ রামচন্দ্রের কর্ণ পর্য্যন্ত গোচর হয়। রাজা রামচন্দ্র আপন পুত্রদ্বয়ের নিকট রামায়ণের গীত শ্রবণে পরম পুলকিত হন এবং আদ্যোপান্ত রামায়ণ পাঠ করিতে অভিলাষী হয়েন।

দ্বিতীয়তঃ, রামায়ণের ২ য় কাণ্ডের ষট্পঞ্চাশতম অধ্যায়ে রামের সহিত বাল্মীকির সাক্ষাৎকার বর্ণনা আছে। যথা——

" ইতি সীতাচ রামশ্চ লক্ষ্মণশ্চ কৃতাঞ্জলিঃ।
অভিগম্যাশ্রমং সর্ব্বে বাল্মীকিমভিবাদয়ন্ ॥ "

তৃতীয়তঃ, পারী নগরীতে হস্তলিখিত দেবনাগর অক্ষরের রামায়ণান্তর্গত দ্বিতীয় কাণ্ডে " ভরতপ্রবেশ " নামে একটী অধ্যায় দৃষ্ট হয়। তাহাতে

(২) " আর্য্যচরিত " প্রথম ভাগ। ১ পৃষ্ঠা।

বাল্মীকির আশ্রম রাজা রামচন্দ্রের সমকালীন বলিয়া লিখিত আছে—

" বাল্মীকিরাশ্রমোদিব্যোমহর্ষেস্তত্র রাঘবঃ। "

এই প্রকার বহুল শ্লোকাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাল্মীকি রামচন্দ্রের সমকালীন। রামের বর্ত্তমান সময়ে রামায়ণ প্রণীত হয়।

৪। রাজা রামচন্দ্র কোন্ সময়কার লোক স্থিরীকৃত হইলে রামায়ণ প্রণয়নের সময়ও নির্দ্দেশ করা সহজ হইয়া উঠে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে রাম ত্রেতাযুগে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রকারেরা যুগের যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে এ বিষয়ের মীমাংসা হওয়া সুকঠিন। সার উইলিয়ম জোন্স রামচন্দ্রকে খ্রীঃ পূঃ ২০২৯ অব্দ, বেণ্টলি ৯৫০ অব্দ এবং টড ১১০০ অব্দের লোক বলেন (৩)। শেলী তাঁহাকে হোমরের সমকালীন (৪) এবং মার্শমান ও আরনল্ড্ তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক কহেন (৫)। রামায়ণে লিখিত আছে, (৬) ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে রাজমহিষী কৌশল্যা * * * * রামকে প্রসব করিলেন " (৭)। তাহা হইলে দশরথ তনয়

---

(৩) Prinsep's " useful tables," part II. P. P. 78, 95 and 107.

(৪) Silvr De Sacy. in his Essays on Thousand and one nights.

(৫) Marshman's " History of India " and E. Arnold's contributions to *Friend of India.* Vol. XLI. Nos 2122, 2123, 2124 &co.

(৬) পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত অনুবাদ। বালকাণ্ড রামায়ণ; ৮০পৃষ্ঠা।

(৭) ততশ্চ দ্বাদশে মাসে চৈত্রে নাবমিকে তিথৌ ॥

নক্ষত্রেঽদিতিদৈবত্যে সোচ্চসংস্থেষু পঞ্চসু।

গ্রহেষু কর্কটে লগ্নে বাক্পতাবিন্দুনা সহ ॥

প্রোদ্যমানে জগন্নাথং সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।

কৌশল্যাজনয়দ্রামং দিব্যলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১০

বিষ্ণোরর্দ্ধং মহাভাগং পুত্রমৈক্ষ্বাকুনন্দনম।

লোহিতাক্ষং মহাবাহুং রক্তোষ্ঠং দুন্দুভিস্বনম্ ॥ ১১

রামচন্দ্র চৈত্র মাসের ১২ ই দিবসে নবমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন ; এজন্য চৈত্র মাসের উক্ত তিথি ভারতের সর্ব্বত্র " রামনবমী " নামে খ্যাত। রামায়ণের অন্যত্র লিখিত আছে, (৮) " একদা রাজা দশরথ, রবি মঙ্গল ও রাহু তাঁহার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছে দেখিয়া আসন্ন বিপদ জ্ঞানে ভীত হইতেছেন। মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি গ্রহ সোমে সংক্রান্ত হইয়া অতি অমঙ্গল সূচক হইয়া উঠিল। " (৯)। রামানুজ কৃত টীকায় লেখা আছে, ঠিক এই সময়ে প্রায় সমগ্র সূর্য্য গ্রহণ হওয়ায় উহা অমঙ্গলসূচক জ্ঞানে রাজা দশরথ ভীত হইলেন। (১০)। এই ঘটনা খ্রীষ্টিয় পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঘটিয়াছিল (১১) ইহার কিছু পূর্ব্বেই রাজা দশরথ পুত্র কামনায় অশ্বমেধ

কৌশল্যা শুশুভে তেন পুত্রেণামিততেজসা।
যথা বরেণ দেবানাম্ অদিতির্বজ্রপাণিনা॥ ২
রামায়ণ বালকাণ্ড। অষ্টাদশ সর্গ।

(৮) পণ্ডিত হে, চ, ভট্টাচার্য্যের অনুবাদ।

(৯) অদ্য প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্ত্বামিচ্ছন্তি নরাধিপম্।
অতস্ত্বাং যুবরাজানমভিষেক্ষ্যামি পুত্রক !॥
অপিচাদ্যাশুভান্ পুত্র ! স্বপ্নান্ পশ্যামি রাঘব।
সনির্ঘাতা দিবোল্কাশ্চ পতন্তি হি মহাস্বনাঃ॥
অবষ্টব্ধঞ্চ মে রাম ! নক্ষত্রং দারুণগ্রহৈঃ।
আবেদয়ন্তি দৈবজ্ঞাঃ সূর্য্যাঙ্গারকরাহুভিঃ॥
প্রায়েণৈব নিমিত্তানামীদৃশানাং সমুদ্ভবে।
রাজা হি মৃত্যুমাপ্নোতি ঘোরাং চাপদমৃচ্ছতি॥
৪ সর্গ। অযোধ্যাকাণ্ড।

(১০) " অদিতিদৈবত্যে পুনর্ব্বসৌ পঞ্চসু রবিভৌমশনিগুরু শুক্রেষু উচ্চ সংস্থেষু মকরতুলাকর্কটমীনস্থেষু সচন্দ্রগুরৌ কর্কটে লগ্নে স্থিতে সতি। " & c.

(১১) Winkle's *Hindu Astronomy.* P. 69; Bentley's " Astronomy in Hindustan." P. 99 and "Surjasidhanta" translated by Mackintosh No. X. chap. II. গ্রীশীয় পুরাবৃত্তে ঠিক্ এইরূপ সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ আছে। গ্রীশবাসীরা ইহাকে অমঙ্গলসূচক বিবেচনা করায়, লিডশ্ ও

যজ্ঞ করেন, এবং তাহাতে রামচন্দ্রের জন্ম হয়। তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামচন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল। মার্শমান ও আরনল্ড্ এই মতের পোষকতা করেন।

দ্বিতীয়তঃ, বাল্মীকি-রামায়ণের একস্থলে পুরাকালে লৌহ খণ্ড মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত, ইহা লিখিত আছে। ঠিক এই সময়ে স্পার্টা নগরেও লৌহ খণ্ডের ব্যবহার ছিল। তাহার আকৃতি এবং বিবরণ, বাল্মীকি বর্ণনার অনুরূপ। বাইবলেও ইহার উল্লেখ আছে (১২) এই ঘটনা খ্রীষ্টের পূর্ব্বে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল; এই মুদ্রা রাজা রামচন্দ্র ব্যবহার করিতেন। রোমরাজ্যের রাজা সর্ভিয়স টলিয়সের সময়েও ইহা প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল।

মিডশ্ জাতির মধ্যে প্রস্তাবিত যুদ্ধ হয় নাই। ইহা আকৃতিতে বাল্মীকির বর্ণনার প্রায় অনুরূপ। ইহা খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘটিয়াছিল। কিন্তু Herodotus, Book I. chap. 103 লেখা আছে ইহা খ্রীষ্টিয় ৬১০ বৎসর পূর্ব্বে ৩০ এ সেপ্টেম্বর তারিখে ঘটিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগের এই গণনায় ভ্রম লক্ষিত হইয়াছে। অতএব এই মত বিশ্বাস্য নহে। *Hindu Astronomy.* P. 73

(১২) পাশ্চাত্য ভূভাগে ধাতু মুদ্রার প্রাচীনতম উল্লেখ বাইবেলে দেখা যায়। আব্রাহাম ম্যাক ফিউলার ভূমির মূল্য স্বরূপ চারি শত "শেকল" নামক মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। যথা—

In Old Testament.

(13) † † † I will give thee money for the land.

(15) My Lord, hearken unto me the land is *worth* four hundred shekels of silver; * * *

(16) Abraham weighed the silver, which he had named in the audience, four hundred shekels of silver, current *money* with the merchant.

Genesis, chap. XXIII.

Vide Prinsep's "Antiquities" vol. I. Plate VII, XIX, and vol. II Plate XXXVII.

তৃতীয়তঃ, কাশ্মীর দেশীয় রাজতরঙ্গিণী নামে প্রসিদ্ধ ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের ১৬১ শ্লোকে লিখিত আছে——

অশেষমেকেনৈবাহ্না শ্রুত্বা রামায়ণং তব।

শাপস্য শান্তির্ভবিতেত্যুচিরে তে প্রসাদিতাঃ।

অর্থাৎ—কাশ্মীর দেশীয় কতিপয় ব্রাহ্মণ তত্রত্য দ্বিতীয় দামোদর নামক রাজাকে কোন কারণে অভিশপ্ত করিয়া পরে শাপ বিমোচনার্থ কহিলেন "মহারাজ! যদি আপনি রামায়ণ শ্রবণ করেন, তবে শাপ হইতে মুক্ত হইবেন।" ইহাতে জানা যায়, রাজা দামোদরের সময়ে রামায়ণ পাঠ চলিত ছিল। এই দামোদর "তনু" বংশীয় এবং খ্রীঃ পূঃ ১১৮২ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন (১৩) কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর আর একটী শ্লোকে জানা যায়, এই দামোদরের পূর্ব্ববর্ত্তী তনুবংশীয় পাঁচ জন রাজার প্রথম নরপতির শাসন সময়ে রামায়ণ অজ্ঞাত ছিল। এই পাঁচ জনের শাসন যদি গড়ে ২৪ বৎসর ধরা যায়, (১৪) তাহা হইলে আমরা খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উপনীত হই। ঐ পাঁচ জন রাজার দ্বিতীয় ব্যক্তি রামায়ণ জানিতেন কিন্তু প্রথম ব্যক্তির সময়ে ইহা রচিত হয় নাই।

এইরূপ প্রমাণ দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, খ্রীষ্টের পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রামচন্দ্রের সমকালীন মহর্ষি বাল্মীকি বর্ত্তমান ছিলেন।

৫। রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকিই প্রথমে বৈদিক ভাষার সমূহ পরিবর্ত্তন করিয়া সুমধুর সংস্কৃত শ্লোকের সৃষ্টি করেন। তাঁহার প্রণীত রামায়ণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোক, পঞ্চশত সর্গ এবং সাতটী কাণ্ড আছে। যথা—

"প্রাপ্তরাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।

চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্রপদমর্থবৎ॥ ১

চতুর্ব্বিংশৎ সহস্রানি শ্লোকানামুক্তবান্ ঋষিঃ।

তথা স্বর্গশতান্ পঞ্চ ষট্ কাণ্ডানি তথোত্তরং॥ ২

বালকাণ্ড। ৪র্থ সর্গ।

এই সাতটী কাণ্ডের নাম বালকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরকাণ্ড। এই শেষ কাণ্ডটী (অর্থাৎ

(১৩) "Rajtaranginee" by Troyer, vol. II, P. 373. (১৪) Ibid.

'উত্তর কাণ্ড') বাল্মীকি প্রণীত নহে। কেন না ইহার রচনা প্রণালী দেখিলে বোধ হয় ইহা যেন বাল্মীকির লেখনী প্রসূত নহে। অধিকন্তু—বাল্মীকি রামায়ণে নিজে আপনাকে কখন 'ভগবান' কি 'মহর্ষি' বলিয়া উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু উক্ত শ্লোকে তাঁহাকে ভগবান ও মহর্ষি বলা হইয়াছে। আমার বোধ হয় বালকাণ্ডের এই শ্লোকটী অপর কাহারও রচনা হইবে। বিশেষ চতুর্থ পংক্তিতে " ছয়টি কাণ্ড তথা উত্তর কাণ্ড " পাঠ করিলে যেন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়। কেন তিনি ত একেবারে 'সপ্ত কাণ্ডানি' লিখিতে পারিতেন? ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় উত্তরকাণ্ড তাঁহার লেখনী প্রসূত নহে। (১৫) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবধায়ক বোনাম সাহেব বলেন " অনেক হস্তলিখিত রামায়ণ আমি দেখিয়াছি, কিন্তু সকলেতে ঠিক নাই! নূতন সংযোজন হইয়াছে বোধ হইল।" (১৬) কথিত আছে, রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ডের ১৩৬০০ টীকা এবং উত্তরকাণ্ডের ২৩৯০০ টীকা গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে!

৬। সুপ্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থকার হেমচন্দ্রাচার্য্য প্রণীত এক খানি রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে গ্রন্থকার কবিত্বশক্তি দেখাইতে

---

(১৫) এতদ্বিষয়ে সবিস্তারে Griffith's *Ramayan*, vol. I Intro. P. XXIII to XXV দেখ—" There is every reason to believe that the seventh book is a later addition " নূতন সংযোজন সম্বন্ধে Whole chapters thus betray their origin by their barrenness of thought and laborious mimicry of the epic spirit, which in the case of the old parts spontaneously burst out of the heart's fulness like the free song of a child, &c." Westminister Review vol. L. গেরিসিও উত্তরকাণ্ড পাঠ করিয়া বলিয়াছেন, " * * This is mere a later addition, and distantly connected with the other six books "—Gorresio.

(১৬) " Extracts from the Reports of the examiners of Fort William College." Edited by M. Twiss with remarks. London edition, vol. II. P. P. 31-33,and আর্য্যচরিত প্রথমভাগ, ১০ পৃষ্ঠার টীকা।

পারেন নাই। এই হেমচন্দ্রের পিতার নাম চাবিঙ্গ এবং মাতার নাম পাহিনী। খ্রীষ্টীয় ১০৯০ অব্দে গুজরাটে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি রাজা কুমারপালের আচার্য্য ছিলেন; ইহাঁর প্রণীত অপরাপর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার মৃত্যু হয়। খ্রীষ্টীয় ১১২০ অব্দে এই রামায়ণ প্রণীত হইয়াছিল। ইহার ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু বিশুদ্ধ সংস্কৃত নহে।

৭। 'অদ্ভুত,' 'আধ্যাত্ম,' এবং 'উত্তর' নামে কয়েক খানি রামায়ণ দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকলগুলিই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। বাল্মীকির রামায়ণ রচনা হইবার পর এগুলি প্রণীত হয়। 'উত্তরে' রামচন্দ্রের সীতার পাতাল প্রবেশ ইত্যাদি বর্ণিত আছে; আধ্যাত্ম রামায়ণে আধ্যাত্মিক বিষয়ের কথা আছে এবং অদ্ভুত রামায়ণ এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ বলিলেই হয়। এই সকল গ্রন্থকারের সহিত বাল্মীকির মত ভেদ আছে। —অদ্ভুত রামায়ণে পরিদৃষ্ট হয়, "মহর্ষি বাল্মীকি দশ লক্ষ শ্লোক সংযুক্ত এক খানি রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া পাতালে নাগরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন; শতকোটী শ্লোক সংযুক্ত আর এক খানি রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া স্বর্গে দেবলোকের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং শেষে ২৫ সহস্র শ্লোক সংযুক্ত রামায়ণ ভূতলে রক্ষিত হয়।" আধ্যাত্ম রামায়ণে দৃষ্ট হয়, বাল্মীকি-রামায়ণে সর্ব্ব শুদ্ধ ৪০ সর্গ এবং ২১৬১ শ্লোক আছে।

৮। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধমতসম্মত অপর দুই খানি রামায়ণ পরিদৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এক খানি তীর্থপাল প্রণীত, অপর খানি দেবজয় প্রণীত। এই উভয় গ্রন্থেই হিন্দুদিগের বিপক্ষ পক্ষ অবলম্বন করা হইয়াছে। এগুলি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিরচিত হয়। শুভপাল প্রথম খানির টীকা করিয়াছেন।

৯। ভোজ নামে জনৈক ভূপতি প্রণীত এক খানি "চম্পূরামায়ণ" আছে।

১০। 'যোগবাশিষ্ঠ' নামে এক খানি রামায়ণ পরিদৃষ্ট হয়। ইহা মহর্ষি বাল্মিকি প্রণীত। ইহাতে দ্বাত্রিংশত সহস্র শ্লোক আছে। মহারাজ রামচন্দ্র বিবেক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠ মুনির সমীপে যে উপদেশ লয়েন, তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। সম্পাদাদির

অনর্থকতা সংসারের অনিত্যতা এবং পরব্রহ্মের নিত্যতা প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাঁরা সপ্ত কাণ্ড রামায়ণ পড়িয়া চিত্ত শুদ্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের মুক্তির জন্য ইহা প্রণীত হইয়াছে, এখানি জ্ঞান লাভের এক প্রধান উপায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহাভারত।

১। মহাভারতও রামায়ণের ন্যায় এক খানি মহাকাব্য। ইহাতে কুরু ও পাণ্ডব বংশের বিবরণ এবং তাহাদিগের যুদ্ধ আদ্যোপান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখানিতে নানাবিধ রসের আবির্ভাব থাকিলেও চরমে শান্তিরস অক্ষুণ্ণ আছে বলিয়া ইহাকে শান্তিরসপ্রধান মহাকাব্য কহে। (১) মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহার প্রণেতা। এই কাব্য অষ্টাদশ পর্ব্বে বিভক্ত। তদ্যথা—আদিপর্ব্ব, সভাপর্ব্ব, আরণ্যকপর্ব্ব, বিরাটপর্ব্ব, উদ্যোগপর্ব্ব, ভীষ্মপর্ব্ব, দ্রোণপর্ব্ব, কর্ণপর্ব্ব, শল্যপর্ব্ব, সৌপ্তিকপর্ব্ব, স্ত্রীপর্ব্ব, শান্তিপর্ব্ব, অনুশাসনপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব, আশ্রমবাসপর্ব্ব, মৌষলপর্ব্ব, মহাপ্রাস্থানিকপর্ব্ব এবং স্বর্গপর্ব্ব। কথিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অতি প্রাচীন সময়ে ষষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক সংযুক্ত মহাভারত প্রণয়ন করেন। ইহার মধ্য হইতে ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে এবং চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে গীত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়; অবশিষ্ট এক লক্ষ মাত্র মর্ত্যলোকে নীত হইয়াছে। (২) মহাভারতের আদিপর্ব্বান্তর্গত পর্ব্বসংগ্রহ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অষ্টাদশপর্ব্ব সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোক ও অধ্যায়ের উল্লেখ আছে।

পর্ব্ব।	অধ্যায়।	শ্লোক।
আদি	২২৭	৮৯৮৪
সভা	৭৮	২৫১১

(১) "যে কাব্যের শেষে যে রস অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহাকে সেই রস প্রধান কাব্য বলা হয়।" কাব্যনির্ণয়, ২৫ পৃষ্ঠা।

(২) ইতি ভারতটীকা। দেবলোকে নারদ, পিতৃলোকে দেবল, গন্ধর্ব্বলোকে শুকদেব এবং মর্ত্যলোকে বৈশম্পায়ন ঐ সকল গীত প্রচার করেন।

পর্ব্ব।	অধ্যায়।	শ্লোক।
আরণ্যক	২৬৯	১১৬৬৪
বিরাট	৬৭	২০৫০
উদ্যোগ	১৮৬	৬৬২৮
ভীষ্ম	১১৭	৫৮৮৪
দ্রোণ	১৭০	৯৯০৯
কর্ণ	৬৯	৪৯৬৪
শল্য	৫৯	৩২২০
সৌপ্তিক	১৮	৮৭০
স্ত্রী	২৭	৭৭৫
শান্তি	৩৩৯	১৪৭৩২
অনুশাসন	১৪৬	৮০০০
অশ্বমেধ	১০৩	৩৩২০
আশ্রমবাস	৪২	১৫০৬
মৌষল	৮	৩০০
মহাপ্রস্থানিক	৩	৩২০
স্বর্গারোহণ	৫	২০০

২। মহাভারতের প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সত্যবতীর গর্ভে যমুনা মধ্যস্থ একটী দ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর বর্ণ কৃষ্ণ এবং দ্বীপে জন্ম বলিয়া 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নাম হইয়াছে। ইনি বেদ বিভাগ করেন বলিয়া, ইঁহার আর একটী নাম 'বেদব্যাস।' (৩) কেহ কেহ বলেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধীবর বংশীয়; কাহারও মতে কানীন সন্তান।

৩। কথিত আছে, ভীষ্মদেবের এবং সত্যবতীর আদেশ মতে ব্যাসদেব বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু এবং বিদুর নামে তিনজন মতিমান পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর ব্যাস তাঁহাদের

---

(৩) 'ব্যাস' শব্দের অর্থ, যিনি বিশেষরূপে অংশ করেন। বি-অস ব্যাস।

ঘটনাবলী লইয়া মহাভারত প্রণয়ন করেন। শেষে তাহা আপন শিষ্য বৈশম্পায়ন প্রভৃতিকে শিক্ষা দেন।

" বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ব্যাস মহামুনি।
ভীষ্মের আদেশে আর মাতৃবাক্য শুনি॥
মতিমান তিন পুত্র করে উৎপাদন।
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু আর বিদুর সুজন॥
অগ্নিত্রয় তুল্য তিন কৌরব সন্তান।
উৎপাদন করি ঋষি তপস্যায় যান॥
তাঁ'দের মৃত্যুর পর মহামুনি ব্যাস।
করেন জগতে মহাভারত প্রকাশ॥
* * * *
বৈশম্পায়ন তাঁ'র শিষ্য প্রিয়তর।
মহাভারতের কথা বর্ণে সবিস্তর॥ "

(আদিপর্ব্ব। বাবু নিমাইচন্দ্র সিংহের অনুবাদ। ৪ পৃষ্ঠা।)

মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে আরম্ভ করিয়া পাণ্ডবদিগের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত মহাভারতে সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনাচ্ছলে রাজনীতি, দণ্ডনীতি, সমরনীতি, সারগর্ভ উপদেশ ও তত্ত্বকথা প্রভৃতি অনেক উৎকৃষ্ট বিষয় বিশেষ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। যথা——

" কাব্য এক ভগবান রচিয়াছি আমি।
সাঙ্গোপনিষদ-বেদ-রহস্যের ভূমি॥
তাবৎ পুরাণ ইতিহাসের উন্মেষ।
চতুর্ব্বর্ণ আশ্রমের লক্ষণ প্রবেশ॥
ব্রহ্মচর্য্য তপস্যার বিষয় বিবৃত।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা পৃথিবী সহিত॥
ঋক্ যজুঃ সাম আর অধ্যাত্ম বিচার।
ন্যায় শিক্ষা চিকিৎসাদি দান ব্রত আর॥
নানা পুণ্য তীর্থ দেশ আর গিরিবর।
পবিত্র সলিলা নদী অরণ্য সাগর॥

যুগ কল্প সংগ্রামের কৌশল প্রভৃতি।
লোকযাত্রা ক্রমবাক্য লোক নানা জাতি ॥
সকল বিষয় আমি করেছি বর্ণন।
এ প্রকার গ্রন্থ কেহ না করে কখন ॥" (ঐ। ৩ পৃষ্ঠা।)

কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, বেদব্যাস কোন্ সময়ে বর্ত্তমান থাকিয়া মহাভারত প্রণয়ন করেন, তাহা সহজে স্থির করিবার উপায় নাই।

১৯। রামায়ণ পাঠ কালে যেমন পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে বাল্মীকি রাজা রামচন্দ্রের সমসাময়িক, তেমনি মহাভারতের বহুল স্থান পাঠে জানা যায় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারতের নায়ক রাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ণয় করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। সংস্কৃত জ্যোতিষ গ্রন্থ এবং বোম্বাইস্থ পারসী পঞ্জিকাকারগণের মতে যুধিষ্ঠির প্রায় ৪ লক্ষ ২০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। বঙ্গদেশবাসী পঞ্জিকাকারগণ এই মতের পোষকতা করেন। মহাভারতানুবাদক সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত মশুর ভারণোই সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা লিখিয়াছেন যুধিষ্ঠিরের প্রচলিত শক ৩০৪৪ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তৎপরে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের শক ১৩৫ বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়া প্রতিষ্ঠানাধিপতি শালিবাহনের শক আরম্ভ হয়। তাহা ১৮০০০ বৎসর প্রচলিত থাকিবে এবং এই শকের পরে গৌড় দেশের ধারাবতী নগরের অধীশ্বর নাগার্জ্জুনের শক ৪০০০০০ বৎসর এবং কর্ণাট দেশের করবীরপত্তনাধিপতি (কোলাপুর) কল্কীর শক ৮২১ বৎসর প্রচলিত হইবে। পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী বাবু রামদাস সেন এই ভবিষ্যবাণীর উপর অবিশ্বাস করিয়াছেন। (৪) কথিত আছে, কলিযুগের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির, বিক্রমসেন, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং কল্কী এই ছয় ব্যক্তির শক প্রচলিত হইবে। যথা——

"যুধিষ্ঠিরোবিক্রমশালিবাহনৌ
ততো নৃপঃ স্যাদ্বিজয়াভিনন্দনঃ।
ততস্তু নাগার্জ্জুন ভূপতিঃ কলৌ
কল্কী ষড়েতে শককারকাঃ স্মৃতাঃ ॥

(৪) ঐতিহাসিকরহস্য। ২য় ভাগ। ২০২—২১৩ পৃষ্ঠা।

বৃহৎসংহিতার ১৩ অধ্যায়ের শ্লোকে লিখিত আছে,——

"আসন্মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়দ্বিপঞ্চদ্বিযুতং শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ॥"

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিয়াছিলেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" নামক সংস্কৃত জ্যোতিষ-গ্রন্থানুসারে, ইহা ২৬২৫ বৎসর বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহা হইলে আমরা খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে উপনীত হই। অধিকন্তু, যুধিষ্ঠিরের শক দিল্লীর নিকটবর্ত্তী প্রদেশে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ২৫০০ বৎসর প্রচলিত ছিল। (৫) তাহা হইলে খ্রীঃ পূঃ নবম শতাব্দীতে যুধিষ্ঠিরের কালনির্ণয় অসম্ভাবিত নহে। ফলতঃ এই সময়ে ব্যাসদেবের বর্ত্তমান থাকা অধিকতর সম্ভব। (৬)

(পরিশিষ্ট)

অনেকেরই সংস্কার আছে যে, মহাভারত রামায়ণাপেক্ষা প্রাচীন। এ কথা সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। এই ভ্রমসঙ্কুল মতের খণ্ডন জন্য কয়েকটী প্রমাণ সন্নিবেশিত করা গেল। যথা,——

(প্রথমতঃ) রামায়ণ যে মহাভারতাপেক্ষা প্রাচীন, তাহা শেষোক্ত গ্রন্থের লিখন ভঙ্গীতেই প্রকাশ পায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে রামায়ণ উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত মহাভারতের নানা স্থানে রামায়ণের উল্লেখ আছে। কিন্তু রামায়ণের কোন স্থলেই মহাভারতের কোন অংশ উদ্ধৃত কিম্বা মহাভারতের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

(দ্বিতীয়তঃ) মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন স্থলে ইহাঁকে দেবতা বলিয়া উল্লেখ করা হইযাছে। দেব চরিত্র বর্ণন করা পূর্ব্বকার কবিদিগের স্বভাব ছিল। রামায়ণ মহাভারতের পরবর্ত্তী হইলে মহামুনি বাল্মীকি শ্রীকৃষ্ণের দেবভাবের বিষয় উল্লেখ করিতে তূষ্ণীভাব অবলম্বন করিতেন না।

---

(৫) "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা" ৯ম কল্প।

(৬) *De. Mur. Muhavarata.* Tom & Co. 1869. P. 132.

(তৃতীয়তঃ) মহাভারতে রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকিকে 'কবিগুরু' এবং 'প্রধান ও প্রথম কবি' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যদি মহাভারত রামায়ণের পূর্ব্ববর্ত্তী হইত, তাহা হইলে মহাভারত প্রণেতা এমন শব্দ কখন উল্লেখ করিতেন না।

(চতুর্থতঃ) ইহা বোধ হয় সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি মুনির প্রধান নায়ক রাজা রামচন্দ্র ত্রেতাযুগের লোক, এবং মহাভারত প্রণেতার নায়ক রাজা যুধিষ্ঠিরাদি কলিযুগের প্রথমাংশের লোক। তাহা হইলে সহজ বুদ্ধিতেই ইহা বোধগম্য হয় যে, রামায়ণ ও মহাভারত কত অন্তর-কালীন রচনা।

(পঞ্চমতঃ) রামায়ণ ও মহাভারত যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের বোধ হয় ইহা জানা আছে যে, রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি-সাময়িক অবস্থা হইতে মহাভারত কালীন অবস্থা কত উন্নত এবং আদরণীয়। রামায়ণ সময়ে যে সকল জাতি অসভ্য ও অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত ছিল, মহাভারত সময়ে তাহাদের উন্নতির পরা কাষ্ঠা লক্ষিত হয়। বাল্মীকি সময়ে যে সকল নগরী বা প্রদেশ অনার্য্য, অনুর্ব্বর, অনধ্যুষিত এবং অসভ্য ছিল, মহাভারতের সময়ে সেই সকল প্রদেশ সাতিশয় শস্যশালী উর্ব্বর এবং সভ্য বলিয়া বর্ণিত আছে। কাম্পিল্য প্রভৃতি নগরী রামায়ণের সময়ে অনার্য্য, অসভ্য, অনুর্ব্বর এবং দুর্গম; কিন্তু মহাভারতের সময়ে তাহা ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, সকল বিদ্যায় ভূষিত এবং দক্ষিণ পঞ্চাল দেশের রাজধানী। (৭) এইরূপ বহুল প্রমাণ দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, রামায়ণ মহাভারত অপেক্ষা পূর্ব্বকালীন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

(পাণিনি ব্যাকরণ)

সূত্রপাঠ ও ধাতুপাঠ।

১। অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্যাকরণের সমধিক চর্চ্চা প্রচলিত

(৭) Vide *Cunningham's Ancient Geography*. part. I. and *Tod's Rajasthan* Vol. I.

হইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ ব্যাকরণ সূত্র প্রণালীর সমুৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। সেমিতিক জাতির মধ্যে আরব্য ও হিব্রুদীগণ, গ্রীকদিগের মধ্যে আরিষ্টটল এবং ভারতের প্রাচীন আর্য্যগণ পৃথিবীস্থ অপরাপর জাতির ব্যাকরণ উপদেষ্টা বলিয়া বিখ্যাত। ভাষাবিজ্ঞানের এই অংশ গ্রীশ হইতেই ইউরোপের অন্যান্য স্থানে নীত হইয়াছে, কিন্তু গ্রীকগণ এই বিষয়ের জন্য ভারতবাসী প্রাচীন মহর্ষিদিগের নিকট ঋণী (১)। অতএব হিন্দুদিগের শব্দশাস্ত্রই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন বলিতে হইবে। (২)

২। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ভক্তিরসার্দ্র চিত্তে স্বীয় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে বেদ গান করিতেন। এই উপগীয়মান বেদের স্বর গ্রামের প্রতি তাঁহাদিগের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। অবিশুদ্ধ স্বর সংযোগে উচ্চারণ বৈষম্য সংঘটিত হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে প্রত্যবায়গ্রস্ত ও প্রনষ্টশক্তি মনে করিতেন (৩) এই কল্পিত আশঙ্কা জাগরূক থাকাতে

(১) "The Arabians as well as the Greeks first introduced grammar throughout Europe and Asia. * * They learned it from the ancient Hindoos, who may be said as inventors of it." Sir W. Jone's *Anniversary Discourses.*

(২) "The ancient Hindoos have investigated with considerable diligence and success the three kindred sciences of Grammar, logic and Rhetoric. † † † † The Hindoo Grammar and Logic have been studied in England and Germany, and their merits duly appreciated. † † † The Hindoo Rhetoric has much that is interesting and new, and its analysis of the figures is fully equal to any thing in western Literature. † †" E. B. Cowell's preface to Pundit L. M. Surma's কাব্যনির্ণয়।

"The first Grammar was writen by the Hindoos." T. E. Rankin's *Essdy on rhetoric.*

(৩) মূর সাহেব বলেন, প্রাচীন ভারতে সঙ্গীতের প্রচলন থাকা হেতু ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। ঋক সকলগান করিবার নিমিত্ত তাঁহারা স্বর

আর্য্যগণ বেদের উচ্চারণ বিশুদ্ধতা রক্ষার্থ নিরতিশয় যত্নপর হইয়া বৈয়াকরণিক জ্ঞানের তত্ত্ব উদ্ভাবনে প্রয়াসবান হয়েন। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অনেক স্থলে অক্ষর পদ প্রভৃতি ব্যাকরণ প্রযুক্ত সংজ্ঞার উল্লেখ থাকাতে ইহার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যায়। * শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী শাখার শতপথ ব্রাহ্মণে একবচন, বহুবচন ও ছান্দোগ্য উপনিষদে স্বর, উষ্মা, স্পর্শ প্রভৃতি বর্ণবিভাজক সংজ্ঞার উল্লেখ আছে। পাণ্ডু সামবেদসংহিতার ঋকে মহর্ষি ব্যাকরণ নির্দ্দিষ্ট পদচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিয়া আরাধ্য দেবতার স্তুতি করিতেও পরাঙ্মুখ হন নাই (৪)। যথা——

(ক) সর্ব্বে স্বরা ইন্দ্রস্যাত্মানঃ সর্ব্ব উষ্মাণঃ প্রজাপতেরাত্মানঃ
সর্ব্বে স্পর্শা মৃত্যোরাত্মান স্তং যদি স্বরেষু পালভেতেন্দ্র
শরণং প্রপন্নোভুবং স্বত্বা প্রতি বক্ষতীত্যেনং ব্রুয়াৎ। ৩

(খ) পাহি, নো অগ্নে! একয়া পাহ্যুতত দ্বিতীয়য়া।
পাহি, গীর্ভি স্তি স্যভি রূর্জ্জা মপতে! পাহি, তে স্যভির্বাসা। ২। ৩৬

এই রূপ বেদবিহিত স্বর গ্রামের উচ্চারণ প্রসঙ্গে ব্যাকরণের অনুশীলন আরম্ভ হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, হিন্দুদিগের বেদ রচনা সময়েও ব্যাকরণ সূত্র সমূহের বিশেষ প্রচলন ছিল।

৩। প্রাচীন সভ্যজাতি সমূহ মধ্যে যৎকালে ব্যাকরণ বিদ্যা বাল্যলীলা তরঙ্গে দোলায়মান হইতেছিল, তখন ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে উহা চরম সীমায় পদার্পণ করে। গ্রীশ দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো (৫) কেবল

গ্রাম প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন, তাহা হইতেই ক্রমে ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে। Muir's *Sanskrit text*. অবিশুদ্ধ স্বর সংযোগে উচ্চারণ বৈষম্যদোষে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইবার আশঙ্কা পলিনেশীয়বাসীদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। Grey's Polynessian mythology. page 32.

(৪) শতপথ ব্রাহ্মণম। (৫।১) white yajasveda. vol II. P. 990. ed. by Dr. Albrecht Weber, Berlin.

(৫) ইনি খৃঃ পূঃ ৪২৯ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩৪৭ অব্দে

* বেদের ব্যাকরণ জন্য প্রাতিশাখ্য প্রস্তুত হইত। তাহাতে সংজ্ঞা, সন্ধি, কারক, তদ্ধিত, সমাস সকলই আছে।

বাক্য সংযোজিত নাম ও ক্রিয়ার বিষয় অবগত ছিলেন। তৎশিষ্য আরিষ্টটল (৬) এই রূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, পরে অলঙ্কার শাস্ত্রের সূত্রানুশীলন প্রসঙ্গে তিনি আর কয়েকটি সংজ্ঞা ব্যাকরণে প্রচলিত করেন। জিনোদোতসের (৭) পূর্ব্বে সর্ব্বনামের বিষয়ে অন্যান্য জাতিগণ অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং আরিস্তারকসের (৮) পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই উপসর্গের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়েন নাই। (৯) কিন্তু তখন ভারতীয় মহর্ষিগণ ব্যাকরণের চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। যখন গ্রীশ, রোম, আরব, মিসর প্রভৃতি স্থানে ব্যাকরণের দুই একটী সূত্র ও লক্ষণ জানিয়া, তদ্দেশবাসিগণ আপনাদিগকে অদ্বিতীয় বৈয়াকরণিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তখন ভারতে বহুসংখ্যক ঋষি ব্যাকরণ শাস্ত্র সমাপ্ত করিয়া অন্যান্য বিষয় লইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন।

৪। প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সকল ব্যকরণোপদেষ্টা জন্ম গ্রহণ করিয়া জগতী তলে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে মহর্ষি পাণিনি এক জন প্রধান। ইহাঁকে পৃথিবীর ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রধান আচার্য্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি ব্যাকরণ শাস্ত্রের অদ্বিতীয় গুরু। প্রাচীন আর্য্যসমাজে ইনি আচার্য্য, ঋষি, বেদপুরুষ, মহাপণ্ডিত, ভূতভাবনভবানীপতির অবতার প্রভৃতি নামে খ্যাত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহাঁর ব্যাকরণ পাঠ করিয়া, প্রণেতার অদ্ভুত লিপি চাতুরী, বুদ্ধি, গভীর গবেষণা এবং বহুদর্শিতা দর্শনে মোহিত হইয়া গিয়াছেন। (১০) কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই

তাঁহার মৃত্যু হয়। Penny cyclo. Vol. XVIII. P, 232—336.

(৬) ইনি স্তেগৃয়া নগরে খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। Ibid. Vol II. P. 332.

(৭) ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৮০ অব্দের লোক। Ibid. Vol. XXVII. P. 872.

(৮) ইনি খ্রীঃ পূঃ ১৫৮ অব্দের লোক। Ibid. Vol. II. P. 332.

(৯) Max. Muller's His. of Anc. Sans. Lit. P. 161.

(১০) Professar Lassen has said that " without a deep study of Panini, no one can pretend to a thorough knowledge of sanskrit. ' and Dr. Ballantine Has shewn that not even sir William

মহাত্মা কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, নির্ণয় করা সুকঠিন। অধ্যাপক ল্যাশেন ও বেবর কহেন, পাণিনি বুদ্ধদেবের পরসাময়িক (১১)। মোক্ষমূলরের মতে পাণিনি খ্রীঃ পূঃ সার্দ্ধত্রিশত অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। (১২) উইলশন (১৩) গোলড্‌ষ্টুকরের মতে (১৪) পাণিনি বর্ষমুনির ছাত্র এবং কাত্যায়ন, বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণিকের সমকালীন। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই মতের পোষকতা করেন (১৫)। অধ্যাপক বোঁত্‌লিঙ্ক মোক্ষমূলরের মতের পোষকতা করিয়াছেন (১৬) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত পাণিনিকে অথর্ব্ববেদের পূর্ব্বসাময়িক বলেন (১৭)। অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুয়ার্ট এই মতের পোষকতা করেন। †

৪। যে সকল পণ্ডিতের প্রদত্ত মতাবলীর সারাংশ আমরা বিবৃত করিলাম তাঁহাদের সহিত আমরা একমত হইতে পারি না। আমরা সংক্ষেপে ঐ সকল ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন করিতেছি। প্রথম বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত; ইনি কি যুক্তিতে পাণিনিকে অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ব সাময়িক বলিয়াছেন, বলিতে পারি না। পাণিনি যে চতুর্ব্বেদই জানিতেন, তাহা তাঁহার ব্যাকরণে সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে। পাণিনীর ৪।২।৩৮, ৪।২।৬৩,৬।৪।১৭৪ ও ২।৪।৬৫ প্রভৃতি সূত্রে অথর্ব্ববেদ উল্লিখিত হইয়াছে। যষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের

Hamilton Himself had analysed the syllogism more profoundly than Gotama.

(১১) Lassen's *Indische alterthumskunde* Vol I. 2d. ed. P. 864 and Webers *Indische studien* V. 136 ff.

(১২) *Last Results of ancient sanskrit Literature*

(১৩) Wilson,s *Essays on sans. lit.* Vol. I. P. 139-170

(১৪) Goldstucker,s *Panini* P. 84—85.

(১৫) " সিদ্ধান্ত কৌমুদীর পাণিনিয়াগম কালাদি নির্ণয় প্রস্তাব।" এবং " আর্য্যদর্শন " প্রথম খণ্ড, দশম সংখ্যার " গ্রীক ও যবন প্রস্তাব।"

(১৬) Otto Boehtlink,s *panini* P. XIV—XVIII.

(১৭) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি ৪. ৬৬ পৃষ্ঠা।

† Goldstuckers Panini. P. 142—143.

১৭৪ সূত্রে "দাণ্ডিনায়ন হাস্তিনায়নাথর্ব্বণিক" দ্বারা স্পষ্ট অথর্ব্ববেদকে বুঝাইতেছে, এবং অন্যত্রে "কপি বোধাদাঙ্গিরসে" এই অথর্ব্ববেদোপদেষ্টা মহর্ষি আঙ্গিরসের নামোল্লেখ করিয়াছেন (১৮) দ্বিতীয় বেবরও লাশেন। ইহাঁদের মতে পাণিনি বুদ্ধদেবের পরসাময়িক। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাণিনির সূত্রের কোন স্থলে বৌদ্ধধর্ম্ম কি বুদ্ধদেবের নাম পরিদৃষ্ট হয় না। পাণিনির সূত্র সমূহ জাতি, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, বস্তু, জীব প্রভৃতি অনেক বিষয় লইয়া পূর্ণ। যদি তাঁহার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব প্রাদুর্ভূত হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার গ্রন্থে এ কথার অন্ততঃ একটুও আভাস পাওয়া যাইত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রসিদ্ধ 'নির্ব্বাণ' শব্দও পাণিনি কর্ত্তৃক ব্যাখাত হয় নাই। যে শব্দকে প্রাচীন আর্য্যেরা 'যোগসাধনের চরম উদ্দেশ্য' জ্ঞাপক এবং মুক্তি, মোক্ষ, অপবর্গ, প্রভৃতি নামে আখ্যাত করিয়াছেন, যাহা দুঃখ নিবৃত্তি ও অনন্ত সুখভোগের কারণ, তাহা পাণিনি জ্ঞাত থাকিলে কি থতেন না? তবে ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের পঞ্চাশ শ্লোকে পাণিনি অষ্ট বলিয়াছেন, বায়ু শূন্যতা অর্থাৎ "অবাত" অর্থে "নির" এই উপসর্গের পরবর্ত্তী বা ধাতুর নিষ্ঠার ত স্থানে ন হয়। যথা——নির্ব্বাণ। কিন্তু বৌদ্ধদিগের নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ জীবাত্মার বিধ্বংস হওয়া। পাণিনি তাহা জানিতেন না; অধিক কি নির্ব্বাণ "অর্থে" নিবে যাওয়া এই সামান্য অর্থও পাণিনির পরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার সময়ে নির্ব্বাণ শব্দের প্রোক্তরূপ গভীর ও সারবৎ অর্থ প্রচররূপ থাকিলে তিনি "বায়ু শূন্যতা" অর্থে নির্ব্বাণ শব্দের উল্লেখ করিয়াই তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতেন না। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতে তিনি শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী। পুরাবৃত্তজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব কাল নির্ণয় করেন।

---

(১৮) মনুসংহিতার অনেক স্থলে অথর্ব্ববেদের উল্লেখ আছে। "অথর্ব্ববেদস্য চতুর্থবেদত্বেপি প্রায়েণাভিচারাদ্যর্থত্বাৎ যজ্ঞবিদ্যায়ামনুপযোগাচ্চ নির্দ্দেশঃ। তথাহি ঋগ্বেদে নৈবহৌত্রং কুর্ব্বন্ যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং সামবেদে নোদ্গাত্রং যদেব ত্রয়ৈ বিদ্যায়ৈ শুক্রস্তেন ব্রহ্মত্বমিতি শ্রুতে ত্রয়ী সম্পাদ্যত্বং যজ্ঞানাং জ্ঞায়তে।" মনু যখন অথর্ব্ববেদের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন পাণিনি কিরূপে অথর্ব্ববেদের পূর্ব্ব সাময়িক হইতে পারেন।

তাহা হইলে বোত্‌লিঙ্ক এবং মোক্ষমূলরের মতে পাণিনিকে কখন খ্রীষ্টর পূর্ব্ব সার্দ্ধ ত্রিশত অব্দের লোক বলা যাইতে পারে না। উইলশন, গোল্‌ড-ষ্টুকার প্রভৃতির মত পণ্ডিতবর রামদাস সেন খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব এস্থলে তাহা উল্লেখ করা হইল না। (১৯)। পাণিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

৫। বৃহৎ কথায় লিখিত আছে, " মহামুনি বর্ষ বা উপবর্ষ পণ্ডিতের ছাত্রগণ মধ্যে পাণিনি নামে একজন স্থূলবুদ্ধি ব্রাহ্মণ বালক ছিলেন। এই বালক বিদ্যাভ্যাসে অপারগ হওয়াতে স্বশ্রেণী হইতে তাড়িত হইয়া হিমানীতে গমন পূর্ব্বক বিদ্যালাভের জন্য কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাহাতে মহাদেব তুষ্ট হইয়া একখানি ব্যাকরণ পাণিনিকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই ব্যাকরণ হইতেই পাণিনি আপনার ব্যাকরণ রচনা করেন" (২০)। ইনি পাণিন বংশোদ্ভব। দেবল নামক জনৈক ব্যবস্থা প্রণেতা তাঁহার পিতামহ। দক্ষনামা মুনির দাক্ষীনাম্নী এক কন্যা ছিল। তাঁহারই গর্ভে এবং আহ্নিকনামা পুরুষের (২১) ঔরসে সলাতুর নগরে (২২) পাণিনির জন্ম হয়।

(১৯) ঐতিহাসিক রহস্য। An. san. Lit. P. 298 and Turnour's Mahawanso. ap. P. LX.

(২০) কথিত আছে, এই ব্যাকরণের নাম মাহেশ। ইহা সমুদায় ব্যাকরণের আদি এবং ভগবান মহেশ্বর ইহার প্রণেতা। পাণিনি একজন শিবভক্ত ঋষি বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার প্রথম চতুর্দ্দশটী সূত্র শৈবসূত্র বলিয়া কথিত আছে। এই মাহেশ ব্যাকরণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য।(২১) Indian wisdom P. 172.

(২২) জেনেরল কনিংহামের মতে ইহা বর্ত্তমান লাহোরের পূর্ব্বতন নাম। (Ancient Geography of India. P. 57—58) কর্ণেল টড সাহেব, এবং আধুনিক কতিপয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী পণ্ডিত এই মতের পোষকতা করেন। (Todd's Rajasthan ; Indian Antiquary. Vol. I. PP. 16, 17 45) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পাণিনির জন্মস্থান সলাতুর ; শলাতুর নহে। সলাতুর ও শলাতুর বিভিন্ন নগর। হুয়েংশাংও বস্তুতঃ এই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। পাণিনির জন্মস্থান সলাতুর নগর গন্ধার [কান্দাহার] প্রদেশের অন্তর্গত।

৬। পাণিনির ব্যাকরণ বা "সূত্রপাঠ" আট অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। এই জন্য ইহার নামান্তর "অষ্টাপদী।" এই সূত্রপাঠের প্রত্যেক অধ্যায়ে অনধিক চারিটি করিয়া পাদ (পরিচ্ছেদ) আছে। গ্রন্থে সর্ব্বসমেত ৩৯৯৬ টী সূত্র দৃষ্ট হয়।

৭। 'ধাতুপাঠ' নামে আর একখানি ক্ষুদ্র ব্যাকরণ পাণিনির প্রণীত বলিয়া বিখ্যাত। তাহা এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। এই গ্রন্থে ধাতুর বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থে সর্ব্বসমেত সহস্র সূত্র আছে।

——:০:——

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমরকোষ ও অমরমালা।

১। সংস্কৃত ভাষায় অমরকোষ একখানি পদ্য অভিধান গ্রন্থ। সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ তাহার প্রণেতা। এই গ্রন্থে প্রত্যেক শব্দের যত প্রকার অর্থ ও নাম হইতে পারে, তাহা বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে মনোহররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইনি হেমসিংহের শিষ্য এবং যোধসিংহের পুত্র। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইহাঁর আদি নাম 'অমন্ত্র'; পরে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া 'অমরসিংহ' নাম ধারণ করেন। (১)।

কথিত আছে, অমরসিংহ রাজা বিক্রমাদিত্যের 'নবরত্ন' সভার তৃতীয় পণ্ডিত (২)। এই বিক্রমাদিত্য খ্রীষ্টের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহা হইলে এই সময়েই অমরকোষ প্রণীত হওয়া সম্ভব। (৩)

---

(১) গ্রীন সাহেব লিখিয়াছেন, অমরসিংহ সুসন্ধির পুত্র। কিন্তু বিষ্ণু পুরাণে সুসন্ধি সূর্য্যবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। Vide W. Abraham Smith's পৌরাণিক ইতিবৃত্ত Vol. I. P. 71-73.

(২) "সচাদি শাব্দিকঃ নামলিঙ্গানুশাসননামককোষকারঃ বিক্রমাদিত্য রাজসভীয় নবরত্নান্তর্গত রত্নবিশেষশ্চ ॥" ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ ॥ "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ। খ্যাতোবরাহ মিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য ॥" ইতি নবরত্নং ॥

(৩) বাবু রামদাস সেনের মতে অমর সিংহ খ্রীষ্টিয় ৫০০ পঞ্চশত শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। (ঐতিহাসিক রহস্য। ২য় ভাগ। ৩৯-৪০ পৃষ্ঠা)

৩। 'অমরমালা' ও একখানি ক্ষুদ্র অভিধান। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের যাবতীয় শব্দের (terms) অর্থ বিবৃত হইয়াছে। অমর সিংহ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ইহা প্রণয়ন করেন। (৪) "তীর্থঙ্করসার" গ্রন্থে লিখিত আছে, কোন কারণ বশতঃ শঙ্করাচার্য্য এই গ্রন্থ জলে নিক্ষেপ করিয়া, ইহার প্রচলন বন্ধ করিয়া দেন।

অমর সিংহের মৃত্যুর পর অনেকে এই দুই গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শতপ্রদীপ।

সংস্কৃত সাহিত্য সাগরের বাস্তবিক কূল নাই। ইহার গর্ভে কত শত অমূল্য রত্ন যে নিহিত আছে, তাহার সংখ্যাই হয় না। একজন মনুষ্য যাবজ্জীবন কেবল সংস্কৃত ভাষা লইয়া আলোচনা করিলেও, ইহার অন্তঃসীমায় উপনীত হইতে পারে না। বহু দিনের পর আজি আর একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ একজন ইউরোপীয়ের যত্নে তমসাচ্ছন্ন ভারত ভাণ্ডার হইতে বহির্গত হইয়াছে। তাহারই নাম "শতপ্রদীপ।"

এই সংস্কৃত ক্ষুদ্র কাব্যখানির প্রস্তাবনায় আটটী উচ্ছ্বাস আছে। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই স্থলে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

১। ধর্ম্মপ্রিয় সদালাপী ব্যক্তিদিগের এবং সদ্‌যুক্তি ও বিশুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্গত-শাস্ত্র সমূহের উচ্ছেদ হইতে চলিল। বিধি বাম হইয়াছেন; সুপক্ক ফল সমূহ এক্ষণে কুকুর ও পলিয়া পক্ষী (১) আহার করিতেছে।

---

(৪) কেহ বলেন অমরসিংহ বৌদ্ধ, কেহ বলেন জৈন। তীর্থঙ্করসার এবং পৃথুরাজচরিতে তিনি জৈন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যে জৈন নহেন তাহা তাঁহার গ্রন্থেই উল্লেখ আছে। অমর সিংহের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তিনি গয়াতে একটী বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৌদ্ধদিগের ন্যায় ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন। তদ্ব্যতীত অমর মালাই ইহার এক বিশেষ প্রমাণ। তাঁহার কয়েকজন টীকাকারও তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়াছেন।

(১) Celtus Boniee. এক প্রকার কর্কশ শব্দকারী কৃষ্ণবর্ণ বৃহদাকার

২। রাজ্যে মনুষ্য নাই, দেবতা নাই। বৌদ্ধগণ প্রবল হইয়াছে; সকলকে সেই ধর্ম্ম গ্রহণে পরামর্শ দিতেছে।

৩। বিন্দুসারের (২) পুত্র এবং চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক ৩৬ বৎসর রাজত্ব করিয়া, ৬৪০০০ বৌদ্ধগুরু প্রতিপালন করিলেন; এবং ৮৪০০০ টী স্তম্ভ স্থাপিত করিলেন। তাঁহার অপ্রতিহত যত্নে সকলেই বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইল।

৪। হে শিষ্যগণ! যে নিষ্ঠুর অধার্ম্মিক অশোক একশত দশজন মনুষ্যকে হত্যা করিয়া লঙ্কা দ্বীপে বৌদ্ধ মত প্রচার করিল এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রস্তুত করাইল, সে কেমন লোক ভাবিয়া দেখ।

৫। হে শিষ্যগণ! শাক্যসিংহ ২৫৮ বৎসর মাত্র মৃত হইয়াছেন, ইহারই মধ্যে অশোক কি না করিয়াছে।

৬। হে শিষ্যগণ! তোমরা কুপরামর্শে প্রলোভিত হইয়া আপনাদের বিশুদ্ধ-আত্মা পক্ষীকে অধর্ম্মরূপ ব্যাধ দিয়া কেন বধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ?

৭। দেবতারা জয়যুক্ত হউন; বৌদ্ধ ধর্ম্ম খর্ব্ব হইবে। বৌদ্ধেরা দুর্বৃত্ত অশোককে 'শুক' ও 'ধর্ম্মনিষ্ঠ' বলিলেও মোহিত হইও না। হে দেবতারা তোমরা তামরসসুধাযুক্ত হও। (৩)।

৮। আমি— ভাস্বরমণি (মুনি?)—তোমাদের হিতের জন্য একশতটী কবিতা প্রস্তুত করিলাম। তোমরা ইহাতে কর্ণপ্রদান কর। এই একশত কবিতারূপ প্রদীপ দ্বারা তোমাদিগের হৃদয়ের তিমির নাশ করিয়া, আমি তোমাদিগকে উজ্জ্বল সুস্নিগ্ধ আলোতে আনিব।

এই আটটী উচ্ছ্বাস পাঠ করিলে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভাস্বরমণি। তিনি শাক্যসিংহের ২৫৮ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অশোক রাজা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচার করাতে ভাস্বরমণি একশতটী কবিতা প্রস্তুত করিয়া আপন শিষ্যদিগের নিকট হিন্দু

পক্ষী। ইহার গতি দ্রুত, মাংস বিষজনক এবং পুচ্ছ অতি দীর্ঘ। ওষ্ঠে লোহিত বর্ণের দাগ আছে এবং সর্ব্বশরীর স্বভাবতঃ স্থূল ও উন্নত।

(২) কেহ কেহ ইহাকে বিম্বাসরা কহিয়াছেন। Lecture on M.. B. Researches by R. D. Son. Page 16

(৩) তামরসসুধা অর্থে, শতদলপদ্মের মধু।

ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। তাহাতেই শতপ্রদীপ গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। এই গ্রন্থ পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত; প্রত্যেক অধ্যায়ে বিংশতিটী কবিতা আছে। তদ্ভিন্ন প্রস্তাবনায় আটটী এবং উপসংহারে তিনটী কবিতা দৃষ্ট হয়। ভাস্বরমণি পাঁচ দিনে স্বশিষ্যবর্গকে এই কবিতাগুলি শুনাইয়া তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ইহার উপসংহারস্থিত দুইটী কবিতায় লেখা আছে—

১। এক্ষণে সুধীগণের তরঙ্গান্বিতসমুদ্রের ন্যায় চঞ্চলচিত্ত সুস্থির হইলেই ভাস্বর, দেবগণের অসীমানুগ্রহকণা প্রাপ্ত হয়।

‡ ‡ ‡ ‡ ‡

৩। সদুপদেশ-তৈল দ্বারা বিংশতিটী দীপ—যাহা প্রত্যেক দিবসে প্রজ্বলিত করিয়া—ক্রমে একশতটীতে পর্য্যবসিত করিলাম, তাহা যেন সুধীগণের চিত্ত হইতে নির্ব্বাপিত না হয়। ইহা যেন জর্জ্জরিত হিন্দু সমাজের পক্ষে বিশল্যকরণীর ন্যায় হইয়া উঠে।

গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অনুষ্টুভচ্ছন্দে বিরচিত। (৪) গ্রন্থের উপসংহারস্থিত শ্লোকত্রয়েব মধ্যে দ্বিতীয়টী পাঠ করিলে জানা যায়, তিনি অর্ব্বুদ (৫) পর্ব্বত মধ্যস্থ এক সুবিস্তৃত কুটীরে বাস করিতেন। যথা———

"এবং সেই সুরম্য বিস্তৃত অর্ব্বুদ শৈল জয়যুক্ত হউক, যথায় মতিমান বুধগণ এবং আমি নিয়ত থাকিয়া আলো জ্বালিতেছি।"

---

(৪) অনুষ্টুভ্—অষ্টাক্ষর ছন্দ বিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ইহা ব্রহ্মার উত্তর দিকের মুখ হইতে নির্গত। ঋগ্বেদভাষ্যে আছে এই ছন্দ কেবল মাত্র দেবতার উদ্দেশে গীত রচনায় ব্যবহার হয়। অনুষ্টুভচ্ছন্দের লক্ষণ এই—ইহার পঞ্চম বর্ণ লঘু, এবং সপ্তম, চতুর্থ ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইয়া থাকে। অন্য বর্ণের নিয়ম নাই।

(৫) অর্ব্বুদ পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম আবু। ইহা রাজপুতনার অন্তঃপাতী মেওয়ার প্রদেশস্থ আরাবলী নামক পর্ব্বত শ্রেণীভুক্ত; ৫০০০ পাদ উচ্চ এবং শিরোহী হইতে ৯ ক্রোশ অন্তর। এই স্থলে পূর্ব্বে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল। অদ্যাপি তথাকার এক সুপ্রসিদ্ধ সরোবরের নিকটে বশিষ্ঠের মন্দির দৃষ্ট হয়। অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অনেক শিব মন্দির এবং জৈন মন্দির আছে। তথায় অচলেশ্বর, কম্বুখলেশ্বর, নেখিলাল, আদিনাথ, অর্ব্বুদভবানী, ব্রাহ্মিক প্রভৃতি প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রমাণিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে ৮০ বৎসর বয়সে কুশী-নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। (৬) ইহারই ২৫৮ বৎসর পরে অর্থাৎ খ্রীষ্টিয় পূর্ব্ব ২৮৫ অব্দে ভাস্বরমণি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

—০:০—

নবম পরিচ্ছেদ।

পাতঞ্জল-মহাভাষ্য——ইষ্টি।

১। সুপ্রসিদ্ধ পাণিনিয় ব্যাকরণের 'মহাভাষ্য' নামে একখানি ব্যাখ্যা গ্রন্থ আছে। তাহাতে পাণিনি-গ্রন্থ সমূহের সূত্রার্থ এবং টীকা টিপ্পনী করা হইয়াছে। কাত্যায়নবররুচি প্রভৃতি যে সমুদায় ব্যক্তি পাণিনির ভাষ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, তন্মধ্যে এ গ্রন্থ খানি সর্ব্বাধিক গুণবহুল ও পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট। খ্যাতনামা ঋষি পতঞ্জলি ইহার প্রণেতা।

২। মহাভাষ্যকার * প্রণীত পাণিনিয় ব্যাকরণের কতকগুলি বার্ত্তিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা " ইষ্টি " নামে খ্যাত। পতঞ্জলি কাশ্মীর দেশে কিয়ৎ-কাল বাস করিয়া ইহার প্রণয়ন করেন।

৩। পতঞ্জলি নিজে আপনাকে পাণিনি ও কাত্যায়নের পরবর্ত্তী এবং কনিষ্ঠ বলিয়াছেন। কোন প্রাচীন গ্রন্থকার তাঁহাকে আচার্য্য দেশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। গোল্‌ডষ্টকর ও বেবর সাহেবের মতে ' আচার্য্য দেশীয় " অর্থে আচার্য্যদেশস্থ ব্যক্তি। অধ্যাপক কোণের মতে উত্তর ভারতবর্ষান্তর্গত ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানকে আচার্য্য দেশ কহে (১)। কিন্তু এই মত ভ্রমসঙ্কুল। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত এই ভ্রমাত্মক মত খণ্ডন করিয়াছেন (২)।

(৬) Lecture on Modern Buddistic Researches. P. 11

* এই ভাষ্যের অপর নাম ' ফণিভাষ্য।' যে সর্পরাজ অনন্তদেব, পুরাণ মতানুসারে সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ফণমণ্ডলোপরি ধারণ করিয়া আছেন, পতঞ্জলি তাঁহার অবতার। সর্পের অবতার মুনির রচিত বলিয়া, ঐ ভাষ্য ফণিভাষ্য নামে প্রসিদ্ধ। (সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব। ৬০—৬১ পৃষ্ঠা।)

(১) Cowns on *Northern India*. Chap. IX. P. 45

(২) রজনী বাবুর পাণিনি &c. ১৪৫—১৪৬ পৃষ্ঠা।

তিনি বলেন আচার্য্যদেশীয় অর্থে কনিষ্ঠাচার্য্য। পাণিনি আপন ব্যাকরণের পঞ্চম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদস্থ ৬৭ শ্লোকে আচার্য্যদেশীয় অর্থে কনিষ্ঠাচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি পাণিনি ও কাত্যায়ন হইতে কনিষ্ঠ, এই জন্য কনিষ্ঠাচার্য্য নামে অভিহিত। তাঁহার মাতার নাম গোণেকা এবং গোনর্দ্দ নামক স্থান তাঁহার জন্মভূমি (৩)। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল-ভণ্ডারকার বর্ত্তমান গোণ্ডাকে (৪) গোনর্দ্দ নামে আখ্যাত করিয়াছেন। গোণ্ডা অযোধ্যা হইতে ১০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে সংস্কৃত 'র্দ্দ' শব্দ দ্দ অথবা কখন কখন 'ড্ড' তে পরিণত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থানের প্রকৃত নাম 'গোনর্দ্দ' বা 'গোন্ডড' অথবা 'গোনর্দ্দ'। কালক্রমে গোণ্ডা হইয়াছে (৫)।

৪। মহাভাষ্যকার (৬) প্রণীত পতঞ্জলির কাল বিনির্ণয় করা বড় কঠিন নহে। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া একটু চিন্তা করিলেই এ বিষয় সহজে মীমাংসিত হইয়া যায়।আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত পতঞ্জলির কাল নির্ণয়ে যে প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম। (৭) তিনি বলেন, "পাণিনি আপন ব্যাকরণের ৩ য় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের একশত একাদশ সংখ্যক সূত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, অনদ্যতন ঘটনাব

---

(৩) (ক) গোণিকাপুত্রোভাষ্যকারইত্যাহুঃ॥ নাগোজীভট্ট। ১।৪।৫১।

(খ) গোনর্দ্দীয়স্ত্বাহ॥ কৈয়টঃ——ভাষ্যকারস্ত্বাহ॥ নাগোজীভট্ট—গোনার্দ্দীয় পদং ব্যাচষ্টে। ভাষ্যকার ইতি। ১।১।২১ (গ) গোনর্দ্দীয় পতঞ্জলিমুনিঃ। হেমচন্দ্রঃ।

(৪) Indian Antiquary vol. II. P. 70

(৫) E. B. Cowell's প্রাকৃত প্রকাশ P. 21 and Cunningham's Ancient Geography of India P. 408

(৬) এই মহাভাষ্য গ্রন্থের অনেক গুলি টীকা এবং উপটীকা প্রস্তুত হইয়াছে। তন্মধ্যে কৈয়টভট্টকৃত "ভাষ্যপ্রদীপ" নাগোজীভট্টকৃত "ভাষ্যপ্রদীপোদ্যত" এবং ভর্তৃহরিভট্ট প্রণীত "বাক্যপদীয়" সমধিক প্রসিদ্ধ।

(৭) রজনী বাবুর পাণিনি & &- ১১৯ হইতে ১৩৯ পৃষ্ঠা।

ক্রিয়াস্থলে লঙ বিভক্তি প্রয়োজিত হইয়া থাকে। কাত্যায়ন এই সূত্রের বার্ত্তিকে লিখিয়াছেন, এই ঘটনা দর্শন বিষয়াতীত ও লোকপ্রসিদ্ধ হইলে এবং ক্রিয়া প্রয়োগ কর্ত্তার দর্শন ক্ষমতার আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও লঙ বিভক্তি ব্যবহৃত হইবে। ভাষ্যকার পতঞ্জলি কাত্যায়নকৃত এই বার্ত্তিকের পোষকতা করিয়া ' অরুণদ্ যবনঃ সাকেতম্ ." ও " অরুণদ্ যবনো-মাধ্যমিকান্ "! এই দুইটী উদাহরণ উপন্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, যবন কর্ত্তৃক সাকেত ও মাধ্যমিকের অবরোধ পতঞ্জলি না দেখিয়া থাকিলেও, দেখিতে পারিতেন। অর্থাৎ পতঞ্জলি ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিলেও উক্ত অবরোধ তদানীন্তন কালে সংঘটিত হইয়াছিল।" রজনী বাবুর উল্লিখিত 'যবন' শব্দে কাহাদিগকে বুঝায় দেখা উচিত। হণ্টার সাহেবের মতে (৮) আলেকজাণ্ডারের ভারতাক্রমণের পর প্রধানতঃ গ্রীক জাতিই যবন সংজ্ঞায় বিশেষিত হইত (৯) এই আলেকজাণ্ডর খ্রীষ্টিয় পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। ল্যাশেন সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে এই গ্রীকদিগের নয় জন রাজা খ্রীঃ পূঃ ১৬০ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৮৫ অব্দ পর্য্যন্ত বাহ্লিকদেশে (১০) রাজত্ব করেন। ইহাঁদের মধ্যে মিনান্দ্র ভূপতি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। একদা যমুনা নদী ও মথুরা পর্য্যন্ত ইহাঁর রাজ্য ও আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল। রজনী বাবু বলেন "এই মিনান্দ্র কর্ত্তৃক সাকেত বা অযোধ্যা (১১) অবরুদ্ধ হইয়াছিল।

(৮) W. W. Hunter's Orrissa. Vol. I. P. 209

(৯) যবন শব্দ সম্বন্ধে যাঁহারা বাঙ্গালায় সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা আর্য্যদর্শন প্রথম খণ্ডের গ্রীক ও যবন প্রবন্ধ দর্শন করিবেন।

(১০) বাহ্লিকদেশ জলন্দরের দক্ষিণ পশ্চিম ও লাহোরের প্রায় দক্ষিণ। কনিংহাম সাহেব ইহাকে "বাহিকা" দেশ কহিয়াছেন। Ancient Geography. part. I. অথর্ব্ববেদ, অমরকোষ ও মহাভারত মতে বাহ্লিক অনার্য্য দেশ বলিয়া কথিত।

(১১) 'সাকেত' অযোধ্যার নামান্তর। মহারাজ সক্তি যখন অযোধ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তখন ইহার এই নাম হয়। অযোধ্যা— সাকেত; ॥ অমরকোষ। সাকেত;—অযোধ্যা নগরী ॥ শব্দরত্নাবলী।

মিনান্দ্র যখন মথুরা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন তখন তৎকর্ত্তৃক অযোধ্যা অবরোধ অসম্ভব নহে।” (১২) এই মিনান্দ্র প্রোক্ত নয় জন গ্রীক ভূপতির সর্ব্বশেষ রাজা। আলেকজান্দারের সময় হইতে অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী হইতে মিনান্দ্রের শাসন পর্য্যন্ত আট জন নৃপতির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজত্ব কাল যদি গড়ে ত্রিশ বৎসর ধরা যায়, তাহা হইলে আমরা খ্রীষ্টীয় পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উপস্থিত হই। রামদাস বাবুও এই মতের পোষকতা করেন। † তাহা হইলে ল্যাশেন এবং রজনী বাবুর মতে পতঞ্জলি (১৩) এই সময়েই বর্ত্তমান ছিলেন, বলিতে হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ।

ভোজচম্পূ—প্রাকৃতপ্রকাশ—লিঙ্গবিশেষবিধিকোষ এবং নীতিরত্ন।

১। ভোজচম্পূ—পূর্ব্বে ধারা নগরে ভোজ নামে জনৈক শাস্ত্রদর্শী বিদ্বান ভূপতি ছিলেন। তাঁহার বংশ ও গুণাবলী সংক্ষেপে এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের কতক অংশ ভোজরাজের জীবিতাবস্থায় এবং কতক অংশ তাঁহার মৃত্যুর পর বিরচিত হইয়াছে।

২। প্রাকৃত প্রকাশ—ইহা একখানি উপাদেয় প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ।

৩। নীতিরত্ন—ইহাতে কতকগুলি কবিতা বা শ্লোক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

---

(১২) গ্রীক ভুগোলবেত্তা ষ্ট্রাবো, টক্‌শ্‌ প্রভৃতির গ্রন্থে রাজা মিনান্দ্র-কর্ত্তৃক যমুনাতীর ও মথুরাপুরী পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তারের কথা লিখিত আছে। মথুরা নগরীতে মিনান্দ্রের একটী মুদ্রাও পাওয়া গিয়াছে। Meeanthras of the Greeks.

† সুপ্রসিদ্ধ জৈন গ্রন্থ মিলিন্দপন্দে এই মিনান্দ্রের নাম উল্লেখ আছে। ডাক্তার টার্ণোর মতে এই মিনান্দ্র সগল নগরে খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। Tarner's "Greek invasion." page 89. ঐতিহাসিকরহস্য। ২ য় ভাগ। ১৩২ পৃষ্ঠা।

(১৩) সংস্কৃত সাহিত্যে আর একজন পতঞ্জলির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি "যোগ" দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা।

৪। লিঙ্গবিশেষবিধিকোষ—ইহা একখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ; অভিধান লিখন প্রণালীতে বিরচিত হইয়াছে।

উপরে যে কয়েকখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা বররুচি নামক জনৈক কবির বিরচিত। ইনি ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। কথিত আছে, ভোজ-রাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তিনি কালাতিপাত করিতেন, এবং তাঁহার সভাসদ ও পৌরহিত্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন। (১)

৫। রাজতরঙ্গিণী নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভোজরাজ হর্ষদেবের পিতামহ কাশ্মীর রাজা অনন্তদেবের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। অন্যত্র লিখিত আছে, তিনি মালবদেশের রাজা ছিলেন।

মালবাধিপতির্ভোজঃ প্রহিতৈ রত্নসঞ্চয়ৈঃ।
অকারয়ৎ যেন কুণ্ড যোজনং কটকেশ্বরে।”
১৯০ শ্লোক। ৭ ম তরঙ্গ।

কবিবর বিহ্লন কৃত “বিক্রমাঙ্কদেবচরিত” গ্রন্থে এই অনন্তদেবের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পুস্তকে লিখিত আছে, রাজা অনন্তদেব ‘রাম’ বংশীয়। তিনি অসীম পরাক্রম প্রভাবে দারদ ও শকজাতিগণকে দমন করিয়া গঙ্গার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্ঞীর নাম সুভট। এই সুভটের গর্ভে কোশলরাজ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র হইয়াছিল, তন্মধ্যে হর্ষদেবও বিশেষ খ্যাত। অনন্তদেব ইহাঁরই পিতামহ।

কোলব্রুক সাহেব বলেন খৃষ্টিয় ১০৪২ অব্দে ভোজদেব বর্ত্তমান ছিলেন। (২)উজ্জয়িনীর জ্যোতির্ব্বেত্তৃগণের গণনানুসারে এবং একখানি অনুশাসন পত্রের লিখনানুসারে নির্ণীত হয় যে, এই ভোজরাজ খ্রীষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন (৩)। কোন লেখক তাঁহাকে খ্রীষ্টিয় শকের প্রারম্ভ কালীন লোক বলেন। বাবু রামদাস সেন ঐতিহাসিক রহস্য গ্রন্থে প্রমাণ করিয়াছেন, (৪) এই ভোজরাজা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান

(১) ঐতিহাসিক রহস্য।

(২) Colebrooke's misc. essays Vol. II. P. 462-463 and 303.

(৩) জ্যোতির্ব্বিদ্যাভরণ।

(৪) আর্য্যদর্শন ১০ম খণ্ড; আষাঢ় সংখ্যা।

ছিলেন। আমরা এই মতের অনুমোদন করি। রাজতরঙ্গিণী লেখক, কোলব্রুক সাহেব এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যাভরণপ্রণেতা যে ভোজের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইনি আর এক জন ভোজরাজা। তাঁহার বিবরণ আমরা অন্য সময়ে বলিব। আমাদের অদ্যকার ভোজরাজা ধারানগরাধিপতি, তাঁহারই সভায় এই বররুচি বিদ্যমান ছিলেন। (৫)

---

(৫) অনেকে উজ্জয়িনী ও ধারা নগরকে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমার মতে উজ্জয়িনী ও ধারা ভিন্ন ভিন্ন নগর বিশেষ। উজ্জয়িনী হইতে ধারা, প্রায় ৫০ ক্রোশ অন্তর। হেমচন্দ্রকোষে, উজ্জয়িনীর তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। বিশালা, অবন্তী, এবং পুষ্করণ্ডিনী। ইহাতে ধারা নাম দৃষ্ট হয় না। ' বিক্রম চরিত ' প্রণেতা এবং কার্লাইল সাহেব এই ধারা নগরকে দাক্ষিণাত্যের একটী নগর বলিয়াছেন (Travels in India. Vol. IV. P. 69)। এই তাঁহাদের ভ্রম; দাক্ষিণাত্যে ধারা নগর নাই কেবল ধারাবার নাম দৃষ্ট হয়। ত্রিকাণ্ডশেষ গ্রন্থে উজ্জয়িনী ' বিশালা ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মেঘদূতেও বিশালার উল্লেখ আছে। যথা—

প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথা কোবিদ গ্রাম বৃদ্ধাং।
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং॥

মেঘদূত।

এতৎ সম্বন্ধে Cunningham's Ancient Geography, Buddhist period দেখ। মৎস্যপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, হেমচন্দ্রকোষ প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনীর ঐ তিনটী নামই দৃষ্ট হয়। উজ্জয়িনীর ' ধারা ' নাম কোথাও দৃষ্ট হয় না। (*Essay on Malwaya* by Colonel Rochford. P. 13) ইহাতে আমার বোধ হইতেছে, ধারা অন্য একটী নগরী। জেনেরল উডফোর্ডের মতে এই নগরী প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর ও ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তিনী। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, বর্ত্তমান কামরূপ এবং আসামের কিয়দংশ। (P. C. Sircar's Geography of India)। ধর্ম্মারণ্য নগর, মহারাজ রামচন্দ্রের পৌত্র অমূর্ত্তরজঃ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। যথা—

" তথাঽমূর্ত্তরজাবীরশ্চক্রে প্রাগ্‌জ্যোতিষং পুরং।
ধর্ম্মারণ্যসমীপস্থম॥ " রামায়ণ।

৬। ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থের একটি শ্লোক পাঠে জানা যায়, বররুচি বাণভট্ট প্রভৃতির সমকালীন। (৬) এই বাণভট্ট কাদম্বরী প্রণেতা। তিনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। তাহা হইলে বররুচিকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিলে অসঙ্গত হয় না। টড্ সাহেব এ মতের পোষকতা করেন। (৭)

সম্প্রতি সংস্কৃত ভাষায় একখানি বিদ্যাসুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা বররুচি প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু এই আধুনিক আদিরস ঘটিত গল্প বররুচি প্রণীত বলিয়া কখন মনে হয় না। ইহার রচনাচাতুর্য্য কিছুই নাই। বরং স্থানে স্থানে কুৎসিত ভাবসম্পন্ন আধুনিক কবিগণের প্রীতিকর সংস্কৃত অশ্লীল কবিতা দৃষ্টে, এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রধান কবির রচিত বিবেচনা করা দূরে থাকুক, এক জন বঙ্গ দেশীয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাতে ভারতচন্দ্রকৃত বিদ্যাসুন্দরের ভাব প্রায় গৃহীত হইয়াছে, এবং মুদ্রিত পুস্তকের শেষ ভাগে যে চোরপঞ্চাশৎ আছে তাহা চোর কবি কৃত। আমরা বিদ্যাসুন্দরকে কখন বররুচি প্রণীত বলিতে পারি না। নিউইয়র্কের Strange Visitors নামক গ্রন্থ খানি যেরূপ পরলোক গত বাইরণ, থাকরী প্রভৃতি কবির স্বর্গবাস কালীন রচিত হয়; কিম্বা "শরৎসরোজিনী" যেরূপ পরলোক গত বাবু দুর্গাদাস দাস কর্তৃক পরলোকে প্রণীত হয়, এই বিদ্যাসুন্দর খানি সেইরূপ প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে! ফলতঃ বঙ্গবাসী ভ্রাতাদিগের অদ্ভুত কল্পনা বলিতে হইবে!

উডফোর্ডের মতটী সৎযুক্তি সঙ্গত নয়। ধারা নগর মালব দেশের অন্তঃপাতী। ইহা বিন্ধ্য-পার্ব্বত্য-প্রদেশ-সমীপস্থ বলিয়া বিখ্যাত। বররুচি যাঁহার সভাসদ ছিলেন, তিনি এই ধারা নগরের রাজা। ধারা নগরকে উজ্জয়িনী বলিয়া আখ্যাত করা সর্ব্বথা সৎ যুক্তিবিরুদ্ধ। এতৎ সম্বন্ধে Vide পৌরাণিক ইতিবৃত্ত By W. A. Smiths Vol. I. 127-140.

(৬) অথ ধারা নগরে ন কোপি মূর্খো নিবসতি। ক্রমেণ পঞ্চশতানি সেবন্তে বিদুষাং শ্রীভোজম্। বররুচি সুবন্ধুবাণময়ুর বামদেব হরিবংশ শঙ্কর কলিঙ্গ কর্পূর বিনায়ক মদন বিদ্যাবিনোদ কোকিল তারেন্দ্র প্রমুখাঃ।"

(৭) Todd's Rajasthan.

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শৃঙ্গারশতক—নীতিশতক—বৈরাগ্যশতক—বাক্যপদীয়—হরিকারিকা—ভট্টিকাব্য।

১। শৃঙ্গারশতক—এ গ্রন্থখানি আদিরসাশ্রিত। ইহাতে এক শত প্রকার শৃঙ্গারের বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার রচনা প্রণালী 'রতিমঞ্জরীর' ন্যায়।

২। নীতিশতক—ইহাতে এক শতটি নীতিপূর্ণ শ্লোক আছে। সেই শ্লোক সমূহে সুনীতি সম্বন্ধীয় বিবিধ সারগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩। বৈরাগ্যশতক—শান্তিরসাশ্রিত কাব্য। ইহাতে বৈরাগ্য বিষয়ক এক শতটী শ্লোক আছে। গ্রন্থের অধিকাংশ শ্লোকই বিষ্ণু ও মহেশ্বরের স্তুতিবাদ মাত্র।

৪। বাক্য পদীয়—ইহা সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পতঞ্জলি প্রণীত 'মহাভাষ্য' নামক ব্যাকরণ গ্রন্থের টীকা বিশেষ। ইহার অন্য নাম 'বাক্যপ্রদীপ'। ইহাতে মহাভাষ্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

৫। হরিকারিকা—এই গ্রন্থে মহাভাষ্যের নিয়মাবলী ছন্দোময়ী রচনায় নিবদ্ধ হইয়াছে। অন্য নাম 'ভর্তৃকারিকা।'

৬। ভট্টিকাব্য—ইহাকে একখানি ছন্দোবন্দ ব্যাকরণ গ্রন্থ বলিলে হয়। বাক্যপদীর গ্রন্থের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। বাক্যপদীয় ব্যাকরণ শাস্ত্রের সাধারণ নিয়ম বিবৃত হইয়াছে এবং ভট্টিকাব্যে তাহার উদারণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে উদাহরণ স্বরূপ রাজা রামচন্দ্রের চরিত্র ও শরৎকাল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী, কবিত্ব পূর্ণ; কিন্তু অধিকাংশ নীরস ও কর্কশ। এই মহাকাব্য দ্বাবিংশতি সর্গে বিভক্ত। জয়মঙ্গল ও ভরত মল্লিক ইহার টীকাকার।

৭। উপরে যে কয়েকখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা ভর্ত্তৃহরিভট্ট নামক জনৈক পণ্ডিতের বিরচিত। তাঁহার নামানুসারে ষষ্ঠ পুস্তকের নাম ভট্টিকাব্য এবং পঞ্চম পুস্তকের নাম হরিকারিকা বা ভর্ত্তৃকারিকা হইয়াছে।

কথিত আছে, ভর্ত্তৃহরি ভট্ট যৌবনকালে শৃঙ্গার শতক, বাক্যপদীয়, হরি-

কারিকা (৮) এবং ভট্টিকাব্য (৯) বিরচন করেন। বাস্তবিক এ কথা সুসঙ্গত বোধ হয়। এই গ্রন্থগুলি পাঠ করিলে ইহা কোন যুবা লেখকের লিখিত বলিয়া কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। যৌবনকালের যে উৎসাহ, যে প্রেম-চিন্তা, যৌবন-সুলভ-স্বভাব-দোষ—তাহা সকলই এই গ্রন্থ সমূহে আছে। জনশ্রুতি এই যে এই গ্রন্থগুলি রচনা করিবার পর তিনি সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। তৎপ্রণীত নীতিশতক গ্রন্থের দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করিলে জানা যায় তিনি নিজ প্রণয়িনীর উপর বিরক্ত হইয়াই সংসার ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন (১০)।

ভর্ত্তৃহরি ভট্ট সংসার পরিত্যাগ করিয়া নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক প্রণয়ন করেন। এ গ্রন্থ দুই খানি যে বৈরাগ্যাবস্থায় প্রণীত, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। ভর্ত্তৃহরি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মালব দেশান্তর্গত কোন শৈলকন্দরে পরমার্থ চিন্তায় জীবন উদ্যাপন করেন। ঐ শৈল এক্ষণে " ভর্ত্তৃহরিগুম্ফ " নামে নির্দ্দিষ্ট (১১)। কনিংহাম উহাকে 'বটশৈল' নামে আখ্যাত করিয়াছেন এবং বিউএল সাহেব উহার আদিনাম 'রত্নশৈল' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (১২)। ঐ শৈলাভ্যন্তরে একটী বেদি দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে ভর্ত্তৃহরি ঐ বেদিকায় বসিয়া পূজোপসনাদি করিতেন।

---

(৮) অনেকের সংস্কার এই যে, বাক্যপদায় ও হরিকারিকা একই গ্রন্থ। কিন্তু তাহা নহে। এই দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তক।

(৯) অনেকে বলেন ভর্ত্তৃহরি এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন। গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভট্ট। ইহা ভ্রমসঙ্কুল মত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন (সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব ৩৮ পৃঃ)

(১০) " যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা,
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা,
ধিক তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ।"

(১১) আর্য্যদর্শন। অগ্রহায়ণ, ১২৮২। ৩৩৭ পৃষ্ঠা। (১২) Bewell's Ancient Rural scenes in India P. 82.

৮। ভর্ত্তৃহরির কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন তিনি রাজা ছিলেন, কেহ বলেন তিনি মুনি ছিলেন, কাহারও মতে তিনি দরিদ্র সভাপণ্ডিত, আবার কেহ বা তাঁহাকে সেনাপতি বলিয়া অভিহিত করেন। বোম্বাই নগরের কাশীনাথ ত্রিয়ম্বক নামক জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ভর্ত্তৃহরির গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছেন। তিনি বলেন একখানি হস্তলিখিত বৈরাগ্যশতক গ্রন্থে লেখা আছে "অথ ভর্ত্তৃহরি-ভূপতি-কৃত-বৈরাগ্যশতক-প্রারম্ভঃ।" আর এক খানিতে লেখা আছে "শ্রীমহামুনীন্দ্র-ভর্ত্তৃহরিকৃতৌ বৈরাগ্য শতকে &c.।" আবার একখানিতে লেখা আছে, "ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজসামন্তসীমন্তচূড়া-মণি-কবি-শেখর যোগীন্দ্র-মুকুটমণি-শ্রীভর্ত্তৃহরি-বিরচিতং বৈরাগ্যশতকং &c.।" শৃঙ্গারশতকের এক খানি পুস্তকে লিখিত আছে, "ইতি শ্রীমহাকবি-চক্র চূড়ামণিনা ভর্ত্তৃ-হরিণা বিরচিতং শৃঙ্গারশতং &c.।" (১৩) আবার বৈরাগ্যশতকের পঞ্চম কবিতা পাঠে জানা যায় তিনি এক জন গরিব ব্যক্তি, অর্থ ও অন্নাভাবে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। (১৪) এই রূপ সন্দেহ জালে আবদ্ধ হইয়া কবিকে কোন্ অবস্থার লোক বলিব, ভাবিয়া পাইতেছি না।

৯। ফলতঃ ভর্ত্তৃহরি সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে তদ্ধেতু বহুবিধ সত্য ও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই জন্যই ভর্ত্তৃহরি প্রণীত কৃত্রিম গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া অসম্ভাবিত নহে। আমরা নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁহার কোনগ্রন্থে মহারাজ কি সেনাপতি বলিয়া উল্লিখিত হয়েন

(১৩) বোম্বাই নিবাসী ডাক্তার ভাউদাজি ও কাশীনাথ ত্রিয়ম্বকের গ্রন্থ পাঠ কর।

(১৪) "ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং, ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা। ভুক্তং মানবিবর্জ্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ, তৃষ্ণে! জৃম্ভসি পাপকর্ম্মনিরতে! নাদ্যাপি সংতুষ্যসি।" এই গ্রন্থের ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪১, ৪২, ৮৭, ৮৯ এবং ৯১ এই কয়েকটী কবিতা পাঠ করিলে কবির বিষয়ে অনেক অদ্ভুত কথা জানিতে পারা যায়। তাহাতে তাঁহার জীবনী বিষয়ক কোন সত্যেরই মীমাংসা হয় না, বরং বহুবিধ সন্দেহ জালে আবদ্ধ হইতে হয়।

নাই। তিনি অতি সামান্য অবস্থার কবি ছিলেন। প্রৌঢ়াবস্থায় সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তিনি যে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হইয়া বৈরাগী হয়েন, ইহা বিশ্বাসই হয় না। আমরা নীতিশতকের দ্বিতীয় শ্লোক ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বলিয়া বিশ্বাস করি না। "ভূপতি" সামন্ত" "মহারাজ" প্রভৃতি শব্দ অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক নূতন সংযোজিত। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দুষ্ট লোকেরা কৃত্রিম নীতিশতক প্রস্তুত করিয়া অভিজ্ঞান শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি গ্রন্থের কয়েকটী শ্লোক ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছে। তিনি রাজকীয় অবস্থা সম্পন্ন হইলে পরগৃহে কাকের ন্যায় শঙ্কাকুল চিত্তে অপমানে অন্ন ভোজন কিম্বা জাতীয় কুলমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর পদ সেবা করিতেন না। আমরা এক্ষণে আমাদের মতের অনুসরণ করিব।

১০। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভর্ত্তৃহরির চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুস্তকগুলি পতঞ্জলি কৃত ব্যাকরণের ব্যাখ্যা বা টীকা গ্রন্থ। এই পতঞ্জলি খ্রীঃ পূঃ ১৯৫ হইতে ১৪২ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই সময়ের পরে ভর্ত্তৃহরির বর্ত্তমান থাকা সম্ভব। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী মতে রাজা অভিমন্যুর সময়ে চন্দ্র, ভর্ত্তৃহরি ও বসুরাত নামে কয়েক জন বৈয়াকরণিক বর্ত্তমান ছিলেন। অভিমন্যুর আদেশ মতে চন্দ্রাচার্য্য কর্ত্তৃক পাতঞ্জল মহাভাষ্য কাশ্মীর দেশে নীত হয়। যথা,———

চন্দ্রাচার্য্যাদিভির্লব্ধা দেশং তস্মাত্তদাগমং।
প্রবর্ত্তিতং মহাভাষ্যং স্বঞ্চ ব্যাকরণং কৃতং॥ । ১। ১৭৬

রাজা অভিমন্যুর রাজত্বকাল খ্রীষ্টিয় শকের প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ (১৫) তাহা হইলে ভর্ত্তৃহরি এই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন বলিতে হইবে। সুপ্রসিদ্ধ ল্যাসেন সাহেব এই মতের উত্তর সাধকতা করেন।

১১। দ্বিতীয়তঃ, ভর্ত্তৃহরি, স্বপ্রণীত ভট্টিকাব্যের শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন, আমি বলভীপতি নরেন্দ্ররাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম। যথা,———

(১৫) এতৎ সম্বন্ধে Dr. otto Boehtilingk's Panini P. XIV—XVIII এবং Vol. II. P. III—V প্রভৃতি দেখ।

কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভ্যাং
শ্রীধরসেন নরেন্দ্রপালিতায়াম।
কীর্ত্তিরতোভবতান্নৃপস্য তস্য
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্॥ (১৬)

প্রমাণীকৃত হইয়াছে এই শ্রীধরসেননরেন্দ্র খ্রীষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে বর্ত্তমান ছিলেন (১৭)। তাহা হইলে ভর্ত্তৃহরির এই সময়ে বর্ত্তমান থাকা নিতান্ত সম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যশতক।

১। সুবিখ্যাত কাদম্বরী প্রণেতা বাণভট্টের 'ময়ুর' নামধেয় এক শ্বশুর ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার সহিত বাণের সততই বিবাদ বিসম্বাদ চলিত। একদা কলহ করিয়া ময়ূরভট্ট, বাণভট্টের পত্নীকে (অর্থাৎ আপন কন্যাকে) যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে তাঁহার কন্যা ক্রুদ্ধা হইয়া তাঁহার গাত্রে চর্ব্বিত তাম্বূল নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমার অঙ্গে শীঘ্রই কুষ্ঠ নির্গত হউক।" রাত্রি প্রভাতে ময়ূরভট্টের কুষ্ঠ হইল। তখন

---

(১৬) বলভী নগরী গুজরাটপ্রদেশের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ যদুবংশীয়েরা তৎপর সূর্য্যবংশীয়েরা ইহাতে রাজত্ব করেন। ইহার উত্তর অক্ষান্তর২১ অংশ ৫০ কলা এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৭১ অংশ ৫০ কলা (ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস ১৫ পৃষ্ঠা।) অনেকের মতে ভাউনগরের ১০ মাইল উত্তর পশ্চিমবর্ত্তী বলভীই বল্লভীপুর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জৈনদিগের গ্রন্থানুসারে ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর অসভ্য জাতিদিগের বিপ্লবে বিনষ্ট হয়। কর্ণেল টড এই মতের পোষকতা করেন (Todd's Rajasthan)। জেনেরল কানিংহামের মতে ৬১৪ অব্দে ইহা বিনষ্ট হইয়াছে (Ancient Geography P. 318). একখানি ইংরাজী পত্রিকায় দৃষ্ট হইল, প্রবল ভূমিকম্পে বল্লভী নগর বিনষ্ট হইয়া যায়। (Journal of the Royal As. Society. Vol. X. 111. P. 151).

(১৭) Preface to Ballavey dynasty by J. Morgan. P. 39. Note. P. M. and plate IX. appendix. ins. (Tall's magazine No. LIV.)

তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া রোগ হইতে মুক্তিলাভের জন্য সূর্য্যদেবের মন্দিরে "জম্ভারাতীভকুম্ভোদ্ভাবমিব———শীর্ণ ঘ্রাণাঙ্ঘ্রিপাণিনঃ" ইত্যাদি এক শত শ্লোক দ্বারা স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতেই তাঁহার কুষ্ঠরোগ অন্তর্হিত হইল এবং এই একশত শ্লোক লিপিবদ্ধ হইয়া 'সূর্য্যশতক' গ্রন্থের সৃষ্টি হইল। এই শ্লোক কয়েকটীতে সূর্য্যমণ্ডল, তদীয় কিরণ, অশ্ব ও সারথির বর্ণনা ও স্তব বিবৃত হইয়াছে। ইহার রচনা অতি প্রগাঢ়, মনোহর এবং কবিত্বশক্তি পূর্ণ। মধুসূদন নামক জনৈক পণ্ডিত ইহার টীকা করিয়াছেন।

২। রাজশেখর, বিলোচন, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতের রচনা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, কাদম্বরীকার বাণভট্ট ও সূর্য্যশতককার ময়ূরভট্ট সমকালীন কবি। বাণভট্ট খ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর লোক। তাহা হইলে এই সময়ে ময়ুরভট্টের বর্ত্তমান থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইতেছে।

সমাপ্ত।